

[রোমাঞ্চকর শিশু-উপন্যাস]

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নাথ ব্রাদার্স

২৩-সি, ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

ভাদ্র—১৩৪২

দাম—এক টাকা

[চিত্রশিল্পী—শ্রীঅশ্বিনী কর্ম্মকার

নাথ ব্রাদার্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৬। চালৃতাবাগান লেন হইতে
শ্রী[illegible]পদ নাথ কর্ত্তক মদ্রিত

নাথ ব্রাদার্স
২৩-সি, ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীট্ হইতে
শ্রীযতীন্দ্রনাথ নাথ কর্ত্তৃক প্রকাশিত



লোকটি সেই শিলাখণ্ড ধরিয়া তাকে পিষিয়া ফেলিবার প্রয়াস পাইতেছে।

—৭১ পৃষ্ঠা



এক

হেদুয়া-তালাও

মোহন-বাগানের ম্যাচ। বেলা দুটা হইতে মাঠে লোক জমিতেছে।

হেদুয়ার ছোট গুম্‌টির মধ্যে বেঞ্চে বসিয়া আশু আর বিজন। ঘন ঘন তারা সুইমিং ক্লাবের ঘড়ির পানে চাহিতেছে। ঘড়ির বড় কাঁটা তিনটা, চারিটা, পাঁচটার ঘর ছাড়িয়া ঊর্দ্ধ সংখ্যা স্পর্শ করিবার নেশায় চলিয়াছে, চলিয়াছে; ছোট কাঁটা তার সঙ্গে পাল্লা রাখিবার উদ্দেশ্যে না সরিয়া

থাকিতে পারে না! কাজেই তাকেও দুইয়ের ঘর ছাড়িয়া তিনের দিকে চলিতে হইয়াছে!

আশু কহিল—এখনো লক্ষ্মীছাড়াদের দেখা নেই! এর পরে মাঠে কি বসবার জায়গা পাবো!

বিজন কহিল—বেলা তিনটে অবধি দেখি। তার মধ্যে না আসে, আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়বো।

বসিয়া দাঁড়াইয়া দুজনে ক্রমে চঞ্চল হইয়া উঠিল। ওদিকে পথে ঐ ট্রাম চলিয়াছে, বাস ছুটিয়াছে, সেগুলা ভর্ত্তি। ছেলের দল হল্লা করিয়া ভিড় জমাইয়া দিয়াছে। স্কুল-কলেজগুলা মিথ্যা আজ ফটক খুলিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া আসর জমাইবার উদ্যোগ করিয়াছে। নিরীহ শান্ত ছেলে ছাড়া—যাদের বুকে প্রাণের সাড়া আছে, তারা স্কুল-কলেজ হইতে সরিয়া পড়িয়াছে!

আকাশে মেঘ জমিতেছিল। ভীষণ কালো মেঘ। সে মেঘ দেখিয়া অতি অবিশ্বাসী ছেলের মনও আজ নরলোক ছাড়িয়া দেবলোকে দেবতার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইতেছে করুণ মিনতি বহিয়া—হে ঠাকুর, আজ জল ঢালিয়ো না! তোমার মেঘ-দলকে আজিকার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রুখিয়া রাখো! নহিলে খালি পায়ের খেলোয়াড় মোহনবাগান দলের কোনো আশা থাকিবে না...

আশু ও বিজন মেঘের পানে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল।

পল্টু আসিল। তার কাঁধে ওয়াটারপ্রুফ কোট। সে কহিল,—এখনো কেউ আসেনি?

আশু কহিল—না। দ্যাখো একবার আক্কেল!

পল্টু কহিল—এই জন্যই বাঙালীর কিছু হয় না। সময়ের দাম বোঝে না।

বিজন হাসিল, হাসিয়া কহিল—তুমি তো বোঝো!

পল্টু কহিল—কি করবো! ছুটোর মধ্যে এখানে জমায়েৎ হবার কথা ছিল, জানি। কিন্তু হিষ্ট্রির প্রফেসর এমন পাজী যে রোল্ কল্ ক্লাশে এসে করলে না! তার উপর এমন কড়াক্কড় নজর রাখলো চার দিকে—যে, সরে পড়তে পারলুম না!

আশু কহিল—ঐ ভয়ে কলেজের দিকে আমি আজ মাথা বাড়াইনি!

পল্টু কহিল—পৌণে তিনটে হলো! আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে?

আশু কহিল—আর একটু দেখি। বিশেষ গিরিজার জন্য! জানো তো, সে সঙ্গে থাকলে চকোলেট, লজেঞ্জশ্ মেলে।

বিজন কহিল—ওদিকে লোভ রাখলে ম্যাচ দেখবার আশা ছেড়ে দিতে হয়!

আশু কহিল—তিনটেয় যদি বেরুই,—বাসে চড়ে কার্জ্জন গার্ডন্‌সের কোণে পৌঁছুতে কত···ধরো, আট-দশ মিনিট লাগুক!

পল্টু কহিল—আজ শনিবার, আর এ ম্যাচ্‌ ক্যালকাটা-মোহনবাগানে—মনে রেখো?

আশু কহিল—আর দশ মিনিট বসি।

কিন্তু এই দশ মিনিটে উলটপালট কাণ্ড ঘটিয়া গেল। আকাশ-রাজ্যে ইন্দ্রদেবের ঐরাবৎ হাতীটা ক্ষেপিয়া উঠিল। মন্দাকিনীর জল শুষিয়া তার বিরাট শুঁড়ে সে-জল বহিয়া সহস্র ধারায় পৃথিবীর বুকে ছড়াইয়া দিল। সে জলের বিষম তোড়! পাঁচ মিনিটে এমন ব্যাপার ঘটিল যে মোহনবাগান-ক্লাবের কথা সকলের মন হইতে ধুইয়া মুছিয়া যাইবার জো!

ভিজিতে ভিজিতে গিরিজা ও দাশু আসিয়া জুটিল। দাশু কহিল—Impossible! এ জলে আমি তো মাঠে যাচ্ছি না।

গিরিজা কহিল—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মোহনবাগানের গো-হার চোখে দেখা যাবে না ভাই,—তা সত্য কথা বলবো!

আশু কহিল—না, না। এবারে ওরা খুব 'ষ্টেডি' হবে।

আশু কহিল—ছাই! জল দেখলেই বাবু-খেলোয়াড় দলের পা যেন গুটিয়ে আসে।

বিজন কহিল—তাহলে প্রোগ্রাম ?

গিরিজা কহিল—এ বিষম জলে বেরুনো অসম্ভব। বসে অপেক্ষা করি। যদি জল থামে এবং সময় থাকে, তখন we would try our luck।

কিন্তু বৃষ্টি থামিবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। আকাশ-ভরা আরাম ও আনন্দ চকিতে বিপর্য্যস্ত হইয়া এমন নিরানন্দের সৃষ্টি করিল যে পা আর নড়িতে চায় না!

কয়জনে চুপচাপ বসিয়া রহিল। ঘড়িতে তিনটা বাজিয়া গেল। পল্টু কহিল,—আমি যাই।

আশু তার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—পাগল! এ জলে ভিজলে সদ্য নিউমোনিয়া হবে। ফাইনাল দেখা বরাতে ঘটবে না!

পল্টু কহিল—তাহলে কি করবো ?

আশু কহিল—বসে গল্প-গুজব করা যাক্! এ জল যদি এ ভাবে সমানে চলে, তাহলে ম্যাচ্ আজ বন্ধ থাকবে নিশ্চয়!

পল্টু কহিল—ক্ষেপেচো! জলেই তো ক্যালকাটার চান্স্—এ চান্স ওরা ছাড়বে না!

গিরিজা কহিল—যা বলেচো! তাহলেও এ জলে যাওয়া চলে না।

জল চলিল। ঝম্ঝম্-ঝম্ঝম্ অবিরাম—থামিবার কোনো

সম্ভাবনা নাই। বর্ষাতি-কোটে দেহ ঢাকিয়া জুজু-বুড়ী সাজিয়া আসিয়া দেখা দিল প্রকাশ; এবং ভিজিয়া একশা হইয়া ছত্রহীন শিরে শিবকিঙ্কর আর গুরুচরণ।

প্রকাশ কহিল—ম্যাচ্‌ মাথায় থাকুক! ভিজে খেলা দেখবো এমন বাতিক আমার নেই!

শিবকিঙ্কর কহিল—যা ভিজেচি, এ-বেশে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকা অসম্ভব। হাড়ে অবধি কাঁপুনি ধরবে!

জামা-কাপড়ের জল নিঙ্‌ড়াইয়া গুরুচরণ কহিল—ছুটী যখন মিলেচে—এসো, বসে আড্ডা জমাই। এমন আকাশ তো কখনো মেলে না।

আশু কহিল—তাহলে প্রকাশ, তুমি গল্প বলো—ও বিদ্যায় তোমার একটু ওস্তাদী আছে।

কলেজ-ম্যাগাজিনে প্রকাশ দু'চারিটা গল্প লিখিয়া ছাপাইয়াছে। বন্ধুর দল তার লেখা দেখিয়া তাকে আশা দিয়াছে, কালে রবীন্দ্রনাথের গদি তুমি পাইবে—নিশ্চয়!

এ প্রশংসায় তার ছাতি ফুলিয়া দশ হাত হইয়া আছে।

সে কহিল—গল্প?

গুরুচরণ কহিল—ভূত-প্রেতের গল্প। সংসারের গল্প মাসিক-কাগজে পড়ে পড়ে শ্রান্ত হয়ে পড়েছি দাদা···

প্রকাশ কি ভাবিল, পরে গিরিজার পানে চাহিয়া কহিল,

—বেশ, তাহলে একটা অলৌকিক গল্প বলি, শোনো। অলৌকিক হলেও গল্পটি মিথ্যা ঘটনা নয়—সত্য!

গুরুচরণ বক্ষতল হইতে সযত্ন-সঞ্চিত ডালমুটে ভরা একটা হরলিক্সের বোতল বাহির করিল, করিয়া কহিল—Here you are.

শিবকিঙ্কর কহিল—গল্প জমাবার খাশা দাওয়াই! বাঃ!

প্রকাশ গল্প আরম্ভ করিল। ওদিকে বিশ্ব-চরাচর না হৌক, কলিকাতা সহরটাকে জলের পর্দ্দায় ঢাকিয়া আকাশে বাদলের মাতন চলিল সবেগে সঝঙ্কারে!

প্রকাশ বলিতে লাগিল,—সাহেবগঞ্জের ওদিকে—লুপ-লাইনে চড়ে নামতে হয় তিন-পাহাড় ষ্টেশনে। সেখান থেকে প্রায় পাঁচ-সাত ক্রোশ দূরে পীর পাহাড় গ্রাম। বেহারের গ্রাম হলেও এখানে এক বাঙালী ধনী মস্ত প্রাসাদ তৈরী করিয়েছিলেন। সে বোধ হয় নবাব মীর কাশিমের অমোলে। পুরাকালে সেখানে থাকতো ভূতপ্রেত-পরীর দল! চারিদিকে পাহাড় আর পাহাড়। গঙ্গার একটি ছোট শাখা গ্রাম-খানির বুক ফুঁড়ে বয়ে চলেছে! শাখানদীটির নাম মোহনিয়া! জায়গাটুকু ভারী চমৎকার। প্রকৃতির আদরের হুলাল! বাঙালী ভদ্রলোকটি এখানে এসে বসবাস করতে লাগলেন—ভূতপ্রেত দত্যিদানারা বিপদে পড়লো! মনুষ্য-

বাসের কাছাকাছি তারা থাকতে সাহস করে না! সেকালে সে সাহস থাকলেও একালে বিজ্ঞানের কশ্‌রতি দেখে বেচারারা কেমন ভয় পেয়ে গেছে! তারা ওখান থেকে আস্তানা গুটিয়ে সরে পড়লো। কিন্তু সরবার আগে একটু বিভ্রাট বাধিয়ে গেল!

আশু কহিল—এ গল্পটি 'মৌচাকে'র ক্ষুদ্র পাঠক-পাঠিকাদের ডেকে এনে তাদের কাছে বলো!

প্রকাশ কহিল—রূপকথা নয় হে। শোনোই না সবটুকু। শঙ্করবাবু ছিলেন পীরপাহাড়ে এ বংশের আদি পুরুষ। তাঁর সাহস ছিল প্রচুর। গ্রামের লোক তাঁকে বলেছিল, এখানে বাড়ী করবেন না বাবু—এ জায়গায় সেকালে যুদ্ধ হয়ে গেছে—বহু লোক প্রাণ দেছে; তাদের তো গতি হয়নি—কাজেই এখানে পরম সুখে বসবাস করচে! এ ধারে জমি বেশ ভালো। তবু চাষারা তা চষতে পারে না; চষতে গিয়ে দু'চারজন প্রাণ দেছে। এ জমি ওদের ইজারা-করা। আপনি এখানে বাড়ী করে বাসের সঙ্কল্প ত্যাগ করুন।

তাদের কথায় বাধা দিয়ে শঙ্করবাবু বললেন,—এবারে তাদের ইজারায় ইস্তফা হয়ে গেল! আমি এ জমি ইজারা নিয়েছি!

বিজন কহিল—তারপর?

প্রকাশ কহিল—বাড়ী তৈরী হলো—তার সঙ্গে লাগাও বাগান। বাগানে মস্ত একটা তালাও বা দীঘি। দীঘির জলের বুকে একখানি আরাম-ঘর। তার নাম জলটুঙ্গি। দেখতে দেখতে লোকজন এসে জুটলো সে গ্রামে বাস করতে। ভূতুড়ে মাঠ-জলার উপর খাশা সহর বনে উঠলো। কিন্তু বিপদ্ বাধলো একদিকে। প্রতি বৎসর একটী লোক জমিদার-বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্কিত—আশ্চর্য্যভাবে মরে যেতে লাগলো! রোগ নয়—দুর্ঘটনা নয়; এমনি—অকস্মাৎ!

বর্ষায় গল্প বেশ জমিল।

বিজন কহিল—তার মানে?

প্রকাশ কহিল—প্রথম বৎসর মারা যায় শঙ্করবাবুর একটি ছেলে···রাত্রে যেমন খাওয়া-দাওয়া করে শুতে যায়—গিয়েছিল। বেচারী বিছানায় শুয়েছিল। সকালে তাকে বিছানায় দেখা গেল না; দেখা গেল দীঘির জলে মৃত দেহ ভাসচে। এমনি মরণ প্রতি বৎসর একটি করে ঘটতে লাগলো! ও বাড়ীতে যদি সে সময় কোনো অতিথি বা আত্মীয় এসে বাস করতো, মরণ এসে তাকে স্পর্শ করতে ছাড়তো না। একশো বছর ধরে এর ব্যতিক্রম নেই।

সকলের গায়ে কাঁটা দিল। প্রকাশ বলিল,—এ বংশের উপর যেন কার অভিশাপ পড়লো—মন্ত্র-তন্ত্র শান্তি-স্বস্ত্যয়ন

চললো—তবু এদিক ওদিক ঘটলো না। আর মৃত্যু ঐ দীঘির কাছাকাছি। হয় দীঘির জলে ডুবে, নয়তো দীঘির ধারে ডাঙ্গায়, নয় জলটুঙ্গির ঘরে! এমনি করে প্রতি বৎসর মানুষ-বলি চলে আসছিল···

শিবকিঙ্কর কহিল—এখনো চলেছে?

প্রকাশ কহিল—পনেরো-ষোল বছরের খবর জানি না। কেন না, সে বংশের এখন যিনি বংশধর, সকলকে নিয়ে তিনি কলকাতায় চলে এসেচেন। সে বাড়ীতে থাকতে তাঁর ভয় হলো। একটি ছেলে মারা যেতে এ ব্যবস্থা হলো।

কথাটা বলিয়া প্রকাশ চাহিল গিরিজার পানে। তার মুখ গম্ভীর।······

সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি নামিল! ম্যাচ্ দেখা হইল না। পীর পাহাড়ের গল্প নানা রোমাঞ্চকর খুঁটিনাটিতে পূর্ণ করিয়া প্রকাশ তাহা শেষ করিল।

তারপরে গৃহে ফিরিবার পালা।···

যে যার গৃহে ফিরিল।

দুই

যাত্রার সঙ্কল্প

পরের দিন সকালে গিরিজা আসিল প্রকাশের গৃহে। প্রকাশ তখন মোটা একখানা খাতা লইয়া নোট্ লিখিতেছিল। গিরিজাকে দেখিয়া খাতা রাখিয়া প্রকাশ কহিল—এসো···

গিরিজা কহিল—কৈফিয়ৎ নিতে এসেছি।

প্রকাশ কহিল—কৈফিয়ৎ!

প্রকাশ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার পানে চাহিল।

গিরিজা কহিল,—আমার পূর্ব্বপুরুষের কাহিনী ও ভাবে সকলের কাছে কাল তোমার প্রকাশ করে বলবার কারণ শুনি! জানো, এ বিশ্বাসঘাতকতা।

প্রকাশ কহিল—বিশ্বাসঘাতকতা!

গিরিজা কহিল—তাই।

প্রকাশ কহিল—তুমি তো এ কাহিনী আমাকে লিখতে বলেছিলে, ভাই।

গিরিজা কহিল—এ কাহিনী তুমি বিশ্বাস করো না? কিন্তু কাহিনী সত্য।

প্রকাশ গিরিজার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

গিরিজা কহিল—তুমি জানো—আমার বাবার মৃত্যুও এমনি রহস্যময়?

প্রকাশের দেহ রোমাঞ্চিত হইল। গিরিজা কহিল,—আমি তখন মামার বাড়ীতে থাকি কলকাতায়। তুমি তো জানো, খুব ছোট বেলা থেকেই আমি মামার বাড়ীতে আছি। বাবা-মা থাকতেন পীর পাহাড়ে। হঠাৎ মা এলেন চলে। বাড়ীতে কান্নাকাটি উঠলো। কেন, বুঝলুম না। তখন আমি খুব ছোট। তবে দেখলুম, মায়ের পরণে সাদা থান—মা গহনা খুলে ফেলেচেন। সম্প্রতি জেনেছি, অসুখে নয়। ঐ রহস্যময় ভাবে বাবার মৃত্যু ঘটেছিল। জলটুঙ্গির ঘরে বাবা যাননি—রাত্রে দোতলার ঘরে শুয়েছিলেন। সকালে তাঁকে ঘরে দেখা গেল না— মৃত দেহ পাওয়া গেল জলটুঙ্গিতে!

প্রকাশ বিস্ময়ে একেবারে বাক্য-হারা! নিশ্বাস ফেলিয়া গিরিজা কহিল—সামনে পূজার ছুটীতে আমি পীরপাহাড়ে যাবো—ঠিক করেছি। এ রহস্য আমি জানতে চাই। খুব সাবধানে থাকবো। আমার মামাতো ভাই—আমার চেয়ে

বড়—আমার সঙ্গে যাবে বলেছে! আমরা আরো চার-পাঁচজন লোক সঙ্গে নেবো—ঠিক করেছি।···

প্রকাশ কহিল—আমি যেতে রাজী। আমাকে নেবে তোমাদের দলে?

গিরিজা কহিল—নেবো। কিন্তু বাড়ীতে সব কথা খুলে বলে অনুমতি নিয়ো। এ ভাই জীবন-মরণের ব্যাপার।

প্রকাশ কহিল—সকলে যদি হুঁশিয়ার হই, তাহলে ভাবনা কিসের!···ভালো কথা, এই রহস্যময় মরণ যে প্রতি বৎসর ঘটে, তার কোনো বিশেষ তারিখ নির্দ্দিষ্ট আছে?

গিরিজা কহিল—আছে। কালীপূজার রাত্রে। একশো বৎসরের উপর এ রাত্রিটি কখনো বাদ পড়ে নি। একটি না একটি মৃত্যু ঘটেচে এবং সে মৃত্যুর আড়ালে সুগভীর রহস্য!

প্রকাশ এ কথা শুনিয়া ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিল, পরে কহিল—তোমরা যে যাবে, বাড়ীতে তোমার মা, তোমার মামাবাবু, মামীমা যাবার অনুমতি দেবেন?

গিরিজা কহিল—তাঁদের কাছে এখানকার কথা গোপন রাখবো। তাঁদের বলেচি, আমরা কাশ্মীর দেখতে যাবো। তাতে সকলে রাজী হয়েচেন। মা প্রথমে আপত্তি তুলে-ছিলেন—বলেছিলেন, অত দূরে ক'জন ছেলেমানুষে মিলে

যাবি ? মামাবাবু স্পোর্টস্ম্যান, জানোই ! তিনি বললেন, যাক্ না দিদি ! ছেলেপিলে ওতে মজবুত হবে। নাহলে আঙুরের বাক্সর মধ্যে ঢাক্‌নির তলায় ওদের চেপে রেখে যত পুতু-পুতু করবে, ততই ওরা হবে অপদার্থ। এর পরে না পারবে কোনো কাজে ছাতি ফুলিয়ে লাগতে—না পারবে পাঁচজনের সঙ্গে মিশে আনন্দ করে মানুষের মত মানুষ হয়ে দাঁড়াতে।···

প্রকাশ কি ভাবিতেছিল, গিরিজা কহিল—তুমি একা কাশ্মীর বেড়াতে যাবে বলচো—অনুমতি পাবে ?

প্রকাশ কহিল—তা পাবো। আমি তো প্রতি বৎসর একলা খানিকটা ঘুরে আসি। জানো, গেল বছর আমার এক পিশিমার সঙ্গে আমি গঙ্গাসাগরে গিয়েছিলুম ? পিশিমা আর আমি। তাতে কেউ আপত্তি তোলেনি।

গিরিজা কহিল—পিশিমা সঙ্গে ছিলেন তো তোমাকে আগলাতে ! কথাটা বলিয়া গিরিজা হাসিল।

প্রকাশ কহিল,—পিশিমা বুড়ো মানুষ। তাঁকে দেখবার জন্য বাড়ী থেকে আমাকেই ওঁরা পাহারাদারীর ভার দ্যান খোসামুদি করে' ! সেজন্য ঐ বাইসিক্‌ল্‌খানা পাই বখ্‌শিস্। আমি খুব ডানপিটে—বাড়ীতে সে কথা কারো অজানা নয়।

গিরিজা কহিল—তাহলে এই ব্যবস্থাই করো। সত্যি,

আমার খুব কৌতূহল হয়। একশো বৎসর ধরে এমন একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটে আসচে—সকলে ভয়ে কাঁপচে, তবু কেন, বা কিসের জন্য এ ব্যাপার ঘটচে, তার সন্ধান নেবার ইচ্ছা কারো জাগলো না—মৃত্যু-রহস্যের চেয়ে এ রহস্যটুকুই আমার আরো বেশী আশ্চর্য্য ঠেকে!

প্রকাশ কহিল—আর চার-পাঁচজন যে সঙ্গে যাবে, বলচো, তারা কারা?

গিরিজা কহিল—আমার দুজন বন্ধু আছেন,—আর কে-কে তাঁর অফিসের লোক বুঝি!

প্রকাশ কহিল—এ সঙ্কল্প ঠিক তো? দেখো, তাই বুঝে আমি ব্যবস্থা করবো। শেষে যেন লোক হাসিয়ো না!··· পূজোর ছুটীর আর কদিন বা বাকী!

উৎসাহ-ভরে গিরিজা কহিল—না, না। আমরা যাবোই। এখন থেকে তার বন্দোবস্ত হচ্ছে।

প্রকাশ কহিল—এখন থেকে?

হাসিয়া গিরিজা কহিল—হ্যাঁ। বলো কি, এখন থেকে বন্দোবস্ত হবে না! যাচ্ছি কাশ্মীর—কত দূরে! শীতের দেশ!

প্রকাশ কহিল—তোমার মামাবাবু জানেন, কোথায় যাচ্ছো?

গিরিজা কহিল—না। তাঁর কাছেও এ কথা গোপন রাখা হয়েছে। কালোদার পরামর্শে ব্যবস্থা হয়েচে।

কালোদা ওরফে কালীচরণ গিরিজার মামাতো ভাই। কালীচরণ এম্-এ পাশ করিয়া এটর্ণির অফিসে আর্টিক্‌ল্‌ড আছে! তার খুব সাহস। সে মস্ত শীকারী। বাদার ধারে প্রতি বৎসর শীতকালে পাখী মারিয়া বেড়ায়, তাছাড়া একবার সুন্দরবনের গা ঘেঁষিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছে; বাঘ মারিতে গিয়াছিল। দারুণ বর্ষায় ম্যালেরিয়ার ভয়ে বনে ঢোকা হয় নাই। যে লঞ্চে গিয়াছিল, তাহাতে চড়িয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। তার এই সুন্দরবন যাত্রার বিবরণ কলেজ-ম্যাগাজিনে ঘটা করিয়া ছাঁপাইয়া বাহির করিতে সে ভোলে নাই!

তিন

তিনপাহাড় ষ্টেশন

ষষ্ঠীর দিন গিরিজারা সদলে কলিকাতা ত্যাগ করিল। তিনপাহাড়ে ট্রেণ আসিয়া থামিল, রাত্রি তখন তিনটা বাজিয়া সাতাশ মিনিট।

ষ্টেশনের বাহিরে তুখানা জীর্ণ একা দাঁড়াইয়া আছে—খোট্টা গাড়োয়ান গাড়ীতে বসিয়া ঢুলিতেছে। ঘোড়ার দেহ দেখিলে মনে হয়, মিউজিয়াম হইতে ঘোড়ার কঙ্কাল আনিয়া মুচি ডাকাইয়া তাকে দিয়া সে কঙ্কালের উপর চামড়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘোড়া দাঁড়াইয়া আছে নিথর নিস্পন্দ। দেখিলে মনে হয় কোনোকালে চলে নাই!

কালোদা কহিল—কি রে গিরিজা, এই পুষ্পক-রথে চড়ে যেতে হবে না কি?

গিরিজা কহিল—সে খপর তোমার চেয়ে আমি বেশী কি করে জানবো, বলো? I am as much stranger to this place as you!

প্রকাশ কহিল—এ গাড়ীতে চড়ে পড়ে মরবার চেয়ে হেঁটে পাড়ি দেওয়া ভালো কালোদা।

কালোদা বলিল—মোট-ঘাট?

প্রকাশ কহিল—কুলি ডেকে তাদের মাথায় চাপানো ছাড়া উপায় কি!

গিরিজা কহিল—তাহলে রাত্রে তো বেরুনো যায় না। ষ্টেশনের বেঞ্চে পড়ে বাকী রাতটুকু কাটানো যাক; তারপর সকাল হলে পাড়ি সুরু করা যাবে।

প্রকাশ কালোদার পানে চাহিল; চাহিয়া কহিল—আবার ষ্টেশনের বেঞ্চ! যাত্রাভঙ্গ দোষ হবে!

গিরিজা কহিল—না হলে অন্ধকারে কোথায় যেতে কোথায় যাবো! এখানে আবার! সাপখোপের ভয় আছে।

কালোদা কহিল—একটা গাড়ীতে ঠেলা দিয়ে দেখি...

কালোদা গিয়া একখানা এক্কার গড়োয়ানকে দিল ঠেলা। ঠেলা খাইয়া চমকিয়া সে জাগিয়া উঠিল। জাগিবামাত্র ঘোড়ার রাশে টান্ দিল। ঘোড়া নড়িল। গাড়োয়ান কহিল—আইয়ে বাবু সাব্...

কালোদা কহিল—কোথায় আইয়ে করবো রে? আমরা এতগুলি লোক—এত মোট!

গাড়োয়ান ডাকিল—এ মংরু...

পাশের এক্কার গাড়োয়ান সে-ডাকে চোখ খুলিয়া গা ঝাড়া দিল। এক্কার ঘোড়া চিহিঁ রবে বিরক্তি জানাইল।

প্রথম গাড়োয়ান কহিল—সওয়ারী আছে।

মংরু গাড়োয়ান কহিল—কোথায় যাবেন বাবু সাব?

গিরিজা কহিল—পীরপাহাড়।

মংরু ঘোড়ার রাশে টান দিল, দিয়া কহিল—আইয়ে…

প্রকাশ কহিল—এতগুলিকে 'আইয়ে' করলে 'ইয়ে' হবে! তার চেয়ে দুজনে দুখানা এক্কা নিয়ে রওনা হওয়া যাক। কালোদা আর আমি। তোমরা মোটঘাট নিয়ে ষ্টেশনে অপেক্ষা করো। এ গাড়ী ফির্‌লে তোমরা যাবে।…

গিরিজা কহিল—বাঃ! এক যাত্রায় পৃথক ফল!

প্রকাশ কহিল—যাবার নাহলে অন্য উপায় কৈ?

কালোদা গাড়োয়ানকে প্রশ্ন করিল—তোদের এখানে আর গাড়ী পাওয়া যাবে না?

গাড়োয়ান কহিল, আর একঠো গাড়ী ছিল—সন্ধ্যার সময় খানায় পড়িয়া তার একখানা চাকা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—দু'দিন সবুর করিলে সে গাড়ী নূতন চাকা আঁটিয়া ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইবে।

প্রকাশ কহিল—তাহলে ষ্টেশনে দুদিন সবুর করি আসুন, কালোদা। নতুন চাকা আঁটা গাড়ীতে বসে গেলেই চলবে।

কালোদা কি ভাবিতেছিল ; কহিল—এ যে ভয় দেখায় ! বলে,—গাড়ী খানায় পড়ে !

গিরিজা কহিল—রাত্রে বেরুনো বুদ্ধির কাজ হবে না !... ষ্টেশনে বসে রাত কাটানো উচিত।

কালোদা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—অগত্যা ! তারপর গাড়োয়ানের পানে চাহিয়া কহিল—পীরপাহাড় কতদূর ?

গাড়োয়ান কহিল—আট কোশ !

—বলিস্‌ কি রে ! আর এই ঘোড়া জুতে তুই আমাদের সেইখানে পৌঁছে দিবি, বলচিস ?

গাড়োয়ান কহিল—আলবৎ !

কালোদা কহিল—গাড়ী আমরা চাই—মোটঘাট নিয়ে যাবার জন্য। আমরা সকালে বেরুবো। আমরা হেঁটে যাবো, তুই যাবি মোটঘাট নিয়ে ! কত ভাড়া নিবি ?

গাড়োয়ান কহিল—এক টাকা।

বেচারী ! সাত-আট ক্রোশ পথ ঐ ঘোড়াকে খাটাইবে —তার জন্য এক টাকা মাত্র ভাড়া চাহিল !

মংরু কহিল—হামার গাড়ী লিবেন না বাবু সাব ?

গিরিজা কহিল—তুজনের গাড়ীই নেবো। এতখানি পথ তোর গাড়ী যাবে সঙ্গে—আমাদের মধ্যে দরকার-মত

মাঝে মাঝে যার গাড়ীতে চড়বো পা ভেরে গেলে! ...আর এ গাড়ীতে যাবে আমাদের মোটঘাট।

প্রথম গাড়োয়ান কহিল—গাড়ীতে চড়বেন না?

প্রকাশ কহিল—না। সওয়ারী নিলে ঘোড়া মরে যাবে।

গাড়োয়ান কহিল—মরবে কেন বাবু? জ্যান্ত ঘোড়া আছে—দানাপানি খায়! এ-ঘোড়া মরবে!···

কালোদা কহিল—লোক নিয়ে গাড়ী টানবার অভ্যাস তো নেই।

মংরু কহিল—আছে বাবু সাব। সওয়ারী মাঝে মাঝে হয় বৈ কি। এই যে সেদিন গেণ্টুর মেয়ের সাদী হলো—দূর-গাঁ থেকে বর এলো—বরকে সওয়ারী নিয়ে গেলুম। জিন্দা ঘোড়া, গাড়ী টানবে, সওয়ারী নেবে—না হলে শুধু শুধু দানাপানি দিচ্ছি!

সে কথা সত্য হইলেও কালোদার দল ঘোড়া মারিয়া এক্কায় চড়িতে রাজী হইল না। ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে যে বেঞ্চ ছিল, সেইখানে আসিয়া সকলে বসিল।

প্লাটফর্ম্ম স্তব্ধ। কয়েকটা কুলি রোজগারের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া প্লাটফর্ম্মে পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছে।

টিকিট-ঘর বন্ধ। শুধু টেলিগ্রাফের বাবু তাঁর ঘরে বসিয়া

টক্-টক্ টকাটক্ শব্দ করিয়া কেনোমতে রাত্রি জাগিয়া চাকরি বজায় রাখিতেছেন।

কালোদা কহিল—চা পেলে ভাল হতো। ঘুম পাচ্ছে।

প্রকাশ কহিল—ঘুমোন্...

কালোদা কহিল—না।...আচ্ছা, আমাদের তো চায়ের সরঞ্জাম আছে...

গিরিজা কহিল—ছোট বেতের বাক্সে। ব্যবস্থা করচি।

বেতের বাক্স খুলিয়া গিরিজা ছোট ষ্টোভ ও কেটলি বাহির করিল—তারপর কুঁজা হইতে জল লইতে গিয়া দেখে, কুঁজা খালি।

সে কহিল,—বাঃ! কুঁজোটি খালি করে রেখেচো! এখন জল কোথায় পাই?

প্রকাশ কহিল—ষ্টেশনে আবার জলের অভাব! পাণি-পাঁড়ে ডাকো...

গিরিজা গেল পাণি-পাঁড়ের সন্ধানে। কুলিদের ডাকিতে ডাকিতে পাণিপাঁড়ের সন্ধান মিলিল। তাকে জলের ফরমাস করিতে নিদ্রা-জড়িত স্বরে সে জানাইল, ট্রেণ আসিলে জল সে সরবরাহ করে ট্রেণের যাত্রীদের জন্য। যে সব যাত্রী ট্রেণ হইতে নামিয়া যায়, তাদের জল জোগাইতে সে বাধ্য নয়। তাছাড়া এত রাত্রে ইঁদারা হইতে সে জল তুলিতে পারিবে না!

গিরিজা তাকে মিনতি জানাইল। পরে ধমক দিল ; এবং শক্ত রিপোর্ট দিবে বলিয়া শাসাইল ; তবু তার এক কথা,—কোম্পানির কাজে সে কখনো গাফিলি করে না। আইন ভাঙ্গিয়া প্লাটফর্ম্মবাসী যাত্রীদের জন্য জলের জোগান্ দিতে সে পারিবে না। তাহা তার কর্ত্তব্য নয়।

নিরাশ বিরক্ত চিত্তে শূন্য কুঁজা লইয়া গিরিজা ফিরিল। প্রকাশ কহিল—জল পেলে ?

গিরিজা কহিল, না। পাণিপাঁড়েটি ভয়ঙ্কর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ। শুধু ট্রেণে জল জোগায় ; রাত্রে প্লাটফর্ম্মে যে-সব যাত্রী পড়িয়া থাকে তাহাদের জল জোগাইয়া আইন ভাঙ্গিতে নারাজ।

প্রকাশ কহিল—ভারী বদমায়েস তো ! খোট্টা ?

—হাঁ।

প্রকাশ কহিল—খোট্টা পাণিপাঁড়ে এতখানি তোয়ের হয়ে উঠেচে ! Democratic movementএর ফল আছে, দেখচি !

গিরিজা কহিল—টেলিগ্রাফ-বাবুর শরণ নিয়ে একবার দেখি।

কুঁজা হাতে গিরিজা গিয়া টেলিগ্রাফ-বাবুর কাছে দাঁড়াইল। তিনি বাঙালী। গিরিজা কহিল,—একটু জল পাবো মশায় ?

তিনি কোনো কথা কহিলেন না—একান্ত মনে তাঁর সেই শব্দ-স্রোতে সাঁতার দিয়া চলিয়াছেন।

গিরিজা কহিল—শুনচেন মশায়?

টেলিগ্রাফ-বাবুর দুই চোখ শুধু জ্বলিয়া উঠিল, মুখে কথা নাই! গিরিজা কহিল—বাঃ!

সে নিশ্বাস ফেলিল। তার মনে পড়িল, কোথায় যেন কি বইয়ে পড়িয়াছিল, পাষাণে কে চাহে জল! রেল ষ্টেশন সত্যই পাষাণ! শুধু আইন মানিয়া কর্ত্তব্য করে।...মানুষ বলিয়া কাহারো পানে চাহিয়া দেখে না!

সে ফিরিতেছিল। সহসা টেলিগ্রাফ-বাবুর ও-পাশ হইতে কণ্ঠস্বর শুনা গেল—কি চাই?

নিশ্বাস ফেলিয়া গিরিজা ভাবিল, ভগবান বুঝি তার অন্তরের আহ্বান শুনিয়াছেন! স্বর লক্ষ্য করিয়া সে দেখে, হুঁকা হাতে এক বৃদ্ধ তার দিকে আসিতেছেন।

গিরিজা কহিল—খাবার জল চাইছি একটু।

তিনি কহিলেন— ও...আপনারা এই ক্যালকাটা ডাউনে এসেচেন! না?

গিরিজা কহিল—হ্যাঁ।

—কোথায় যাবেন?

—পীরপাহাড়।

পীরপাহাড়! ভদ্রলোকের স্বরে একরাশ বিস্ময়! তিনি নিমেষের জন্য স্তব্ধ রহিলেন, তার পরে কহিলেন—ভবনাথ চৌধুরীর বাড়ী না কি?

গিরিজা কহিল—হ্যাঁ। আমি ভবনাথবাবুর ছেলে।

—বটে!...

ভদ্রলোক ডাকিলেন—রামটহল...ওরে রামটহল...

সে আহ্বানে ঘুম-ভরা চোখ দু'হাতে রগড়াইতে রগড়াইতে এক জুয়ান কুলি উঠিয়া আসিল। ভদ্রলোক কহিলেন—বাবুকে জল এনে দে। খাবার জল। তারপর তিনি গিরিজার পানে চাহিলেন, চাহিয়া বলিলেন—কুঁজো ওর হাতে দিন।

রামটহলের হাতে গিরিজা কুঁজা দিল। হুঁকা হাতে ভদ্রলোকটি ঘর হইতে প্লাটফর্ম্মে আসিলেন, আসিয়া গিরিজার আপাদমস্তক একবার লক্ষ্য করিলেন, লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—তুমি ভবনাথবাবুর ছেলেই বটে!...

গিরিজার বুকখানা দুলিয়া উঠিল। সে কহিল,—আমার বাবাকে আপনি চিনতেন?

তিনি কহিলেন,—বিলক্ষণ! চিনতুম না? খুব চিনতুম! সে কি আজকের কথা। তখন আমি এখানে এসেছি এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার হয়ে। তিনি ছিলেন মহাশয় ব্যক্তি।...

ভদ্রলোক নিশ্বাস ফেলিলেন; নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, —মারা গেলেন। ষ্টেশনে সে খবর পৌঁছুতে সকলে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলুম। রোগ নেই, কিছু না—সেদিন সকালে ষ্টেশনে দেখা—আর রাত্রেই শেষ হয়ে গেল! সে কথা মনে হলে গায়ে এখনো কাঁটা দেয়!···তা তুমি এখানে হঠাৎ?

গিরিজা কহিল—আমি একলা আসিনি। আমার এক মামাতো ভাই এসেচেন; বন্ধু এসেচেন; আরো দু চারজন ভদ্রলোক এসেচেন! গাড়ীর যা দুর্দ্দশা—বাধ্য হয়ে রাত্রিটুকু প্লাটফর্ম্মে পড়ে থাকতে হবে! চা তৈরী করবো বলে জল চাইছিলুম। সঙ্গে যে জল ছিল, ফুরিয়ে গেছে।

ভদ্রলোক কহিলেন—শুধু চা খাবে বাবা? আমি বাড়ী থেকে খাবার তৈরী করিয়ে দি···

গিরিজা কহিল—না, না। তার কোনো দরকার নেই। শুধু একটু চা—মানে, জেগে থাকবার জন্য।

ভদ্রলোক হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন—Stimulant?

গিরিজা হাসিল; কোনো জবাব দিল না।

চার

রাজ্য অরণ্য

ভোর হইবামাত্র পদব্রজে পীরপাহাড়ের দিকে পাড়ি সুরু হইল। এক্কা দুখানা সঙ্গে রহিল—মোটঘাট তাহার উপর চাপানো হইল। ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় লোকটি ভারী ভালো —তিনি মেয়েদের দিয়া হালুয়া তৈয়ার করিয়া সঙ্গে দিলেন, লুচি ও আলু ভাজা এবং খানিকটা ঝুরা গুড় সঙ্গে দিলেন— বলিলেন,—নিতে হবে বাবা। কতক্ষণে পৌঁছুবে, কখন খাবে, কি খাবে, কিছু ঠিক নেই।

তিনি অনেক বলিলেন, সকালে ষ্টেশনে স্নানাহার করিয়া গেলেই সকল দিকে ভালো হতই! বিদেশ—তায় সে একরকম হানা বাড়ী বলিলেও চলে!

কিন্তু সে কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না; হাসিয়া জবাব দিল,—এসেচি এ্যাড্‌ভেঞ্চারে। এত আরাম-সুখ শিরোধার্য্য করলে এ্যাড্‌ভেঞ্চারের মর্য্যাদা থাকবে কেন?

ষ্টেশন মাষ্টার কহিলেন—একেবারে পাণ্ডব-বর্জ্জিত পুরী, বাবা! শুনবেনা তো কথা! তা, বেশ, এসো ষ্টেশনের দিকে

বেড়াতে মাঝে-মাঝে ! দেখাশুনা হবে। আর কোনো-কিছুর দরকার হলে জানিয়ো—লজ্জা করো না। বুঝলে !

গিরিজা বলিল—আসবো বৈ কি। অন্য কারণে না আসি লুচি-মোহনভোগের লোভে আসবো !

তারপর খানিকটা নোঙরা গলি-ঘুঁজি পার হইবার পর সামনে পথ দেখা গেল মুক্ত, অবাধ। দূরে ছোটখাট পাহাড়ের বুকে সে পথ গিয়া ঢুকিয়াছে। একার গতি খানিকটা অগ্রসর হইবার পর মন্দীভূত হইল। গোরুর গাড়ীও বোধ হয় দ্রুত চলিত ! বিরক্ত হইয়া কালোদা কহিল—ঘোড়া দুটো গাড়ীর পিছন দিকে জোত্। তাহলে বোধ হয় এগুবার ভরসা থাকবে।

হাসিয়া গাড়োয়ান কহিল—বলেন কি বাবু-সাব ! পিছন দিকে বুঝি আবার ঘোড়া জোতে !

গিরিজা কহিল—কি করো কালোদা ! ও খোট্টা গাড়োয়ান। ওর কাছে তুমি humour সৃষ্টি করচো !

গল্প করিতে করিতে কয়জনে অগ্রসর হইল। দিগন্ত-প্রসারী মুক্ত প্রান্তর। শরতের রৌদ্রে চারিদিক ঝলমল করিতেছে। মাঠ আর জলা। চাষবাস বড় কম ; মাঝে মাঝে ভুট্টার জঙ্গল—দু'চারিটা অড়হর ক্ষেত আছে! কয়েকজন

কৃষক ক্ষেতে কাজ করিতেছে। মাথার উপর আকাশ নীল নির্ম্মল। হাঁটিতে আর কোন কষ্ট নাই—কষ্ট শুধু ঐ এক্কা গাড়ী দুটাকে লইয়া। কয় বন্ধুতে আগাইয়া যায় বেশ—গিয়া দেখে, এক্কা-গাড়ী দূরে পিছনে পড়িয়া আছে। গাড়ীর জন্য আবার সকলে থমকিয়া দাঁড়ায়! গাড়োয়ানকে বকিল। সেই ঘোড়ার চর্ম্মসার দেহে কষিয়া চাবুক মারে! দেখিলে মায়া হয়।

অবশেষে কালোদা কহিল—এক্কা দুটোয় কজনে চড়ে বসি এসো। খিদে যা পেয়েছে—ওঃ! বসে খেতে গেলে সময় নষ্ট হবে—তার চেয়ে গাড়ীতে বসে খাবো। গাড়ী চলবে; খাওয়াও চুকবে!

প্রকাশ কহিল—মন্দ মতলব করেন নি। কখন পৌঁছুবো, তার তো ঠিক-ঠিকানা নেই···

গিরিজা কহিল—সত্যি! হয়তো দু'চারদিন এই পথেই কাটবে! গাড়ী তো নয়, পথের দারুণ অভিশাপ মাথায় বয়ে পাথর বনেছে!

কালোদার কথায় রাজেন্দ্র কহিল—প্রথম মুখেই এক্কাগাড়ী বিঘ্নরাজরূপে দেখা দিলেন, লক্ষণ ভালো বুঝচি না।

প্রকাশ কহিল—না, না। এমন নির্ম্মল আকাশ—এর মধ্যে অমঙ্গলের চিন্তা মনে আনবেন না মশায়।

রাজেন্দ্র কহিল—সাধে আনচি মশায়! দায়ে পড়ে আনতে হচ্ছে!

কালোদা কহিল—এক্কা-গাড়ী দুটোকে বিদায় করে দিই, আবহাওয়া বদলে যাবে এবং পীরপাহাড়ে পৌঁছুবার আশাও তাহলে মনে জাগবে!

রাজেন্দ্র কহিল—বিদেশ-বিভুঁই—অজানা গাড়োয়ান—মালপত্র যদি শেষে চিরদিনের মত অদৃশ্য হয়ে যায়?

কালোদা কহিল—সে বুদ্ধি যদি এ দুটো ভূতের থাকতো, তাহলে কবে মানুষ হয়ে যেতো।

রাজেন্দ্র কহিল—যা বলেচেন্ন! বুদ্ধি থাকলে এই টিনের ঘোড়া জুতে এখানে এই পুষ্পক রথ চালাতো না—কলকাতা সহরে যেতো নোকরি কর্‌তে!

সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গিরিজা কহিল—গাড়ীতে একজন বসুক; বসে মালপত্রের খবরদারী করতে করতে সে চলুক। বাকীরা 'মার্চ্চ' করে অকুস্থানে যাত্রা করি—তাহলেই ভালো হয়।

কালোদা কহিল—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে সারথি করে' এ রথে কোন্ অর্জ্জুন বসতে রাজী হবেন, শুনি?

সকলের পানে চাহিয়া গিরিজা কহিল—কেউ যদি না রাজী হয়, আমাকে অগত্যা সে ভার নিতে হবে, !

লুচি মোহনভোগ প্রভৃতির সদ্গতি-অন্তে সেই ব্যবস্থাই করা হইল। সকলে পদব্রজে চলিল, গিরিজা একা চড়িয়া বসিল এক্কা রথে। কালোদা গান জুড়িয়া দিল,—

বেহারে বেঘোরে চড়িনু এক্কা,
খেতে হয় তায় বিষম ধাক্কা।
ওরে খেতে হয়—খেতে হয়—খেতে হয়
আহা, মধুর ধাক্কা!

গাহিতে গাহিতে কালোদা সদলে পাহাড়ের বাঁকে মেঠো পথে অচিরে অদৃশ্য হইয়া গেল। ঝুন্‌ঝুন্ শব্দে ঘণ্টা বাজাইয়া গিরিজার রথ মৃদুমন্দ গতিতে পিছনে চলিল!...

সব কাজের শেষ আছে—এই বিধির বশে অবশেষে আস্তানায় পৌঁছানো গেল। গাড়োয়ানের চাবুকে এক্কার পক্ষীরাজ শেষের দিকটায় যেন আকাশে লাফ দিয়া ইজ্জৎ রক্ষা করিল।

পীরপাহাড়ের গৃহে পৌঁছিয়া ঘড়ি খুলিয়া সকলে দেখে, ঘড়িতে বেলা দুটা বাজিয়া সতেরো মিনিট হইয়াছে। মস্ত বাড়ী। অযত্নে দেওয়াল ফুঁড়িয়া বট-অশথ-শিশু গাছ শাখাপ্রশাখা মেলিয়া পরমানন্দে উদ্ভিদ-রাজ্য-স্থাপনার-প্রয়াসে মাতিয়াছে। লতাগুল্ম তৃণ-শস্য অজস্রভাবে মাথা তুলিয়া গৃহ-প্রাঙ্গণটিকে পঞ্চবটী বানাইয়া তুলিয়াছে! একটা

পুরানো মালী সপরিবারে বাস করিতেছিল ; তাকে পাওয়া গেল। তাছাড়া বহু কক্ষে এখানকার ক'ঘর খোট্টা চাষাভুষা 'কলোনি'র সৃষ্টি করিয়া নির্ব্বিবাদে বাস করিতেছে !

কালোদা কহিল—

ধনবানে কেনে বই, জ্ঞানবানে পড়ে
আনাড়ির ঘোড়া লয়ে অপরেতে চড়ে !

গিরিজা নিশ্বাস ফেলিল ; ফেলিয়া কহিল,—সত্যি ! কি বাড়ী—আর তার কি দশাই হয়েচে !

কালোদা কহিল—প্রথমেই এসো,এ লোকগুলোকে দিয়ে জঙ্গল সাফ করিয়ে নিই। (আমাদের রক্ত আঁখি আর ওদের মিলিত বাহু—দুয়ের সমন্বয়ে,এই জঙ্গলে এসো, আবার আমরা সোনার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করি)

হাসিয়া প্রকাশ কহিল,—খুব ভালো suggestion ! কাজ করা হবে, সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলোকেও কর্ম্মক্ষম করে তুলবো !

মালীকে এ কথা জানাইলে মালী বলিল—এরা চাষবাস করে। সময় পাবে কখন ?

ধমক দিয়া কালোদা কহিল—বটে ! সময় পাবে না ! বিনা খাজনায় ঘর-বসত করচে—পাওনা না চুকিয়ে যাক দিকিনি কোথায় যাবে ! সব ক'জনকে ধরে পুলিশ ডাকিয়ে গ্রেফ্‌তার করিয়ে দেবো।

এ কথায় মালী ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। সে কহিল—আমিই বলে-কয়ে এদের এনে এখানে রেখেচি। না হলে একা এ বাড়ীতে থাকা যায় না বাবু!

গিরিজা কহিল—কে তোকে থাকতে বলেচে! মাস-মাস সংসার থেকে মাইনে নিচ্ছ—বাড়ী-ঘর দেখতে পারো না? তুমি তো আমাদের গুরু-ঠাকুর নও যে মাস-মাস পয়সা জুগিয়ে তোমাকে এখানে স্থাপনা করে রাখবো!

প্রকাশ কহিল—হ্যাঁ। ছাখো না—যেন বাস্তু বিগ্রহ! পূজো খাবেন বসে বসে, আর ঘর ভাঙ্গবেন। তুই যে আছিস মাইনে খেয়ে—কি কাজ করিস? বল্—শুনি···

মালী বিমূঢ়ের মত তার পানে চাহিয়া রহিল।

একা গাড়ী দুখানা তখনো বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। গাড়োয়ান ঘোড়া খুলিয়া দিয়াছে; তারা মনের সাধে তৃণ-রাজ্য পাইয়া তৃণ-শস্যের সদ্ব্যবহার করিতেছে।

গাড়োয়ানদের ডাকিয়া কালোদা কহিল—পুলিশ-ফাঁড়ি কোথায় রে?

গাড়োয়ান বেশ সপ্রতিভ ভাবে জবাব দিল—নগীচে।

কালোদা মালীর পানে চাহিয়া কহিল—পুলিশ ডাকিয়ে সব গ্রেফ্‌তার করাবো? না, যা বল্‌বো, সব শুনবি? যদি

শুনিস, তবেই ওরা এখানে থাকবে। নাহলে থানার গারদ-ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করে দেবো।

মৃদু স্বরে মালী কহিল—ওদের বলি।

বাবুদের আবির্ভাবে কলোনিতে বেশ চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়াছিল। সে সাড়া হুঙ্কারে-কলরবে উঠিল।

কালোদা কহিল—উনুন জ্বাল্। ভাত চড়াতে হবে।

মালী কহিল—কে রান্না করবে? এখানে হুট্ বলতে রশুয়ে বামুন মিলবে না।

কালোদা কহিল—বামুন-টামুন যা আনতে হয়, পরে হবে। আজ আমরা নিজেরা রাঁধবো—তুই উনুনের জোগাড় কর্।

মালী কহিল—চাল-ডাল?

কালোদা কহিল—তোর ভরসায় থাকতে হবে না। আমাদের সঙ্গে বাসন-কোশন, চাল-ডাল সব আছে—মায় তরী-তরকারী পর্য্যন্ত!

ক্ষুব্ধ চিত্তে মালী উনুন সাফ করিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগের ব্যবস্থা করিল।

কাছে ছিল নদী। সকলে গিয়া স্নান করিয়া আসিল। স্নানান্তে খিচুড়ী-ভোজ। আহারাদি সারিয়া বাঁধন খুলিয়া বিছানাপত্র বাহির করা হইল।

দোতলার প্রশস্ত শয়ন-কক্ষ তালাবদ্ধ ছিল। চাবি ছিল মালীর কাছে। চাবি খুলিয়া সে-ঘর ঝাঁট দেওয়াইয়া মেঝেয় প্রকাণ্ড গালিচার উপর বিছানা বিছাইয়া সকলে শুইয়া পড়িল বিশ্রামের জন্য। সঙ্গে কয়টা হ্যারিকেন ল্যাম্প আনা হইয়াছিল ; সেগুলায় কেরোসিন তেল ভরা ছিল। কালোদা মালীকে বলিল—বাড়ীতে যে কটা আলো ভালো পাস্—তেল ভোরে রাখ্। এক্কাওয়ালা এখনো আছে। তার গাড়ীতে আমাদের কেউ যাবে—তুই সঙ্গে যা। বাজার কোথায় ? সেখানে যা। বাজার থেকে এক টিন কেরোসিন তেল ; কিংবা এক টিন না পাস, যা পাবি ততখানি তেল এনে আলোগুলো তৈরী রাখ্। আমরা এখন কিছুকাল এখানে থাকবো। সিংহাসন ছেড়ে তোমাকে আমাদের দাস্য করতে হবে। তোমার রাজ্যভোগ ফুরিয়েচে। এখন আমরা in possession of the kingdom···বুঝলে ?

আদেশ-পালন ব্যতিরেকে মালীর অন্য গতি ছিল না। আদেশ পালন করিতে হইল। তার সঙ্গে প্রকাশ গেল বাজারে।

রাজেন্দ্র তাস বাহির করিল। গিরিজা কহিল,—ব্রিজ খেলবে ? গ্রাবু no good.

কালোদা কহিল,—এদিকে গোছগাছ করা পড়ে রইলো—তোমরা তাস নিয়ে বসলে !

গিরিজা কহিল,—তুমি আমাদের এ্যাডজুটাণ্ট-জেনারেল। তুমি থাকতে রাজ্য-পরিচালনার বিধি আমরা হাতে নিতে পারি না। আমাদের এ monarchy—তুমি হলে absolute power !

কালোদা কহিল,—তোমরা খাটবে—আমি শুধু হুকুম করবো।

গিরিজা কহিল,—আগে তুমি regulations তৈরী করো। তৈরী হলে তখন পাবে আমাদের সে-বিধি পালন করবার জন্য !

পাঁচ

যবনের হাতে

এদিককার গোছগাছ শেষ করিবার পর আহার সারিয়া কালোদা কহিল,—এখনো রোদ পড়েনি। চলো, একবার জলটুঙ্গিটা দেখে আসি।

জলটুঙ্গি দর্শনের বাসনায় সকলেই অধীর ছিল। গাড়ী হইতে নামিবামাত্র জলটুঙ্গির কথা উঠিয়াছিল; কিন্তু কালোদা নিষেধ করিয়া বলিয়াছিল—এখন জলটুঙ্গি দেখতে গেলে খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে থাকবে না! তা হবে না। line মানতে হবে। One at a time এবং যখনকার যা···

কালোদার এ-কথায় কেহ দ্বিরুক্তি করে নাই।

এখন খাওয়া-দাওয়া চুকিলে সে প্রস্তাব শিরোধার্য্য করিয়া সকলে জলটুঙ্গি দর্শনে ছুটিল। মালীকে প্রশ্ন করা হইল,—জলটুঙ্গি কোন্ দিকে?

মালী কহিল,—সেদিকে ভারী জঙ্গল, মনিমা!

কালোদা কহিল,—জঙ্গল সাফ্ করিস না কেন?

মালী কহিল,—ওদিকে ভয় আছে। কেউ কাজ করতে চায় না।

কলোদা কহিল—ভয় থাকলে যমে ছাড়ে না, বাপু! এসো আমাদের সঙ্গে। আমরা জলটুঙ্গিতে যাবো। আমাদের পথ দেখাবে।

খানিকটা দাঁড়াইয়া মালী পিঠ চুলকাইল, তারপর ঘাড়; কিন্তু নিস্তার লাভ করিতে পারিল না। বাবুদের লইয়া অচিরে জলটুঙ্গি অভিমুখে যাত্রা করিতে হইল।

বন-জঙ্গলে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া আছে। বন-জঙ্গল থাকিলেও এটুকু বুঝা গেল, এককালে এখানে ছিল রম্য কানন। অজস্র আমগাছ। গিরিজা কহিল,—মার কাছে শুনেচি, ভালো ভালো বোম্বাই আমের গাছ সব। এ আম এক কালে কলকাতায় চালান গেছে এবং তা থেকে আমের সময় বেশ মোটা টাকা লাভ হতো!

কালোদা মালীকে প্রশ্ন করিল,—আম এখনো হয় রে এ সব গাছে?

ললাট কুঞ্চিত করিয়া মালী কহিল,—না! ও সব গাছ বুনো হয়ে গেছে।

প্রকাশ কহিল,—শোনেন কেন কালোদা! কেউ দেখে না, শোনে না, এরাই মেরে দেয়।

কালোদা কহিল,—ইষ্টিশানের বাবুরা বলছিল, এ বছর এ সব গাছে খুব আম হয়েছিল। তাঁদের কাছে বেচেছিস্!

মালীর চোখ দুটা নিমেষে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। সে কহিল,—ঐ একটা গাছে কিছু হয়েছিল। কলকাতায় পাঠাবো বলে ইষ্টিশানে নিয়ে গেছলুম একটা ঝুড়ি ভোরে। বাবুরা বললে, কলকাতায় তেনাদের আমের অভাব কি? এই বলে' সকলে খেয়ে নিলে।

কালোদা কহিল,—দাম দেয় নি? বটে?

মালী কহিল,—আমরা দুজন গিয়েছিলুম আম মাথায় করে'। বাবুরা বক্‌শিস্ দিয়েছিলেন আট আনা করে এক টাকা।

কালোদা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সকলের পানে চাহিল; চাহিয়া কহিল,—শুনলে?

গিরিজা কহিল,—ও আর শুনবো কি। জানি, ওরা পাকা চোর!

প্রকাশ কহিল,—তোমাদের একটা বিলি-ব্যবস্থা করা উচিত, সত্যি।···যে জমি রয়েছে, এখানে চাষবাস করলেও যা রোজগার হবে, কলকাতায় বসে motor accessories কিম্বা electric goodsএর বাবুগিরি ব্যবসায় তার সিকিও রোজগার হবে না।

কালোদা কহিল,—দেখে শুনে সব যাচ্ছি,—একটা প্ল্যান ঠাওরাবো। সত্যি গিরিজা, এভাবে এমন সম্পত্তি নষ্ট করা নির্ব্বুদ্ধিতা।

গিরিজা কহিল,—মামাবাবুকে বুঝিয়ে তুমি বলো না! আমি রাজী আছি এখানে থাকতে! Splendid হবে।

কথায় কথায় সকলে জঙ্গল ধরিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়া আসিল। এক জায়গায় আসিয়া মালী সামনে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল, করিয়া কহিল,—ওই জলটুঙ্গি দেখা যাচ্ছে।

সকলে চাহিয়া দেখে, বড় বড় ঘাসের জঙ্গল; তার পিছনে মস্ত একটা দীঘী। জলের বর্ণ মিষ কালো—মাঝে মাঝে দীঘীর বুক হাজিয়া গিয়াছে—শুষ্ক পঙ্ক। দীঘীর বুকে ছোট একখানি গৃহ। গৃহের শিরোদেশে গম্বুজ। গৃহের দেওয়াল ফুঁড়িয়া বট ও শিশুর চারা সতেজে মাথা বাহির করিয়া দাঁড়াইয়াছে। দেওয়ালের গায়ে বহু ফাটল। দেখিলে আতঙ্ক হয়! তীর হইতে জলটুঙ্গি-গৃহে যাইতে ছোট সাঁকো আছে—নীচে মোটা থাম। পাঁক জমিয়া থামগুলার গা বিশ্রী কদর্য্য হইয়া গিয়াছে। সাঁকোর বুকে গাছপালা গজাইয়াছে। দীর্ঘকালের মধ্যে এখানে কেহ পা দিয়াছে—দেখিলে তা মনে হয় না।

মালী কহিল,—দোরে তালা লাগানো আছে।

গিরিজা কহিল—চাবি ?

ট্র্যাক হইতে মালী দড়ি-বাঁধা একটা মস্ত চাবি বাহির করিয়া দিল। চাবিটার গায়ে মরিচা পড়িয়াছে। তালার মূর্ত্তিও তেমনি—রঙ যেন লঙ্কা বাটার মত !

তালা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিতে একটা ভ্যাপসা গন্ধে নাক একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। মালী খড়্‌খড়ি খুলিয়া দিল। খড়্‌খড়ির পাখিগুলা নড়্‌বড়্‌ করিতেছে।

খড়খড়ি খুলিতে গৃহে আলো ঢুকিল। আলো পাইয়া একরাশ চামচিকা-বাদুড় ডানা ঝট্‌পট্‌ করিয়া উড়িয়া পড়িয়া বিভ্রাট বাধাইয়া দিল। মালীকে ধমক দিয়া লগি হাঁকড়াইয়া চামচিকা বাদুড় তাড়াইয়া স্থির হইয়া সকলে দেখে, মেঝেয় গালিচা পাতা ; এক পাশে খাট-বিছানা—ধূলায় ধূসরিত। বিছানা একটা আছে। তাহাতে ধূলা জমিয়া আছে সাত পুরু। দুর্গন্ধে ঘর ভরিয়া আছে।

কালোদা কহিল—যত লোক পারিস, নিয়ে আয়। এ ঘর এখনি ঝাঁট দিয়ে ধুয়ে সাফ করে দিতে হবে। কাল থেকে আমরা এই ঘরে থাকবো। সমস্ত সাফ করা চাই।

মালী কহিল,—এ ঘরে কেউ আসবে না।

কালোদা ধমক দিল, কহিল,—আলবৎ আসবে। পয়সার নোকর,—যা বলবো, তাই করতে হবে।

মালী দেখিল, বাবুদের মেজাজ ভারী কড়া! যেন মানোয়ারী গোরা! ধমক ছাড়া কিছু জানে না। যা ধরিবে, তা না করাইয়া ছাড়িবে না। সদ্য এ মেজাজের পরিচয় পাইয়াছে! আরামে দীর্ঘকাল এখানে বাস করিয়া মনিব, মনিবের হুকুম, কাজ—এ-সব সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল! রাজার হালে বাস—পাঁচটা লোকের উপর প্রভুত্ব! যা খুশী তাই করা—তাহাতে এমন রপ্ত হইয়াছে! এখানকার বাসিন্দাদের কাছে সে পরিচয় দেয়, বাবুদের এই বাড়ী জমি—এ সব সে ইজারা লইয়াছে! মাসে মাসে রীতিমত ট্যাক্স পাঠায়।

এমনি আচরণে নিজেকে এখানকার রাজা বানাইয়া তুলিয়াছিল। দেশেও বহুকাল যায় নাই। এমন নিশ্চিন্ত আরামে থাকিলে দেশে যাওয়ার প্রয়োজন ঘটে না; দেশ হইতে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে আনিয়া এখানে তাদের সঙ্গে নিশ্চিন্ত আরামে বাস করিতেছে। মাঝে মাঝে তাদের দেশে পাঠাইতে হয়। তারা ভারী মূর্খ—দেশের মায়া এত সুখেও কাটিয়া দিতে পারে নাই।

বাবুরা কতক্ষণ বা আসিয়াছে! ইহারি মধ্যে তাদের দাপটে-শাসনে মালী হাড়ে-হাড়ে দাস্ত-যাতনা অনুভব করিয়া ভয়ে এতটুকু হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে নিজেকে

ইজারাদার পরিচয়ে সম্ভ্রম-মর্য্যাদা অধিকার করিয়া বাস করিতেছে, সেখানে সে-আসন-চ্যুত হইলে মুখে কালি পড়িবে কতখানি, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তার অস্বস্তির সীমা ছিল না! নিজের হাতে এখন যদি শাবল কোদাল ধরিতে হয়, তাহা হইলে গেঁয়ো লোকগুলার কাছে মান-ইজ্জৎ কি আর রাখিতে পারিবে?

কালোদা কহিল,—যা, পাঁচ সাতজন লোক নিয়ে আয়। আমরা এখানে আছি—চোখের সামনে কাজ করিয়ে তবে নড়বো। যা।

আদেশের কি দীপ্ত ভঙ্গী! বেচারা মালী নিরুপায় হতাশভাবে লোক সংগ্রহ করিতে চলিল।

বিছানা করিয়া লইয়া সকলে বসিল। গিরিজা কহিল—এ-ঘরে কালীপূজার রাত্রে মৃত্যু যে কেন হয়—সে রহস্য নির্ণয় না করে সরা হবে না।

প্রকাশ কহিল—আচ্ছা, যাঁরা মারা গেছেন, তাঁরা কি এই জলটুঙ্গিতে বাস করতেন? না, সে রাত্রে এখানে এসে কোনো অদ্ভুত ভাবে মারা পড়েচেন?

কালোদা কহিল—গত দু'তিন বৎসর এখানে তো কেউ আসেনি। সে দু'তিন বৎসরের খপর মালীর কাছে নিশ্চয় পাবো। জানতে হবে। এ বংশের কেউ এ বাড়ীতে

বহুকাল পদার্পণ করে নি। এ অপমৃত্যু অপরকেও ছোঁয় ? না, শুধু এ বংশের লোককে ?

প্রকাশ কহিল—তা যদি হয় তো গিরিজাকে আমরা কালীপূজার আগে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেবো—তারপরে ও আসবে। আমরা এ বাড়ীর কেউ নই; মরণ তাহলে আমাদের গ্রাস করবে না। কালীপূজার রাত্রে ভৌতিক ব্যাপারের তদারকী-তদন্ত করবো আমরা।

কালোদা কহিল—Mystery খুব, তাতে সন্দেহ নেই।

রাজেন্দ্র কহিল—এ যুগেও mystery চলে! বাজে কথা! এযুগে অলৌকিকের কোনো অস্তিত্ব নেই—থাকতে পারে না। সব কাজের কারণ থাকে, বিজ্ঞানের মতে। মৃত্যু যদি ভাগ্যে থাকে, তাহলে তার কারণও সেই সঙ্গে থাকবে। ধরো,—যাঁরা মারা গেছেন, তাঁরা হয়তো 'মারা গেছেন কোনো ব্যাধিতে, না হয় কোনো বিষাক্ত বাষ্পে—কিম্বা সাপের বিষে! ভূতের হাতে অলৌকিক মরণ—এ যুগে ঘটে না; ঘটতে পারে না।

রাজেন্দ্র এম্-এস-সি পাশ করিয়াছে; সে ভূত মানে না, দেবতা মানে না! সে মানে শুধু ইলেকট্রিসিটী, এ্যাটম, মলিকিউল, বাতাস, বিষ—এই সব। বিজ্ঞানে

যে সব বস্তুর নাম আছে, পরিচয় আছে। তার বাহিরে যা কিছু, সে সব বিশ্বাস করিতে তার তিলমাত্র প্রবৃত্তি নাই!

কালোদা কহিল—তুমি মানো, না মানো,এখানে মানুষগুলো জলজ্যান্ত মানুষ, কালীপূজার রাত্রে সত্য সত্যই তারা প্রাণ দেছে। তুমি বলতে চাও, তাঁদের ঐ একটি রাত্রে এমন দারুণ ব্যামো ঘটলো যে বাড়ী ছেড়ে, বাগান ছেড়ে এই জলটুঙ্গিতে এসে মারা গেলেন?

রাজেন্দ্র কহিল—হয়তো হার্টের ব্যামো ছিল! আগে জানতে পারেন নি! এমন তো নিত্য ঘটচে, সুস্থ মানুষ হঠাৎ হার্ট ফেল করে মারা গেছেন!

গিরিজা কহিল,—ঐ বিশেষ একটি রাত্রে?

রাজেন্দ্র কহিল—সেই ব্যাপারটুকুই শুধু needs investigation. আমার মনে হয়, আচার্য্য প্রফুল্ল রায় মশায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে এ ব্যাপার বলা উচিত। তিনি কি হেতু নির্দ্দেশ করেন, জানা দরকার। তাহলে আমাদের investigation বেশ scientific wayতে চালানো যাবে। এবং সে investigation হবে নির্ভুল!

হাসিয়া কালোদা কহিল,—তুমি এখানকার হাওয়া ধূলো এ-সব নিয়ে chemical analysis সুরু করে দাও—আমরা

সন্ধান করি ভূতের! কি বলো? দু'দিক দিয়ে investigation সুরু হোক্।

রাজেন্দ্র কহিল,—তামাসার কথা নয়। জগতে যত ব্যাপার ঘটছে,—সে সবের মধ্যে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা আছে। আমার বিশ্বাস—কালীপূজার রাত্রে এখানকার বাতাসে এমন বিষ সঞ্চারিত হয়, যার স্পর্শে মানুষ অস্থির হয়ে এখানে ছুটে আসে। এসে মারা যায়···some sort of poisonous gas!

বাধা দিয়া কালোদা কহিল,—কিন্তু বহু লোকের মধ্যে থেকে একজনকে মাত্র বেছে নিয়ে এ ঘরে এনে সে বিষাক্ত বাতাস তার প্রাণ নিচ্ছে? Crook-এর মতন?।

রাজেন্দ্র কহিল,—সকলের power of resistance সমান নয়।

হাসিয়া কালোদা কহিল,—তোমার এ বৈজ্ঞানিক মত আমাদের কাছে প্রকাশ করে' যা বললে, তা বললে! কিন্তু অজানা কারো কাছে এ বৈজ্ঞানিক রহস্য প্রকাশের চেষ্টা করো না! তারা পাগল মনে করবে।···

ঘরে একটা প্রবল হাস্যোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হইল। সে হাসির মধ্যে মালী আসিয়া জানাইল, অতি কষ্টে তিনজন লোক সে আনিয়াছে; তারা চার আনা করিয়া মজুরী চায়!

কালোদা কহিল,—কুছ পরোয়া নেই। ওরা ঘরের মধ্যকার জঞ্জাল সাফ করুক। আর তুমি এখনি কোদাল নিয়ে সাঁকোর আগাছা জঙ্গল সাফ করো। রাত্রে আমরা এখানে থাকতে পারি।

মালী শিহরিয়া উঠিল। কহিল,—সর্ব্বনাশ! না, বাবু, না।

কালোদা কহিল,—আগে তো সব সাফ হোক; তারপর শোবার ব্যবস্থা।

মালী বুঝিয়াছে, যবনের হাতে যখন পড়িয়াছে, তখন খানা খাওয়া ছাড়া উপায় নাই! অশান্ত চিত্তে সে কোদাল ধরিয়া সাঁকোর আগাছা কাটিয়া সাফ করিবার কাজে লাগিয়া গেল। মজুররা ঢুকিল জলটুঙ্গিতে।

ছয়

বন্যা? না, অভিশাপ?

পরের দিন ষ্টেশনে গিয়া কালোদা ও প্রকাশ সাইকেল দু'খানা আনিল। সাইকেল দুটা তাদের সঙ্গে আসিয়াছে; ব্রেকে দিয়া ছিল। এক্কায় চাপাইয়া আনা হয় নাই। চড়িয়া আসিবে, সে ব্যবস্থা করে নাই। তার কারণ, দলে তারা সাতজন—অথচ সাইকৃল্ দু'খানি মাত্র।

ষ্টেশন মাষ্টার কহিলেন—মাঝে মাঝে এখানে আসবেন। খাবার জিনিষ-পত্রের জোগাড় করতে নিজেরা না পারেন, লোক পাঠিয়ে আমাকে জানাবেন। আমি আনিয়ে দেবো। যেখানে আছেন, জিনিষ সেখানে সহজে মিলবে না তো! অজ পাড়াগাঁ।

প্রকাশ কহিল,—দুধ পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে। দাম খুব শস্তা। দু' টাকায় দশ সের। ঘীয়ের মণ বিশ টাকা। ব্যবসা করলে হয় না, অধীরবাবু?

ষ্টেশন মাষ্টার কহিলেন—ব্যবসা করতে অনেকখানি মাথা চাই বাবা। দুধ কতই বা পাবে! গরু কটা আছে? আজ

বাবুরা এসেচে দেখে ছু'চারটে গোয়ালা খুশী হয়ে দুধ জোগাচ্ছে। ও-তল্লাটে দোহন করলে কত দুধ রোজ মিলবে? বড় জোর আধ মণ, ত্রিশ সের! তা চালান দিয়ে তো ব্যবসা চলবে না। ছু'চারটে ভালো গরু আছে; বাকী dry। খাওয়ায় না। নিজেরা খেতে পায় না, তা গরুকে খাওয়াবে কি! তারা মাঠে জঙ্গলে ঘুরে শাক-পাতাড় যা পায়, তাই খেয়ে প্রাণ ধারণ করে। তাতে কত দুধ দেবে?

কালোদা কহিল,—তা নয়। এখানে থেকে ডায়ারি ফার্ম্ম খুলতে হয়। ঐ সব গরুকে যত্ন-তোয়াজ করলে তারা দুধ দেবে। গরু এখানে শস্তা—গরুর খোরাক almost বিনা-খরচে চলবে। সে-দুধ রোজ কলকাতায় চালান দিতে পারলে ব্যবসা চলে না?

মাষ্টার মহাশয় কহিলেন,—কেন চলবে না? নিশ্চয় চলবে। এখানে এসে এদের সঙ্গে এদের মত কাজে লাগতে হবে। বাবু সেজে টেলিফোঁ, ইলেক্‌ট্রিক আলো-পাখা, লেজার-খাতা, চাপরাশী, বেহারা, মোটর গাড়ী রেখে বড় সাহেব সেজে নাক সিঁটকে থাকলে ব্যবসা চলবে না, বাবা। সে রকম কষ্ট-মেহনৎ করবে কে? এখন তোমরা যে লেখাপড়া শিখচো, তাতে বড় বড় বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা মাটীর সংস্পর্শ ছেড়ে আকাশে উড়তে চাইছো যে!

ব্যবসা করতে গেলে কুলি-মজুরদের সঙ্গে মাটী কেটে সমানে তাদের মত খাটতে হবে। বড় সাহেব হয়ে হুকুম চালালে ব্যবসা চলে না। আমেরিকার ফোর্ড সাহেবের কথা সেদিন কি একটা কাগজে পড়ছিলুম। তিনি শুধু বড় সাহেব নন—মিস্ত্রীর সঙ্গে মিস্ত্রী সাজেন, মজুরের সঙ্গে মজুর, কেরাণীর সঙ্গে কেরাণী। আমরা যে মাথা ঠিক রাখতে পারি না। বাবু সেজে তাকিয়া ঠেশান দিয়ে আমাদের স্বভাব বেজায় আয়েসী হয়ে গেছে।

কালোদা কহিল,—এ-কথা ঠিক! এই যে চোখের সামনে দেখলুম—আমাদের এক জানা ভদ্রলোক পাঁচ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে ব্যবসা ফাঁদলেন—দোকান-ঘরের সাজসজ্জা খুলতে খরচ হয়ে গেল আড়াই হাজার; বাকী আড়াই হাজার রইলো পুঁজি। সে কথা তাঁকে বলতে জবাব দিলেন—এই আড়াই হাজার নিয়ে পঁচিশ হাজার টাকার মালপত্র আনিয়ে ছিনিমিনি খেলা খেলবো।

ষ্টেশন মাষ্টার কহিলেন,—ব্যবসাও তাই ছিনিমিনি-খেলায় দাঁড়ায়।···

ফিরিতে ফিরিতে দু'জনে ষ্টেশন-মাষ্টার মহাশয়ের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার আলোচনা করিতেছিল। লোকটি শুধু টিকিট বেচা আর থার্ড ক্লাস প্যাশেঞ্জারদের হুমকি

দিয়া ফেরেন না—মানুষ। দুনিয়ার সঙ্গে জানাশোনা আছে।

ফিরিতে বেলা এগারোটা বাজিয়া গেল। ফিরিয়া দেখে, গিরিজা প্রভৃতি গৃহে নাই। মালীকে প্রশ্ন করিল,—বাবুরা কোথায় ?

মালী কহিল,—বেড়াতে গেছেন।

প্রকাশ কহিল,—বামুন- ঠাকুর এনেচিস ?

মালী কহিল—এনেচি।

কালোদা কহিল,—রাঁধতে জানে ? না, আমরা রাঁধবো, সে দাঁড়িয়ে দেখবে ?

মালী কহিল,—রাঁধতে জানে বৈ কি। ওর বৌ নেই—ছেলেমেয়েদের নিজে রেঁধে দেয়। তার দরুণ রান্না শিখেচে বৈ কি।

প্রকাশ হাসিল, হাসিয়া কহিল,—ও! তাহলে সার্টি-ফিকেট আছে।

কালোদা কহিল—মাইনে নেবে ? না, কাজ শিখতে পাচ্ছে বলে আমাদের প্রিমিয়াম দেবে ?

মালী কথাটা বুঝিল না, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কালোদার পানে চাহিয়া রহিল। কালোদা কহিল—কত মাইনে নেবে ?

মালী কহিল—পাঁচ টাকা।

প্রকাশ কহিল—রাঁধবে তো ?

মালী কহিল—কি রাঁধবে, বলে দিন !

—ও !

কালোদা কহিল—আচ্ছা, ডাক্ তাকে।

বামুন আসিল। তাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল কালিয়া বা পোলাও রাঁধিবার কশরতি তাকে করিতে হইবে না, শুধু ভাত-ডাল কোনোমতে সিদ্ধ করিয়া পাতে দিলেই তারা কৃতার্থ থাকিবে! ভাতের হাঁড়িতে আলু, কুমড়া, ঢেঁড়শ গুঁজিয়া দিতে পারিলে তারা তাহা রাজভোগ বুঝিয়া গলাধঃ-করণ করিবে। মছলী···

নাম শুনিবামাত্র বামুন ঘৃণায় সিঁটকাইয়া উঠিল, কহিল, তুচ্ছ পয়সার জন্য মছলী স্পর্শ করিয়া সে পিতৃপুরুষের এতদিনকার ধর্ম্মটুকু বিসর্জ্জন দিতে পারিবে না।

কালোদা কহিল—এ বামুন নিয়ে কি করবো, মালী ? চেহারা দেখতে হলে এর চেয়ে ভালো চেহারা তোমার আছে! এর হাতে পাঁচ টাকা গোঁজবার দরকার কি ? তার চেয়ে তুমিই কোনোমতে পিণ্ডি তৈরী করে দিয়ো না বাপু, নগদ পাঁচ টাকা মিলবে'খন। মছলী তো তোমার জাতের অস্পৃশ্য নয় !

মালী প্রথমে আপত্তি করিল; পরে বামুনের সঙ্গে

বুঝাপড়ায় লাগিল। পাঁচটা টাকা হস্তস্খলিত হয়—পাচক বামুন সলজ্জ বিনয়ে অতি মৃদু স্বরে জানাইল, মছলী রাঁধিতে সে রাজী; তবে তার জাত-ভাইদের কাছে সে কথা না প্রকাশ পায়! প্রকাশ পাইলে সকলে তার হুঁকা-পানি বন্ধ করিয়া দিবে।

প্রকাশ কহিল—তোর জাত-ভাইদের তো আমরা নেমন্তন্ন করে খাওয়াবো না। তারা মছলীর খপর জানবে না।

বামুন চাহিল মালীর পানে করুণ মলিন দৃষ্টিতে; দৃষ্টি মিনতি-মাখা! মালী কহিল, কেহ জানিবে না; কোনো ভয় নাই!

বামুন বাহাল হইয়া গেল। কালোদা কহিল—রান্না পাকিয়েচে তো?

মালী কহিল—মাহিনার ঠিক না হইলে সে কোন্ সাহসে চার্জ্জ দিবে?

প্রকাশ কহিল—এখন তো বাহাল হলো। হাঁড়ি ধরতে দাও। মাটীর হাঁড়ি-টাড়ি কিনে এনেচো তো? বাবু পয়সা দিয়ে গেলেন…

মালী জানাইল, সে আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছে।

কালোদা কহিল—অল্ রাইট্! এখন বামুন ঠাকুরকে

রান্নার জায়গায় গদি চেপে বসতে বলো। রাঁধতে হবে না—শুধু সিদ্ধ! কাঁচা চাল-ডাল খেতে শিখিনি তো... কাজেই...

বামুনজীকে লইয়া মালী বিদায় লইল। কালোদা কহিল—মস্ত দুর্ভাবনা ঘুচলো! এখন স্নানের ব্যবস্থা করা যাক্। কি বলো?

প্রকাশ কহিল—ওরা ফিরবে না?

কালোদা কহিল—ওরা ফিরতে থাকুক! স্নান সেরে আমরা ততক্ষণ আরাম করি।

—বেশ!

দুজনে নদীতে গেল স্নান করিতে। স্নানান্তে ফিরিয়া বেশ বিন্যাস করিতেছে, দুম্‌দাম্ জুতার শব্দে আকাশ বাতাস কম্পিত করিয়া গিরিজারা ফিরিল।

প্রকাশ কহিল—কোথায় গিয়েছিলে?

সোল্লাসে গিরিজা কহিল,—কলম্বাস সদলে বেরিয়ে আমেরিকা আবিষ্কার করে এসেচে!

—তার মানে?

গিরিজা কহিল—দু'চোখের দৃষ্টি যেদিকে যায়, বরাবর নদীর ধার দিয়ে অগ্রসর হয়ে চললুম। এক জায়গায় ক'খানা বড় পাথর পড়ে নদীর বুক ভরাট করে রেখেচে। পাথর বয়ে

নদী পার হলুম। বন-জঙ্গল, তার ওধারে ছোট একটি পাহাড়; পাহাড়ের গায়ে একদল বুনোর বাস। তারা মুর্গী পোষে। গোটা দশ-বারো ডিম এনেচি—নগদ মূল্য এক আনা। পাখীর দাম দু আনা, তিন আনা করে'। সুতরাং আহারের কষ্ট ঘটবে না!

কালোদা কহিল—ও ব্যাপার নিয়ে হট্টগোল করো না। পাচক ঠাকুরটি ভারী নিষ্ঠাবান। মছলীর নাম শুনে জাত যাবার ভয়ে শিউরে উঠেছিল। বহু কষ্টে আর একটি টাকা প্রায়শ্চিত্তের দরুণ পাবে, আশা দেওয়ায় গোপনে 'মছলী' পাকাতে রাজী হয়েছে। সে যদি শোনে, বাবুরা মুর্গীর মাংস-ভোজনে সুদক্ষ, তাহলে ভেগে যেতে পারে! ও বস্তু নিজেদের পাকাতে হবে।

প্রকাশ কহিল—নিশ্চয়।...

কালোদা কহিল—এখন যাও, স্নান করে এসো!...

গিরিজা কহিল—শোনো, মুর্গী আবিষ্কারের জন্য আনন্দ প্রকাশ করছি না। পাহাড়ের কোলে দেখে এলুম মস্ত একটা পুকুর। তাতে প্রচুর মাছ আছে। তাছাড়া ওখানকার এক বৃদ্ধ বললে, এই জলটুঙ্গির একটু রহস্য-কথা!

কালোদা কহিল—কি রহস্য, শুনি।

গিরিজা কহিল—বুড়োর বাস এখানে বহুকালের। সে

বললে, জলটুঙ্গি যে পুকুরের বুকে গড়া হয়েছে, ও পুকুর কাটাবার সময় চার-পাঁচজন কুলি মারা পড়ে। পুকুর খোঁড়া হবার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ বর্ষা নামে। নদী ছাপিয়ে উঠে এখানকার মাঠ-ঘাট ডুবিয়ে পুকুরটিকে রাতারাতি ভরাট করে ছায়। মজুররা পুকুর-পাড়ে শুয়ে ঘুমোতো। ও জায়গায় ছিল বড় বড় শিশু গাছের জঙ্গল। ক'জন কুলি শিশুগাছ কাটতে আপত্তি তোলে; কিন্তু শেষে পয়সার লোভে সে আপত্তি টেঁকে নি। হঠাৎ বন্যা হওয়ায় চার-পাঁচজন কুলি কেমন পালাতে না পেরে ডুবে মরে। পরের দিন তাদের দেহ পাওয়া যায় জলের বুকে—ফুলে ঢোল হয়ে ভাসচে!... সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা, বন্যার জল ছুদিন বাদে নেমে যায়। পুকুরটা ভরাট হয়ে ওঠে।' বুড়ো মানুষ এ ব্যাপার চোখে ছাখেনি, সে শুনেছে তার বাপ-ঠাকুর্দ্দার কাছে। এ পুকুরে নামতে তারা ভয় পায়। বলে, জিনির পুকুর। নাহলে রাতারাতি বন্যা এসে পুকুর ভরাট হয়; আর পুকুর ভরাট করে' বন্যার জল সরে যায়! এমন ঘটনা এ তল্লাটে কখনো ঘটে নি! আরো মজা, এ বন্যা আসে কালীপূজার রাত্রে। বুড়ো বললে, সেই অবধি কালীপূজার রাত্রে হয় ঐ পুকুরের জলে ডুবে, না হয় তো পুকুরের বুকে যে-ঘর সে ঘরে একজন না একজন লোক মরে আসচে! বাড়ীতে লোক-

জন নেই ; খালি পড়ে আছে। এক বছর কালীপূজার রাত্রে এক দল রাহী লোক এসে বাড়ীর কানাচে রাত্রের মত আশ্রয় নেয় ; তারা বিদেশী লোক—পায়ে হেঁটে তীর্থে বেরিয়েছিল। মন্দার পাহাড়ে যাচ্ছিল। রাত্রের জন্য আস্তানা পাতে। সকালে উঠে সকলে দেখে, তাদের যে পাণ্ডা, সে বেচারার দেহ জলে ভাসচে ফুলে ঢোল হয়ে! রাত্রে কি যে তার হয়েছিল, কেন যে পুকুরে গেল, সে রহস্য কেউ জানে না। ও পুকুরকে তারা রীতিমত ভয় করে। সারা বৎসরে কোনো গোলযোগ ঘটে না, কিন্তু কালীপূজার রাত্রে ও যে মারমূর্ত্তি ধরে কেন, তা' কেউ জানে না। কালীপূজার দিন সন্ধ্যা হলে এ তল্লাটে ওরা কেউ আসে না!

কথাটা শুনিয়া সকলের গায়ে কাঁটা দিল! প্রকাশ কহিল—মালীকে ডেকে দু'তিন বৎসরের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়নি তো! গেল বছর অন্ততঃ ও পুকুরে কিম্বা জলটুঙ্গিতে কেউ মারা গেছে কি না, জানা দরকার।

কালোদা কহিল—শুনলে তো প্রকাশ, আমাদের তখন কথা হচ্ছিল, এ বংশের কারো উপর যদি তেমন কোনো দৃষ্টি থাকে, তাহলে গিরিজাকে সেদিন সরিয়ে আর কোথাও পাঠাবো! এখন বুড়োর কথা যদি বিশ্বাস করো, শুনচো, কোথাকার রাহী লোক মরণের ডাকে নিরালা

এই পুরীতে ঠিক ঐ দিন সন্ধ্যার সময় এসে আস্তানা নিয়েছিল!

এ কথা স্মরণ করিয়া সকলে শিহরিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ কাহারো মুখে কথা নাই। অবশেষে কালোদা কেশ বিন্যাস সমাপ্ত করিয়া চিরুণী-ব্রাশ ঠেলিয়া রাখিয়া কহিল—তোমরা যাও গিরিজা, স্নান করে এসো। বেলা বারোটা বাজে। তোমরা এলে মালীকে ডেকে রহস্য সম্বন্ধে কোনো কাহিনী যদি উদ্ধার করতে পারি, চেষ্টা দেখবো।

গিরিজা কহিল—বেশ।

তারা গেল স্নান করিতে। কালোদা একখানা বিলাতী ম্যাগাজিন লইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। প্রকাশের হাতে ছিল একখানা ইংরাজী বই, এ্যাড্‌ভেঞ্চারের এক রোমাঞ্চকর উপন্যাস। সে বইয়ের পাতায় সে মনোনিবেশ করিল।

সাত

সন্ন্যাসী

বৈকালের দিকে মালীকে ডাকিয়া গিরিজা কহিল,—আর বছর কেউ মারা গিয়েছিল রে ঐ পুকুরে ডুবে ?

মালী কহিল, একদল লোক আসিয়া রাত্রে আশ্রয় লয় এ তল্লাটে। সকালে দেখা যায়, একজন মরিয়া জলে ভাসিতেছে। লাশটা ফুলিয়া যেন ঢোল হইয়াছিল। পুলিশ আসিয়া ধর-পাকড় করে। কেহ বলে, নেশা করিয়া জলে নামিয়াছিল। কেহ বলে, মারামারি করিয়া তাকে কে জলে ঠেলিয়া দিয়াছে। মাসখানেক হাজতে পচাইয়া পুলিশ অবশেষে আসামীদের ছাড়িয়া দেয়। আরো বলিল, না, দু'তিন বৎসরের মধ্যে ঐ ব্যাপার ছাড়া আর কোন ব্যাপার ঘটে নাই।

নানা তর্ক-বিতর্কে কোনো তথ্যই আবিষ্কার হইল না। পরস্পরের পানে চাহিয়া সকলে হতভম্বের মত ক্ষণেক বসিয়া রহিল।

বহুক্ষণ পরে গিরিজা প্রথমে কথা কহিল। গিরিজা

কহিল—এ সমস্যা সমাধানের একটি মাত্র উপায় আছে। সে উপায় কালীপূজার রাত্রে সজাগ পাহারা। নিশ্চয় মায়ের ডাকিনী-যোগিনীরা একালে এখানে মার-মূর্ত্তিতে উদয় হয় না! মা কালীর গলার মুণ্ডমালার এমন অভাব ঘটে নি যে সব দেশ ত্যাগ করে এই পীরপাহাড়ের পড়ো বাড়ীর কানাচে পুকুরের বুকে জলটুঙ্গিতে তাঁর ডাকিনীদের পাঠাবেন নরমুণ্ড সংগ্রহ করতে! সে উদ্দেশ্য নেই, বোঝা যাচ্ছে। কারণ, যারা মরেছে, তাদের ধড়ের সঙ্গে গোটা মুণ্ড পাওয়া গেছে—মুণ্ড-ছাড়া কাকেও দেখা যায় নি!

কালোদা কহিল—না। তা দেখেনি।

—তবে?

রাজেন্দ্র কহিল—Nightmare. সমস্ত জিনিষটা গাঁজা।

প্রকাশ কহিল—গাঁজা হলে একটি গল্প শুনতুম। বছরে-বছরে নতুন নতুন গল্প রচনা করবে, তেমন বেদব্যাসের সন্ধান এখানে এ পর্য্যন্ত কেউ দ্যায়নি। এবং গাঁজা খুব শস্তা নয়; তার উপর আব্কারী ট্যাক্স আছে।

রাখাল কহিল—যাই বলো তোমরা, চোখে যে জিনিষ নিজে না দেখবো—বিশেষ এমন ভূতুড়ে ব্যাপারে, সে জিনিষ বিশ্বাস করতে কখনো আমার প্রবৃত্তি হবে না।

গিরিজা কহিল—তর্কাতর্কির কোনো দরকার নেই।

সকলেই আমরা এসেছি রহস্য নির্ণয় করতে। গোঁজামিল দিয়ে যা-তা ব্যাখ্যা প্রকাশ করবার বাসনা আমাদের কারো নেই। অতএব এ তর্কে আত্ম-বিচ্ছেদের চেষ্টা কেন করো?

সকলে সমস্বরে কহিল—ঠিক কথা! বেড়াতে বেরুই, চলো।

রাত্রে গৃহে ফিরিয়া গিরিজা কহিল—কালীপূজার এখনো অনেক দেরী। এখানে কুড়ের মত কাঁহাতক বসে থাকবো! তার চেয়ে চলো, হাঁটা পথে এ দিকটায় পাড়ি দিয়ে যাযাবর বৃত্তি গ্রহণ করি।

প্রকাশ কহিল—সাধু প্রস্তাব। এ প্রস্তাবে I heartily agree.

পরের দিন সকাল-সকালি আহারাদি সারিয়া সকলে যাত্রা করিল দূর পাহাড়ের শিখর লক্ষ্য করিয়া। রীতিমত স্কাউটের বেশ। পিঠে খাকী ব্যাগ; তাহাতে টফি, ডিম, পাঁউরুটী আর মাখন। ছোট একটা ষ্টোভ—সেই সঙ্গে চায়ের সরঞ্জাম বাদ পড়িল না।

মাঠ আর মাঠ! কোথাও শুষ্ক ধূ-ধূ করিতেছে—কোথাও পূর্ণ শস্যভারে কে যেন সবুজ মখমলের শয্যা বিছাইয়া রাখিয়াছে।

দু'দিন পরে কয়জনে আসিয়া উপস্থিত হইল একটা

পাহাড়ের তলায়। ছোট একটি গুহা আছে। গুহা-মুখে বসিয়া প্রকাণ্ড জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী—তাঁর পরণে টক্‌টকে লাল থান ধুতি।

সন্ন্যাসীকে তারা প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী তাদের পানে চাহিয়া হিন্দী ভাষায় প্রশ্ন করিল—কে তোমরা?

গিরিজা কহিল—বেড়াতে এসেছি পায়ে হেঁটে। কলকাতায় থাকি। বেড়াবার সখ হলো, তাই পায়ে হেঁটে বেরিয়েছি।

সন্ন্যাসী কহিল—আহারাদি হয়েছে?

প্রকাশ কহিল—তাকে আহার বলে না। পাখীর আহার। আমরা গ্রামের মধ্যে দু'দিন মোটে ঢুকিনি—মাঠ ভেঙ্গে জলা ভেঙ্গে চলছি।

সন্ন্যাসী কহিল—আত্মাকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। আমার এখানে আহারের অভাব। তোমরা গ্রামে যাও। এর পরে বন। সে বনে চোর-ডাকাত আছে। যেয়ো না।

প্রকাশ কহিল—আপনার সঙ্গে যখন দেখা হলো, তখন কতকগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা হচ্ছে।

সন্ন্যাসী কহিল—প্রশ্ন করো।

প্রকাশ কহিল—আপনি এখানে কত দিন আছেন?

সন্ন্যাসী কহিল—এ গুহায় আছি প্রায় দশ বৎসর।

প্রকাশ কহিল—পীরপাহাড় জানেন ?

সন্ন্যাসী কহিল—জানি।

প্রকাশ কহিল—সেখানে একটা জলটুঙ্গি আছে—জানেন ?

সন্ন্যাসী কহিল—জানি।

প্রকাশ কহিল—আমরা সেখানে গিয়েছিলুম। এক আশ্চর্য্য কাহিনী শুনে এলুম। সে সম্বন্ধে যদি আপনার আপত্তি না থাকে, কিছু আলোচনার ইচ্ছা আছে।

সন্ন্যাসী কহিল—বলো।

প্রকাশ তখন পীরহাড়া-সংক্রান্ত অলৌলিক কাহিনী খুলিয়া বলিল; আরো বলিল—আমরা সেখানে এসেছি সেই রহস্যের সন্ধানে। অকারণে এ ভাবে বিশেষ একটি তিথিতে মানুষ মরচে—এমন আশ্চর্য্য ভাবে—এর কারণ কি ? যে সব লোক মারা গেছে, তারা যদি সকলে ধনী হতো এবং তাদের মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে যদি টাকা-কড়ি খোয়া যেতো—তাহলে এ মৃত্যু রহস্যের কারণ খুব সহজে বুঝতে পারতুম। কিন্তু ঘটনা যা ঘটে, শুনচি, সে ব্যাপার নয়। আপনি এ সম্বন্ধে কিছু জানেন ?

সন্ন্যাসী শুধু হাসিল; হাসিয়া কহিল—তোমাদের কি মনে হয় ?

প্রকাশ কহিল—মানে ?

সন্ন্যাসী কহিল—এগুলো গল্প-কথা ? না, সত্য ?

প্রকাশ কহিল—নিছক গল্প নয়। তবে যা ঘটে, তার সঙ্গে লোকের মুখের গল্প-কথাও মেশেনি, এখন কথা মনে হয় না।

সন্ন্যাসী কহিল—সম্ভব ! কিন্তু আমার নিজের দেখা, নিজের জানা একটি কাহিনী যদি তোমাদের বলি, সে কথা তোমাদের বিশ্বাস হবে ?

গিরিজা রাজেন্দ্রর পানে চাহিল। তার পায়ে ফোস্কা পড়িয়াছে ; সে তখন জুতা খুলিয়া পা ছড়াইয়া ঘাসের বুকে শুইয়া পড়িয়াছে।

প্রকাশ কহিল—বসে শুনি। আপনি বলুন।

সন্ন্যাসী কহিল—আমাকে তোমরা জানো না—কাজেই যে কথা বলবো, তা বিশ্বাস না করলেও তোমাদের কোনো অপরাধ হবে না। এ-সব কথা বিশ্বাস করতে হলে—যারা এ সব কথা বলে, তাদের উপর বিশ্বাস থাকা চাই। তার উপর—আমাদের মনের এমন স্বভাব, পুরানো কথার বিবরণ দিতে গেলে অনেক জায়গায় কল্পনার তুলি বুলিয়ে দিই। মানুষ মাত্রেই কবি—কি বলো ? কবিতা লিখলেই কবি হয় না, যার মনে কল্পনার লহর চলে, সেই কবি। নয় কি ?



মনি সেই হাত চেপে ধরলো সাহেবের গলা। —১০৪ পৃষ্ঠা

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া কয়জনের মনে বেশ একটু শ্রদ্ধা জাগিয়া ছিল। জটাজুট্ দেখিয়া প্রথমে ভাবিয়াছিল—চারিদিকে মূর্খ চাষাভূষার মাঝখানে জটাজুটের ধ্বজা তুলিয়া বেশ বাগাইয়া বসিয়াছে। সহরে জটার কোনো দাম নাই—জটার লীলা সেখানে দেখাইতে গেলে বিপদের আশঙ্কা নাই, এমন নয়। এখানে এই সরল চাষাভূষাদের কাছ হইতে টাকা-পয়সা না মিলিলেও ফলমূল যা পাওয়া যায়, তাহাতে নির্ভাবনায় দিন চলিয়া যাইবে! তাই অতি লোভ ত্যাগ করিয়া এইখানেই এ ব্যক্তি বসিয়া বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে!

এখন সন্ন্যাসীর কথায় সে ধারণা মন হইতে মুছিয়া গেল। সকৌতূহলে সন্ন্যাসীর সামনে তারা বসিয়া পড়িল; বসিয়া প্রকাশ কহিল—আপনি সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ। আপনার কথায় বিশ্বাস করবো না কি! তাছাড়া মিথ্যা গল্পে আমাদের ভুলিয়ে আপনার তো কোনো লাভ হবে না।

হাসিয়া সন্ন্যাসী কহিল—তাহলে বলি সে কাহিনী—শোনো। কিন্তু তার আগে একটা কথা আছে, তোমরা কেউ কিছু খাবে? পিপাসা পেয়ে থাকে যদি আমার এখানে আখ আর কাঁচা দুধ আছে। দুধ গরুর নয়, মোষের।

পরস্পরের চোখে চোখে ইঙ্গিতের মৃদু তরঙ্গ বহিয়া গেল।

গিরিজা কহিল—একটু দুধ তাহলে বরং দিন। আমাদের কাছে চা আর চিনি আছে। একটু দুধ পেলে আমাদের ভোজ্য-পানীয় দুয়ের ব্যবস্থাই হবে।

সন্ন্যাসী কহিল—বেশ। আমি দুধ আনি। তোমরা বসো।

সন্ন্যাসী উঠিয়া গুহার ভিতরে প্রবেশ করিল। গিরিজা বসিয়াছিল গুহার সামনে। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলে গুহা-মধ্যে যত দূর দৃষ্টি যায়, প্রেরণ করিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে বুকখানা ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল।

বিস্ফারিত নেত্রে গুহার দিকে চাহিয়া প্রকাশের গায়ে সে ছোট একটু ধাক্কা দিল; দিয়া কহিল—দেখেচো?

গিরিজার নির্দ্দেশ-মত গুহার দিকে চাহিয়া প্রকাশ দেখে, তিন-চারিটা মড়ার মাথা গুহার মুখে পড়িয়া আছে; অর্দ্ধাংশে বিভক্ত।

মৃদু স্বরে প্রকাশ কহিল—লোকটি কাপালিক।

রাজেন্দ্র শিহরিয়া উঠিয়া বসিল; কহিল—এই ব্রিটিশ-রাজ্যে? আইন-পুলিশের দিনে?

প্রকাশ কহিল—তাই। কিন্তু চুপ! সন্ন্যাসী ফিরছে।

নিমেষে সকলে চুপ।

পাতার ঠোঙায় দুধ ভরিয়া সন্ন্যাসী গুহামধ্য হইতে বাহিরে আসিল, কহিল—এই নাও, দুধ।

কালোদা দুধ লইয়া সন্ন্যাসীর পানে চাহিল, চাহিয়া প্রশ্ন করিল—আপনি চা খান না—নিশ্চয় ?

মৃদু হাস্যে সন্ন্যাসী কহিল—না বাবা। চায়ে আমার রুচি নেই।

কালোদা কহিল—আপনি এখনি সে গল্প বলবেন ? না, একটু দেরীতে ? যতক্ষণ না আমার চা তৈরী হয় ?

সন্ন্যাসী কহিল—বেশ। একটু পরে আরম্ভ করবো। তোমরা চা তৈরী করে খেয়ে নাও।

রাজেন্দ্র প্রশ্ন করিল—এ জায়গার নাম কি ?

সন্ন্যাসী কহিল—কালীঘাট।

কালীঘাট !

সন্ন্যাসী বিস্ময়ের কারণ বুঝিল। বুঝিয়া কহিল—কলকাতায় কালীঘাট আছে—আবার এখানেও—এই ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছো ! আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। যেখানে মা আছেন, সেইখানেই কালীক্ষেত্র—কালীঘাট।

রুদ্ধ শ্বাসে রাজেন্দ্র কহিল—মায়ের মূর্ত্তি ?

সন্ন্যাসী কহিল—আছে। গুহার মধ্যে। দেখতে চাও যদি তো তার সময় সকালে সূর্য্যোদয় হলে। এখন নয়।

আট

অট্টহাস্য

সন্ন্যাসী বলিল—তখনো আমি সংসারে বাস করিতেছি। আমাদের বাড়ী ছিল সুলতানগঞ্জে। ভাগলপুরের ওদিকে নাথনগর গ্রাম। সেখানে এক বন্ধুর বাড়ী। আমি তখন কলেজে পড়ি। কি একটা ছুটীর দিনে বন্ধুর গৃহে গেলাম—নাথনগরে।

এককালে তারা খুব সম্পন্ন গৃহস্থ ছিল। প্রকাণ্ড বাড়ী। দু'মহল। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে বন্ধুর পিতা-পিতামহের অবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে মস্ত বাড়ী গভীর দুঃখে জীর্ণতার আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

বাড়ীর বাহির-মহলে দোতলায় ছিল প্রকাণ্ড ঘর। সেই ঘরের পরে বিগ্রহের ঘর। তখন বিগ্রহ ছিল না; কাজেই সে ঘর ছিল শূন্য। ঘরের দ্বারে বড় তালা লাগানো। মরীচা ধরিয়া তালার রঙ হইয়াছে বাদামের খোলার মত। সামনের বড় ঘরটাও এমনি পড়িয়া আছে। সে-ঘরে কেহ যায় না। বন্ধু বলিল—ও-ঘরে ভূতের বাস।

শুনিয়া কৌতূহল হইল। বায়না ধরিলাম, রাত্রে ঐ ঘরে শয়ন করিব। বাড়ীর কেহ রাজী হইলেন না। আমারো ধনুর্ভঙ্গ পণ। স্থির হইল, বন্ধু আর আমি দুজনেই সে ঘরে শয়ন করিব। ঘরে থাকিবে দুটা হারিকেন; হারিকেন দুটা পূর্ণ তেজে জ্বলিবে।

ঘরের মধ্যে একখানা তক্তাপোষ রাখা হইল, এবং সে তক্তাপোষে পড়িল শয্যা। দু'চারিখানা বই লইয়া বন্ধু ও আমি সে ঘরে প্রবেশ করিলাম আহারাদির পর। রাত্রি তখন দশটা বাজিয়া বারো মিনিট। একটা টাইম-পিস ঘড়ি আমরা সে ঘরে রাখিয়া দিলাম কাঠের টুলের উপর।

বিছানায় শুইয়া দুজনে গল্প করিতে লাগিলাম। এ-ঘরে পাঁচ বৎসর যাবৎ কেহ প্রবেশ করে নাই—আজ প্রথম ধূলি-জঞ্জাল সাফ হইয়াছে এবং মানুষের প্রবেশ ঘটিয়াছে।

গল্প করিতে করিতে কখন্ ঘুমাইয়াছি, খেয়াল ছিল না। সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। একটা দারুণ ভার বুকে উপলব্ধি করায় চোখ মেলিয়া দেখি, ঘরে কেহ নাই। উঠিবার চেষ্টা করিলাম—পারিলাম না। বুকের উপর যেন বিশ মণ পাথর কে চাপিয়া ধরিয়াছে! নিশ্বাস বন্ধ হইবার জো!

বন্ধুর পানে চাহিলাম। সে নাসা-গর্জ্জনসহ আরামে ঘুমাইতেছে! প্রাণপণে শক্তি সংগ্রহ করিয়া উঠিবার চেষ্টা

করিলাম। মনে হইল, বুকের সে ভার যেন ছিট্‌কাইয়া সরিয়া গেছে—সঙ্গে সঙ্গে জাগিল বন্ধুর তীব্র আর্ত্তনাদ!

সে যেন প্রাণপণে ধস্তাধস্তি করিতেছে কোন্ অশরীরী শত্রুর সঙ্গে! আমি তখন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেছিলাম। বন্ধুকে ঠেলিয়া তার হাত ধরিয়া তাকে টানিলাম। বন্ধু উঠিয়া বসিল। কিন্তু তার দুই চোখে যে দৃষ্টি দেখিলাম—আজো তাহা মনে আছে!

বন্ধুর আর্ত্তনাদে বাড়ীর লোক ঘুম ভাঙ্গিয়া সে ঘরে আসিয়া জড়ো হইল। একটা প্রচণ্ড কোলাহল পড়িয়া গেল। বন্ধুর কেমন বিহ্বল ভাব! মুখে কথা নাই—ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া আছে!

দুজনকে সকলে অন্দর মহলে লইয়া চলিল। সেখানে সাড়া জাগিল। বন্ধুর সে আতঙ্ক তবু কাটিতে চায় না। একটু তন্দ্রা আসে, পরক্ষণে তীব্র চীৎকার তুলিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসে। যাহাকে সামনে পায়, প্রাণপণে তাহাকে জড়াইয়া ধরে। চোখে আতঙ্ক-ভরা উদাস চাহনি!

সারা রাত্রি এমনি করিয়া কাটিল। সকালের দিকে বন্ধুর ঘুম আসিল। গভীর ঘুম! এবং সেই ঘুম ভাঙ্গিল বেলা প্রায় নটায়। ঘুম ভাঙ্গিবার পর চোখে সে দৃষ্টি নাই। সে আতঙ্কের ছম্‌ছমানিও কাটিয়া গিয়াছে।

স্নানাহার সারা হইলে সকলে আমাদের প্রশ্ন-বাণে আকুল করিয়া তুলিলেন। বুকের উপর যে দুস্তর ভার উপলব্ধি করিয়াছিলাম, খুলিয়া সে-কথা বলিলাম। এবং সে ভার হইতে নিষ্কৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর সেই তীব্র আর্ত্তনাদ—তাহাও বলিলাম। তখন বন্ধু বলিল, নিশ্চিন্ত মনে সে ঘুমাইতেছিল; সহসা স্বপ্ন দেখলে, কোন্ বিজন প্রান্তরে সে বিচরণ করিতেছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই! চারিদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়—বিরাট শির তুলিয়া আকাশ স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে! তবু সে চলিয়াছে, চলিয়াছে! কোথায় চলিয়াছে, কেন চলিয়াছে, সেদিকে খেয়াল নাই!

সহসা সে আমাকে একটা পাহাড়ের মাথায় দেখে। প্রকাণ্ড শিলার উপর বসিয়া সেটাকে গড়াইয়া নীচে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি! তাহা দেখিয়া বন্ধু দারুণ বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইল! দাঁড়াইবা মাত্র সেই শিলাখণ্ড পাহাড়ের মাথা হইতে খশিয়া একেবারে আসিয়া পড়িল তার মাথার উপর! সে আর্ত্তনাদ তুলিল। পাথরখানা মাথায় পড়িবামাত্র সে দেখিল, একজন লোক—তার বিশাল দেহ! লোকটা সেই শিলাখণ্ড ধরিয়া তাকে পিষিয়া ফেলিবার প্রয়াস পাইতেছে! তারপর কি ঘটিয়াছে, সে জানে না। ঘুম

ভাঙ্গিতে সে দেখে, বেলা হইয়াছে; ঘরে বহু লোক বসিয়া আছে। দেখিয়া সে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়াছে—ইত্যাদি!

এখন সে ব্যাপার দুঃস্বপ্ন বলিয়াই মনে হইতেছে। কারণ দেহের কোথাও এতটুকু বেদনা নাই! সত্যকার পাহাড় ঘাড়ে পড়িলে তাকে আর বাঁচিতে হইত না! যে প্রকাণ্ড শিলা···মনে হইলে গা এখনো ছম্‌ছম্‌ করে!

দুজনে বহু তিরস্কার ভৎর্সনা ভোগ করিলাম। নিষেধ না মানিয়া এমন দুঃসাহসের কাজ মানুষ করে! তিরস্কার ভৎর্সনা সত্ত্বেও আমাদের কৌতূহলের বেগ বাড়িল। বন্ধুর পিতাকে কহিলাম—ভয় পেয়ে চুপচাপ্‌ বসে থাকবেন? এ রহস্য নির্ণয়ে কোনো চেষ্টা করবেন না?

তিনি বলিলেন—ভৌতিক ব্যাপার। এ রহস্যের মীমাংসা অসম্ভব। তার কারণ, শতকরা পঁচাত্তর জন এ-সব ভৌতিক বা অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাস করে না। দ্বিতীয়—কোন্‌ সূত্র ধরে এ রহস্যের মীমাংসা হবে?

আমরা প্রশ্ন করিলাম—ও ঘরে কোনো আত্মীয় বন্ধু মারা গিয়াছিলেন?

—না। পূর্ব্বে বিগ্রহ পূজার প্রচলন ছিল সে প্রায় বিশ পঁচিশ বৎসরের কথা। তখন ঐ ঘর নাটমন্দির রূপে ব্যবহার করা হইত। ভৌতিক ব্যাপার প্রথম ঘটে—দশ

বৎসর পূর্ব্বে। কর্ত্তার স্বর্গ-গমনের পর সমারোহে তাঁর শ্রাদ্ধ হয়। ঐ ঘরে বহু নিমন্ত্রিত ব্যক্তি রাত্রে শয়ন করিয়াছিল। সেই শ্রাদ্ধের রাত্রে অনেকে দারুণ বিভীষিকা দেখেন। একজন অজ্ঞান হইয়া যান। তাঁর জ্ঞান হয় বারো ঘণ্টা পরে। তারপরে আরো পাঁচ-সাত বার এমনি ঘটনা ঘটে। ও ঘরে শয়ন করিলেই এই বিপত্তি। নহিলে এতটুকু দৌরাত্ম্য বা ভৌতিক কোনো কিছু কেহ কখনো প্রত্যক্ষ করে নাই।

আমি কহিলাম—কোনো সাধু সন্ন্যাসীকে কখনো জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছেন—কেন এমন হয়?

বন্ধুর পিতা কহিলেন—গ্রামের পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, গয়ায় গিয়া পিণ্ড দাও। গিয়া পিণ্ড দিলাম। তবু এ ব্যাপারের অবসান ঘটিল না। কাল রাত্রে তোমাদের অত অনুরোধে যে ও ঘরে শুইতে দিয়াছিলাম, তার কারণ, ভাবিয়াছিলাম পাঁচ বৎসর বাড়ীতে কোনো উপদ্রবের গন্ধ তো পাই নাই—এখন বোধ হয় উপসর্গ ঘুচিয়াছে! কিন্তু আশ্চর্য্য—যেমন তোমরা গিয়া ও ঘরে রাত্রি বাস করিয়াছ, অমনি আবার সেই বিভ্রাট!

আমি কহিলাম—এখন আমাদের ছুটী। যে কয়দিন

খানে আছি, এ রহস্যের মীমাংসার জন্য যথাসাধ্য একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। তাহাতে আপনার আপত্তি নাই ?

তিনি কহিলে—না। আপত্তি কি থাকিতে পারে ? তবে ও-ঘরে তোমাদের আর শয়ন করিতে দিব না।

আমি কহিলাম—বেশ, রাত্রে শয়ন করিতে না দিন, কাল সারাদিন ও-ঘরে থাকিতে চাই। দেখি, কোনো কিছু ঘটে কি না। দিনের বেলায় একজন ঘুমাইব, অন্য লোক জাগিয়া থাকিবে। দেখি, দিনের বেলায় নিদ্রা গেলে দুঃস্বপ্ন বলুন, বা ভৌতিক ব্যাপার বলুন—ঘটে কি না।

তিনি বলিলেন—বেশ। আমি রাজী আছি। তুমি ঘুমাইয়ো, আমি জাগিয়া পাহারা দিব। তবে দিনের বেলায় ; রাত্রে নয়।

এই ব্যবস্থা পাকা হইল। সেদিন সন্ধ্যায় আমরা নাট-ঘরে বসিয়া গল্পে-গুজবে রাত্রি প্রায় দশটা অবধি কাটাইয়া দিলাম—কোনো উৎপাত ঘটিল না। পরের দিন দিনের বেলায় ঐ ঘরে কাটাইলাম ; কিছু ঘটিল না। মনে কেমন সংশয় জাগিল, ও ঘরের সম্বন্ধে ভয়ের কাহিনী শুনিয়া নিশ্চয় দুজনে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি ! একদিনের কোনো ঘটনায় কোনো সত্যই কোনোদিন নির্ণীত হইতে পারে না !

মাথায় একটা অভিসন্ধি জাগিতেছিল।

সন্ধ্যার পর সে অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া বন্ধুকে বলিলাম, —তোমাকে একটি গোপন-কথা বলবো,—কারো কাছে তা প্রকাশ করবে না—অঙ্গীকার করো।

বন্ধু সবিস্ময়ে আমার মুখের পানে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া কহিল—অঙ্গীকার করিতেছি।

কহিলাম—কোনো বাধা—কোনো নিষেধ তুলিবে না?

বন্ধু প্রথমে জবাব দিল না। আমি কহিলাম—বলো।

কি ভাবিয়া বন্ধু কহিল—বেশ।

—Your word of honour?

বন্ধু কহিল—On my honour.

—বেশ! বলিয়া বন্ধুকে জানাইলাম, আজ রাত্রে সকলে ঘুমাইলে আমি একা ঐ নাট ঘরে যাইব। ঐখানে আজ রাত্রি কাটাইব; ঘুমাইব না। সারা রাত্রি জাগিয়া বই পড়িব। পড়িবার জন্য একটা রোমাঞ্চকর এ্যাড্‌ভেঞ্চারের উপন্যাস সঙ্গে লইব। সে গল্পের উত্তেজনায় চোখের কিনারায় ঘুম ঘেঁষিতে পারিবে না!

বিমূঢ়ের মত ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া বন্ধু কহিল—আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। তোমায় একলা ছাড়িয়া দিব না। যদি খুব বেশী ভয় পাও?

আমি কহিলাম—একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো—ও-ঘরে যে

কেহ রাত্রিবাস করিয়াছে, শুধু ভয়ে আকুল হইয়াছে—প্রাণে কেহ মারা যায় নাই!

তবু বন্ধু ছাড়িবে না! বলিল—আমিও তোমার সঙ্গে থাকিব।

অগত্যা।

রাত্রে সকলে নিদ্রায় অচেতন। রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। আমরা তুজনে নিঃশব্দে আসিয়া নাট ঘরে প্রবেশ করিলাম। একটা হারিকেন লইয়াছিলাম। সেটা তখনো জ্বালি নাই।

ঘরে প্রবেশমাত্র মনে হইল, এ ঘরে যেন কাহারা বসিয়া কি চক্রান্ত করিতেছিল। আমরা আসিতে সন্তর্পণে সরিয়া পড়িয়াছে। সারা দেহে চকিতের জন্য রোমাঞ্চ জাগিল—সঙ্গে সঙ্গে বুকখানা যেন এক হাত নামিয়া গেল! সে দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া হারিকেন জ্বালিলাম। আলোয় চারিদিকে চাহিয়া দেখি, কোথাও কেহ নাই—কতকগুলা শুধু চামচিকা আলো দেখিয়া কড়িকাঠগুলাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া ঝুলিতেছে!

তাদের বিরক্ত করিলাম না। তুই বন্ধুতে তুখানা বই খুলিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলাম।

যে উপন্যাস পড়িতে আনিয়াছিলাম, তার আখ্যানে

গতির কি বেগ! মন সে ছত্র বহিয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল —নদীর স্রোতের মুখে গাছের পাতা খশিয়া পড়িলে সে যেমন ক্ষিপ্র ভাসিয়া চলে, ঠিক তেমনি ভাবে! পাতার পর পাতা উল্টাইয়া এমন এক জায়গায় আসিলাম—নিশ্বাস যেখানে বন্ধ হইবার উপক্রম ঘটিল। সারা দেহে ঘন ঘন রোমাঞ্চ!··· এমন সময়ে···

কাণের কাছে প্রকাণ্ড অট্টহাস্য! চমকিয়া উঠিলাম। উপন্যাসের পাতা হইতে সমস্ত মন চকিতে খশিয়া সরিয়া পড়িল। চারিদিকে চাহিলাম। কোথাও কেহ নাই! বন্ধুর পানে চাহিলাম। ভয়ে তার মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছে।

দুজনে দুজনের পানে চাহিয়া···বুকের মধ্যে যেন বড় বড় গোলা লইয়া কে ফুটবল্ খেলা সুরু করিয়া দিয়াছে। চারিদিক নিস্তব্ধ···

বইয়ের পাতায় মনোনিবেশ করিব, আবার অট্টহাস্য!

বন্ধু আমাকে চাপিয়া ধরিল! আমি কহিলাম—শুনেচো?

সজোরে একটা মস্ত নিশ্বাস ফেলিয়া সে শুধু মাথা নাড়িল। বুঝিলাম, এ অট্টহাস্য-ধ্বনি সেও শুনিয়াছে। তাহা হইলে এ অট্টহাস্য—বিভ্রম নয়! আমার মনের খেয়াল নয়!

নয়

রহস্য নিবিড়

শ্রাবণ আকাশে মুহুর্মুহু যেন বাজের হুঙ্কার! থাকিয়া থাকিয়া অট্টহাস্য জাগে, আবার পরক্ষণে চারিদিকে গভীর নিশীথ-স্তব্ধতা!

দূরে চৌকিদারের নৈশ-প্রহরার ধ্বনি জাগিল···

ঘরে মুহুর্মুহু সেই অট্টহাস্যই। কে হাসে? ছায়ামাত্র দেখা যায় না!

ভাবিলাম, এ হাস্যধ্বনি এত বড় গৃহের আর কোথাও কেহ শুনিতেছে? না, শুধু আমরা দুজনে এ পৈশাচিক হাস্যের শ্রোতা?

বাড়ীর কোথাও কাহারো সাড়া নাই! কাহারো পায়ের ধ্বনি মৃদু মর্ম্মরে জাগিল না!

বই রাখিয়া স্তব্ধ বসিয়া রহিলাম। বন্ধু তখন দুই হাতে আমাকে জাপ্টাইয়া ধরিয়াছে। আমি কহিলাম—ভয় করিয়ো না। ভূত নাই। নিশ্চয় এ কোনো বদমায়েসের ফন্দী! আমাদের ভয় দেখাইবার জন্য এ কাণ্ড বাধাইয়াছে!

প্রায় পনেরো মিনিট ধরিয়া মিনিটে-মিনিটে অট্টহাস্য জাগিয়া শেষে থামিল। তারপর পনেরো মিনিট কোনো শব্দ নাই—চুপচাপ।

বইয়ের পাতায় আবার মনোনিবেশ করিলাম। বন্ধুর বাহুর বন্ধ শিথিল হইল। একটা পাতাও পড়িয়া শেষ করি নাই—কুকুরের আর্ত্তনাদ জাগিল। পথে নয়; একেবারে ঘরের মধ্যে—আমাদের পাশে।

চাহিয়া দেখি, কোথায় কি? না, কুকুর! না, অতি ক্ষীণ ছায়ার রেখা!

ভাবিলাম, এ এক নূতন উপদ্রব স্নুরু হইল। পড়িতে দিবে না!

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলাম—দুটা বাজে। ভোর হইতে এখনো অনেক দেরী!

কুকুরের চীৎকার থামিল। আবার ক্ষণেক স্তব্ধতা! তারপর স্নুরু হইল—ছাদ-পেটার শব্দ। ভারী মুগুর লইয়া দুম্-দুম্-দুম্-দাম্! কাণ ঝালাপালা হইয়া গেল। পাগল হইবার জো!

এই বিচিত্র শব্দরোলে মনের আতঙ্ক কাটিতেছিল। শেষে এ ব্যাপার কৌতূহলে দাঁড়াইল।

বন্ধুর বিবর্ণ মুখ দেখিয়া তাকে সান্ত্বনা দিলাম, কহিলাম

—ভয় কি? এ এক মজার খেলা চলিয়াছে! এসো, আমরাও এ খেলায় যোগ দিই!

ওদিকে অদৃশ্য অন্তরালে যখন যেমন শব্দ জাগে, আমি সে রোলের অনুকরণে তাহারি প্রতিধ্বনি তুলি। কণ্ঠ অবশ্য মৃদু করিয়া! মনে হইতেছিল, এত বড় প্রচণ্ড শব্দ-লহরী, ঐ অট্টহাস্য, ঐ কুকুরের চীৎকার—এগুলা বাড়ীতে অপর কাহারো কাণে যাইতেছে না নিশ্চয়। এ শব্দ শুনিলে কাহারো ঘুমাইবার সাধ্য থাকে না! এবং ঘুম ভাঙ্গিলে ওদিকে নিশ্চয় সাড়া উঠিত। সে সাড়া যখন ওঠে নাই, তখন এ শব্দ কেহ শুনিতে পাইতেছে না! হয়তো ভৌতিক কলরবের এইটাই মস্ত গুণ! কিন্তু এ শব্দ-অনুকরণে আমি যদি কণ্ঠ উচ্চ করি, তাহা হইলে আমার সে কণ্ঠস্বর বাড়ীর পাঁচ-জনের কাণে গিয়া পৌঁছিবে। এবং পৌঁছিলে কেহ-না-কেহ এ ঘরে আসিবেন; আসিয়া এ ঘরে আমাদের দেখিয়া বিরক্ত হইবেন! তাঁদের নিষেধ না মানিয়া আবার এ রাত্রে…

যাহা হউক, বিচিত্র শব্দ-তরঙ্গের মধ্য দিয়া নিশীথের মিনিট-ঘণ্টাগুলা চলিয়া চলিয়া অবশেষে উষার উদয়-সম্ভাবনা দেখা দিল। এবং এই সন্ধিক্ষণে আর এক বিচিত্র অধ্যায়ের সহিত আমাদের পরিচয়।

বিগ্রহের যে ঘর বন্ধ ছিল, সে ঘরের মধ্যে স্পষ্ট শুনিলাম,

কে যেন পূজার বাসন-কোশন নাড়িতেছে! এতক্ষণ বিচিত্র শব্দরোল শুনিয়া শুনিয়া আমাদের আতঙ্কের মাত্রা কমিয়া মনের মধ্যে কৌতূহল খুব বেশী তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। বিগ্রহের ঘরে বাসন নাড়ার শব্দ, সেই সঙ্গে আকাশে উষার দীপ্ত-আভাস! উঠিয়া আমরা বিগ্রহের ঘরের দ্বারে মৃদু আঘাত করিলাম। ভিতরের শব্দ থামিয়া গেল। আমরা উৎকর্ণ দাঁড়াইয়া রহিলাম—পাঁচ-সাত মিনিট! তারপর দেখি, ছায়ার শরীর দ্বার খুলিয়া ক্রমে সরিয়া বাহিরের দিকে চলিয়াছে। মূর্ত্তি পুরোহিতের মত! কালো কালিতে ছাপা মানুষের ছবি নিশ্চয় দেখিয়াছ। তেমনি ছায়া! মূর্ত্তির মাথায় দীর্ঘ কেশ—প্রকাণ্ড শিখা—হাতে কোশা।

ছায়া-মূর্ত্তি বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্প-গন্ধে আমাদের ঘর যেন ভরিয়া গেল! আমাদের দুজনের গায়ে রোমাঞ্চ! দ্বার পর্য্যন্ত হইবার পূর্ব্বে মূর্ত্তি মিলাইয়া গেল! আমরা একেবারে হতভম্ব।

কতক্ষণ এ-ভাবে ছিলাম, জানি না। চেতনা ফিরিতে বাহিরে আসিলাম। গৃহে তখন দিনের কোলাহল জাগিয়াছে!

কথাটা বন্ধুর পিতার কাছে প্রকাশ করিয়া বলিলাম। বেলা হইলে তিনি তাঁদের কুল-পুরোহিতকে ডাকাইলেন! তাঁকে দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। ছায়ায় যে মূর্ত্তির

আভাস দেখিয়াছি, এই পুরোহিতের মূর্ত্তির সঙ্গে তার মিল আছে অনেকখানি।

পুরোহিতকে আনিয়া শান্তি-স্বস্ত্যয়নের কথা হইল এবং তার তারিখও নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল।

স্বস্ত্যয়ন হইল সেই নাট-ঘরে। বিগ্রহের ঘরের দ্বার সেদিন খোলা হইল। পূজার বাসন-কোশনের চিহ্ন মাত্র সেখানে দেখিলাম না। আমাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অথচ দুজনে আমরা স্পষ্ট শুনিয়াছি, বাসন-কোশন নাড়িলে যেমন শব্দ হয়, তেমনি শব্দ!

স্বস্ত্যয়ন-শেষে পুরোহিত কহিলেন—রাত্রে এইখানে আমি আজ শোবো। কাল স্বপ্নাদেশ পেয়েছি। যেন আমার স্বর্গীয় পিতা মাথার শিয়রে এসে বলচেন—কাল স্বস্ত্যয়নের পর এ বাড়ীর নাট-ঘরে শুবি।

তাহাই হইল। আমরা দুজনেও ঐ ঘরে শয্যা পাতিলাম। পুরোহিত আপত্তি করিলেন না। ঘুমাইবার অভিপ্রায় আমাদের ছিল না। আমরা ঠিক করিলাম, নিদ্রার ভাণে পড়িয়া থাকিব—পুরোহিতের ভাগ্যে কি ঘটে, দেখিব। হঠাৎ এমন স্বপ্নাদেশ তাহার উপর হয় কেন?

রাত্রে চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকিলে মানুষের সাধ্য কি জাগিয়া থাকে! আমাদেরও দুই চোখ

ঘুম-ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল এবং কখন্ যে ঘুমাইয়া পড়িলাম…

ঘুম ভাঙ্গিল পুরোহিতের আর্ত্তনাদে! চাহিয়া দেখি, পুরোহিত তক্তাপোষ হইতে মেঝেয় পড়িয়া গোঁয়াইতেছেন! উঠিয়া লোকজনকে ডাকিলাম—জল আনিয়া মুখে ঝাপটা দিতে তাঁর চেতনা ফিরিল। চেতনা ফিরিবামাত্র তিনি কহিলেন—এ ঘরে আমি থাকতে পারবো না। আমায় নিয়ে চলো।

তাহাই হইল। পরের দিন সকালে পুরোহিত কহিলেন, —আমি কাশী যাবো। আপনারা আমাকে সেখানে পাঠাবার বন্দোবস্ত করুন। মণিকর্ণিকায় পিতৃ-পিণ্ড দিতে হবে, আদেশ!

বহু প্রশ্নে জানা গেল—রাত্রে জটাজুটধারী এক মূর্ত্তি আসিয়া পুরোহিতকে কুলাঙ্গার বলিয়া বহু কটু বাক্য বলিয়াছে। বলিয়াছে, নিশ্চিন্ত মনে শুধু পয়সা রোজগারের কাজ করিতেছিস! বাপের শ্রাদ্ধ সারিয়াছিস কোনোমতে 'নমো-নমো' করিয়া গোঁজামিল দিয়া!… যা মণিকর্ণিকায়। গয়ায় নয়। মণিকর্ণিকায় গিয়া ভালো করিয়া পিতৃ-পিণ্ড দে!…ত্রিশূল উঁচাইয়া সে মূর্ত্তি পুরোহিতকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল!

আরো কয়টা প্রশ্নে জানা গেল, পুরোহিতের পিতা এ গৃহে বিগ্রহ পূজা করিতেন। সেবারে কি একটি পার্ব্বণ উপলক্ষে কাশী যান। কাশীতে গঙ্গায় ডুবিয়া তাঁর মৃত্যু হয়। পুরোহিত বা তার আত্মীয়-স্বজন সে সময়ে ছিলেন নাথ-নগরে। শ্রাদ্ধশান্তি এইখানেই চুকানো হয়। গয়ায় অনেকে পিণ্ড দিতে বলিয়াছিল কিন্তু পয়সার অভাবে এবং আলস্যবশতঃও বটে—সে কাজ এতকালেও করা হয় নাই।

পুরোহিত কাশী যাত্রা করিলেন। একা যাইতে তাঁর কেমন ভয় হইতেছিল। আমি গেলাম সঙ্গে।

পুরোহিত কহিলেন—দশাশ্বমেধের কাছে থাকিব। সেদিন স্বপ্নে একখানা বাড়ীর চেহারা দেখিয়াছি। সেই বাড়ীতে থাকিতে হইবে।

সন্ধান করিতে একখানি বাড়ী মিলিল। পুরোহিত বলিলেন, স্বপ্নে এই বাড়ীর চেহারাই তিনি দেখিয়াছিলেন। সেই-বাড়ীতেই আস্তানা পাতিলাম। পুরোহিত সমারোহে পিতৃ-পিণ্ড দান করিলেন।

সন্ধ্যার একটু আগে দুজনে গৃহে ফিরিলাম। রাত্রে পুরোহিতের হইল প্রবল জর।··· সকাল হইতে না হইতে পুরোহিত জ্বরে একেবারে বেহুঁশ।

প্রমাদ গণিলাম। বাড়ীর লোকজনকে বলিলাম—এক-জন ডাক্তার কিম্বা কবিরাজ যদি ডাকিয়া দেয়···

তারা তোড়জোড় করিয়া বাহির হইবে—হঠাৎ কোথা হইতে নামাবলী গায়ে এক বৃদ্ধ আসিয়া হাজির। বৃদ্ধ কহিলেন—লাল এখানে আছে ?

পুরোহিতের নাম লাল। কহিলাম, আছেন। তাঁর খুব জ্বর।

বৃদ্ধ হাসিলেন, কহিলেন—সেই খপর পেয়েই আমি এসেছি। কোথায় সে ? আমি চিকিৎসা করবো।

তাঁকে আনিয়া লাল পুরোহিতের সামনে হাজির করিয়া দিলাম।

তিনি বসিলেন পুরোহিতের শিয়রে। তাঁর সঙ্গে ছিল গামছা। গামছা খুলিয়া কি বড়ি বাহির করিলেন; পুরো-হিতকে সে বড়ি তিনি খাওয়াইয়া দিলেন।

তিনদিন চিকিৎসা চলিল। পুরোহিতের শিয়রে বৃদ্ধ এক ভাবে বসিয়া রহিলেন—মাঝে মাঝে আমায় আদেশ করিতেন,—জল আনো। বিল্বপত্র আনো!

এমন সেবা কখনো দেখি নাই। নিরম্বু বসিয়া এমন পরিচর্য্যা। তাঁর সামনে ফল আনিয়া দিয়াছি, মিষ্টান্ন আনিয়া রাখিয়াছি—তিনি তাহা স্পর্শ করেন নাই। হাসিয়া উত্তর দিয়াছেন,—এ-সবে আমার কোনো প্রয়োজন নাই!

লোকটা যোগী সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে নিরাহার! নিরম্বু! বায়ুভুক্ সত্যই?

তিনদিন পরে সকালে পুরোহিত চোখ মেলিয়া চাহিলেন। আমি বাহিরে গেলাম। মুখ-হাত ধুইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখি, বৃদ্ধ নাই। কোথায় তিনি?

পুরোহিতকে প্রশ্ন করিলাম। পুরোহিত বলিলেন, কেহ তো এ-ঘরে ছিল না—কাহাকে খুঁজিতেছ?

আমি বৃদ্ধের কথা বলিলাম। বৃদ্ধের আকৃতি বর্ণনা করিলে পুরোহিত বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হইল! কহিল —যে চেহারার বর্ণনা করলে, তা থেকে বুঝচি, তিনি আমার স্বর্গীয় পিতা। তুমি তাঁকে জীবনে কখনো দেখেছ?

আমি কহিলেন—না।

পুরোহিত কহিলেন, রোগের ঘোরে কোনো চেতনা ছিল না। অচেতন অবস্থায় তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁর স্বর্গীয় পিতা আসিয়া যেন শিয়রে বসিয়া আছেন—পিপাসায় মুখে জল দিয়াছেন, ঔষধ দিয়াছেন—পাখার বাতাস করিয়াছেন! তাই বলিয়া চর্ম্ম-চক্ষে আমি তাঁহাকে কি করিয়া দেখিব? তিনি বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গ-গত। তাঁহারই আত্মার তৃপ্তির জন্য পুরোহিত এখানে আসিয়াছিলেন পিণ্ড দিতে!

পুরোহিত আরো বলিলেন—রোগের ঘোরে তাঁকে

বলিতে শুনিয়াছি, জমিদার-বাড়ীর ঐ বিগ্রহটির পূজায় মনে তিনি বড় শান্তি পাইতেন! মরিলেও তাঁর আত্মা ঐ ঘরে পড়িয়াছিল। ও ঘরের ত্রিসীমায় কাহারো উপস্থিতি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। সেই জন্য তিনি সে-দিককার গণ্ডীর বাহিরে সকলকে রাখিতে চাহিয়া ছিলেন! সে দিন এখানে পিণ্ড দিবার ফলে তাঁর মুক্তি হইয়াছে। সে বাড়ীতে আর কখনো কোনো বিভীষিকার সৃষ্টি হইবে না।

ব্যাপার শুনিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না; সেই সঙ্গে জাগিল অধীর আগ্রহ। পৃথিবীর বাহিরে লক্ষ লক্ষ কত পৃথিবী আছে নিশ্চয়! এ পৃথিবীকে চোখে দেখিতেছি! যে পৃথিবীকে চোখে দেখি না, যে পৃথিবীর অস্তিত্বের নানা পরিচয় নানা ভাবে পাই—তাহার সন্ধান লইব।

সেই অবধি আমি ঘর-ছাড়া। বহু সাধুর পায়ে ধরিয়াছি, বহু সন্ন্যাসীর সেবা করিয়াছি, বহু সাধন-ভজন করিয়াছি—সে পৃথিবীর কোনো পরিচয় আজ পর্য্যন্ত পাই নাই। তবে একটা কথা বুঝিয়াছি, চোখে যাহা না দেখিব, কাণে যাহা না শুনিব, তাহাই অবিশ্বাস করিব না! চক্ষু-কর্ণের সঙ্গে যেটুকু তোমাদের পরিচয় ঘটে, তার বাহিরে বহু ব্যাপার আছে—সে সবের রহস্য-নির্ণয়ে সাধনা চাই!

দশ

তত্ত্ব-কথা

সন্ন্যাসীর কথা শেষ হইলে গিরিজা কহিল—পীর পাহাড়ে এক বাড়ী আছে। শুনেছি, প্রতি বৎসর সেখানে কালীপূজার রাত্রে একজন-না-একজন মানুষ আশ্চর্য্যভাবে মারা যায়।

সন্ন্যাসী কহিলেন—যে লোক মারা যায়, তার গায়ে কোনো রকম চোট্ দেখেছো?

গিরিজা কহিল—আমরা কাকেও দেখিনি কখনো। আমরা থাকি কলকাতায়। এখানে এসেছি। ইচ্ছা আছে, কালীপূজার রাত্রে সে বাড়ীতে গিয়ে চৌকি দেবো। দেখি, কি করে' কি ঘটে!

হাসিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন—কিন্তু হুঁশিয়ার। এ বয়সে অনর্থক একটা কৌতূহলের জন্য প্রাণ নিয়ে খেলা ভালো কথা নয়। তোমাদের মা বাবা এ কথা জানেন?

প্রকাশ কহিল—না। তাঁরা জানেন, আমরা যাচ্ছি কাশ্মীরে বেড়াতে। জানলে কি তাঁরা বাড়ী ছেড়ে আসতে দিতেন?

সন্ন্যাসী কহিলেন—ভালো কাজ করোনি। তোমরা বিজ্ঞানের ছাত্র। বিজ্ঞান পড়ে ভাবো, কার্য্য-কারণ ছাড়া এ জগতে কোনো কাজ হয় না—হবার উপায় নেই। কথাটা সত্য। কিন্তু কাজের আসল কারণ আমরা জানতে পারি কি? বিজ্ঞানের কতকগুলো মোটা কথা শিখে রেখেচো—যা কিছু জগতে ঘটে, তোমরা সেই বাঁধা কারণের পর্য্যায়ে ফেলে ছাখো, তার কোন্‌টা সে ক্ষেত্রে খাটে! এই তো?

গিরিজা কহিল—আপনার কথা আমাদের বেশ লাগছে। আপনি এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু শিক্ষা দিন···

রাজেন্দ্র অবজ্ঞায় মৃদু হাসিয়া নাসা কুঞ্চিত করিল—অবশ্য সন্ন্যাসীর অলক্ষ্যে!

সন্ন্যাসী কহিলেন—তোমরা জানো, বিজ্ঞান বলে দেছে,—কলেরা রোগের উৎপত্তি হয় এক রকম বীজাণু থেকে! সে বীজাণুর অভাবে কলেরা হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কলেরা রোগে এখন যে চিকিৎসা-বিধি হয়েছে—তাতে কলেরা রোগী মাত্রই যে সেরে উঠচে—এ কথা নিশ্চয় স্বীকার করবে না। একই চিকিৎসায় একজন কলেরা-রোগী সেরে উঠচে—আর একজন প্রাণ দিচ্ছে। হয়তো বলবে, যে মরচে, তার দেহের নানা বস্তু রোগ সারার ব্যাপারে কোনো সাহায্য যথাযথ জোগাতে পারচে না। বেশ কথা। এ কথা আমি মানচি!

বিনা-চিকিৎসায় কিম্বা এ চিকিৎসা-প্রণালী গ্রহণ না করে অন্য প্রণালীর চিকিৎসায় কলেরা রোগী সেরে উঠচে, তারো কারণ ঐ এক বলে ধরছি। চিকিৎসা-প্রণালীর গুণে কলেরায় এই যে কতক রোগী মারা যায়, কতক রোগী সেরে ওঠে, কেন ?···কলেরার কথা ছেড়ে আরো বলচি,—তোমরা জানো, বহু রোগী তাদের রোগের চিকিৎসায় সব-রকমের চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বনেও সারে নি—শেষে হয়তো কারো কথায় কোনো নদীতে বা পুকুরে স্নান করবামাত্র সেরে উঠেচে—এমন কথা কখনো শুনেচো ?

প্রকাশ কহিল—শুনেচি। সে সেরে ওঠার কারণ আমার মনে হয় রোগী যে বহু প্রণালীতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন—তার ফল দেরীতে পাওয়া গেছে। তাই সারলো।

সন্ন্যাসী কহিলেন—ঐ বিশেষ পুকুরে বা নদীতে স্নান করবা মাত্র'?

প্রকাশ কহিল—এ কারণ সেই ন্যায়ের কাক-তালীয়ের মত! এক্ষেত্রে ঠিক কারণ নির্ণয় করা চলে না।

সন্ন্যাসী কহিলেন—তবু চিকিৎসা-প্রণালীর সঙ্গে এই স্নানকেও তোমরা হেতুর মধ্যে ধরবে তো ?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রকাশ কহিল—না হয় ধরলুম!

গিরিজা কহিল—ঐ নদীর বা পুকুরের জলের হয়তো কোনো বিশেষ গুণ আছে!

সন্ন্যাসী কহিলেন—ধরলুম, গুণ আছে। কিন্তু এত রকমের চিকিৎসা না করেও রোগী শুধু ঐ জলে স্নান করে সেরেচে, এমন ঘটনাও ঘটে। এবং ঘটেচে বলেই ঐ পুকুর বা নদীর বিশেষ রোগ সারানোর সম্বন্ধে একটা প্রসিদ্ধি হয়েছে।

গিরিজা কহিল—সেই প্রসিদ্ধির জন্য হতাশ রোগীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাচ্ছে।

হাসিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন—বিশ্বাস! এই বিশ্বাসই আমি চাইছিলুম। বিশ্বাসের ফল কি সর্ব্বত্র ফলে? তোমাদের দেশে রোগ সারাবার জন্য মানুষ তারকেশ্বরে হত্যা দেয়; কেউ কেউ ওষুধ বা মাদুলি পায় এবং তার ফলে সে সব রোগী সেরে ওঠে। আবার সব ক্ষেত্রেই যে মাদুলি-ওষুধ মেলে—তা নয়; কোনো কোনো ক্ষেত্রে দিনের পর দিন হত্যা দিয়ে মানুষ পড়ে থেকেও কোনো ওষুধ বা মাদুলি পায় না—অথচ সকল ক্ষেত্রেই বিশ্বাসের মাত্রা থাকে সমান! কাজেই বিশ্বাসে সব সময়ে ফল পাওয়া যায়—এ কথা জোর গলায় বলতে পারো না।

প্রকাশ কহিল—ঐটেই তো হলো জগতে সব-চেয়ে বড় mystery.

সন্ন্যাসী কহিলেন—সে যাই হোক্, আমার এ কথা বলবার উদ্দেশ্য—সব কাজেরই কারণ খুঁজে পাবে, এমন শক্তি মানুষের আজো হয়নি! কতকগুলো মোটা কারণের সন্ধান আমরা পেয়েচি মাত্র। জগতের যেখানে যখন যা ঘটেচে, সেই সব ঘটনার কারণ-সন্ধানে আমরা নির্দ্দিষ্ট কারণগুলো নাড়াচাড়া করে দেখি, কোন্‌টা কোন্ ঘটনার সঙ্গে খাপ খায়! তোমাদের বিজ্ঞানেও মতভেদ আছে বাবা, যে-বীজাণুকে তোমরা কলেরার কারণ বলচো, সেই বীজাণুকেই তোমাদের কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক বলেন, কলেরা রোগ হওয়ার জন্যই হয়তো সেগুলোর উৎপত্তি ঘটেচে।

কাল্লোদা এ কথা মনোযোগে শুনিতেছিল; সে এখন কথা কহিল, বলিল—আপনি কি বলতে চান?

সন্ন্যাসী কহিলেন—জগতে যা ত্যাখোনি, তার অস্তিত্ব অস্বীকার করো না। যে ঘটনার কারণ নির্ণয় করতে পারো না, তাকেই 'অঘটন' বলে সন্দেহ করো না। এই প্রকাণ্ড পৃথিবীতে মানুষ অতি-ছোট অণু-পরমাণু। এত বড় পৃথিবীতে রহস্য আছে, মানুষ এই দশ-বিশ হাজার বৎসরে সে-সব নির্ণয় করবে—এ আশা বাতুলের আশা! কাজেই এ সব অলৌকিক ব্যাপারে আস্থা হারিয়ো না—এ সব তুচ্ছ করো না। এই যে কজনে এসেচো কালীপূজার রাত্রে

ওখানকার অলৌকিক ঘটনার মীমাংসা করতে—তোমরা এসেচো তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে! এটা ভালো নয়। এ তাচ্ছিল্যের ফলে বহুমূল্য প্রাণ বিনষ্ট হতে পারে—সে কিছু আশ্চর্য্য কথা নয়!

প্রকাশ কহিল—আপনি সে রাত্রে থাকবেন আমাদের সঙ্গে পীরপাহাড়ের জলটুঙ্গিতে?

সন্ন্যাসী কহিলেন—এখন থেকে বাক্যদত্ত হতে পারি না। সে সময় আটকে না পড়ি, যাবো; তোমাদের সঙ্গে থাকবো। কিন্তু তোমরা সে রাত্রে সেখানে থাকবে, স্থির করেচো?

গিরিজা কহিল—আপাততঃ তাই আমাদের সঙ্কল্প।

সন্ন্যাসী চুপ করিয়া রহিলেন—কিছুক্ষণের জন্য; তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—হুঁ!···তা এখন তোমাদের অভিপ্রায় কি? এখানে থাকবে? না, পীরপাহাড়ে যাবে?

প্রকাশ কহিল—আর একটু এগিয়ে যাই—তারপর যথা-সময়ে পীরপাহাড়ে ফিরবো।

সন্ন্যাসী কহিলেন—এই পথে ফিরবে?

গিরিজা কহিল—কি জানি ঘুরতে ঘুরতে কোথায় গিয়ে হাজির হবো! কোন্‌ পথে ফিরবো জানি না এখন। তবে পীরপাহাড়ে ফিরবো কালীপূজার আগে; সে সম্বন্ধে কোনো ভুল নেই।

এগারো

মেলা

কালীপুজার পাঁচদিন পূর্ব্বে গিরিজারা পীরপাহাড়ে সদলে ফিরিয়া আসিল। ক'দিন তারা বাহিরে ছিল। এ-সুযোগে মালী তার বন্ধু আর পোষ্যবর্গ লইয়া আরামে দিন কাটাইতেছিল। বাবুদের ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তাদের মন আবার খারাপ হইয়া গেল।

আহারাদি সারিয়া তারা পরামর্শ করিতে বসিল, সেই সন্ন্যাসী-ঠাকুর আসিতে রাজী আছেন; তাঁকে কি করিয়া আনা যায়!

প্রকাশ বলিল—মাঠ ভেঙ্গে যে পথ ধরে গিয়েছিলুম—সে পথের হদিশ মিলিয়ে আমাদের পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। পথ হারানো আশ্চর্য্য নয়!

পরামর্শ হইল, ওদিকে সেখপাড়ায় যে মুসলমান-বস্তী, সেখান হইতে ঘোড়া ভাড়া করিয়া লোক লইয়া যদি যাওয়া যায়, তাহা হইলে হয়তো এ-কাজ ততখানি কঠিন হইবে না!

তখন মালীর ডাক পড়িল। সন্ন্যাসীর কথা তাকে বলিলে

সে জবাব দিল, এইখানেই মুখ গুঁজড়িয়া সে পড়িয়া আছে চিরকাল—মাঠের ওদিকে পথ আছে, কি বন আছে, তাহা জানে না। সে কি করিয়া যাইবে?

কালোদা বলিল—তোকে যেতে বলচি না। তুই এখানকার কোনো লোক জোগাড় করে দে। আমাদের সঙ্গে সে যাবে পথ দেখিয়ে!

গিরিজা ধমক দিল,—তুই বলতে চাস, এখানে যারা বাস করচে, সে পাহাড় তারা জানে না? সে সন্ন্যাসীর কোনো খপর রাখে না? তেমন লোক যদি না পাওয়া যায়, তাহলে তোকেই দৌড় করাবো। আমাদের ঘোড়ার সঙ্গে তোকে যেতে হবে সারা পথ।

মালী গুম্ হইয়া রহিল, কোনো কথা বলিল না।

প্রকাশ বলিল—চলো এখন সেখপাড়ায়। ঘোড়ার সন্ধানে যাই। ঘোড়া মিলবেই। এখানকার লোক-জন দূর পথে যাতায়াত করে—নিশ্চয় তারা হেঁটে যায় না।

গিরিজা কহিল—ফোক্‌রে ঘোড়া?

প্রকাশ কহিল—হোক্ ফোক্‌রে ঘোড়া! মাঠের আল টপ্‌কে মাঠ ভেঙ্গে যেতে ফোকরে ঘোড়ারই জান্ হবে। ওয়েলার ঘোড়া কি ক্ষেত-খামার ডিঙ্গিয়ে ও পথে চলতে পারে?

হাসিয়া কালোদা কহিল—সে কথা ঠিক।

কয়জনে পথে বাহির হইল। একটু অগ্রসর হইতে দেখে, গাছের ছায়ায় ছায়ায় লোকের ভিড় জমিয়াছে—মেয়ে-পুরুষ, ছেলেমেয়ে! দু' চারিটা খুঁটা পুঁতিয়া সেই খুঁটীর মাথায় কেহ দর্ম্মা চাপাইয়াছে, কেহ বা কাপড় দিয়া ছাউনি করিয়াছে। সেজন্য পথে বেশ জটলা।

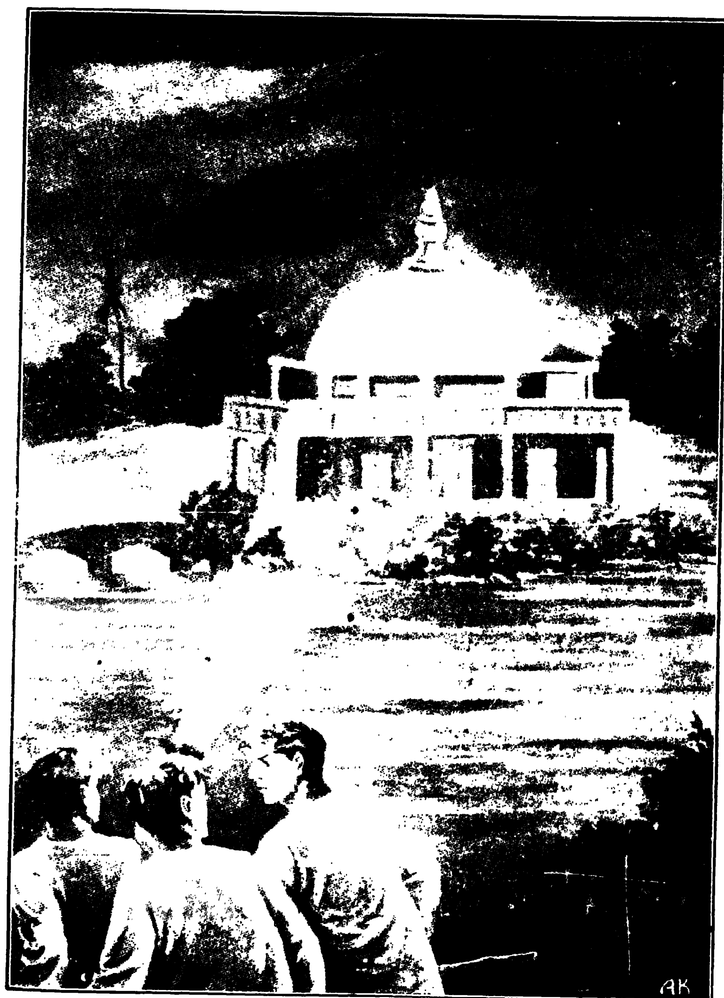
সাশ্চর্য্যে গিরিজা কহিল—ব্যাপার কি?

কালোদা কহিল—মেলা আছে বুঝি?

ভিড়ের মধ্য হইতে দু' চারজনকে বাছিয়া প্রশ্ন করিতে জানা গেল, কালীপূজার দিন এখানে প্রতি বৎসর মেলা বসে। কাছাকাছি ক'খানা গ্রাম হইতে দোকানী-পশারী আসে—নাচ-তামাসা হয়। পশারীরা আনে চাল, ডাল, কাপড়-চোপড়, মাদুর, সতরঞ্জ, খেলনা, আরো কত কি জিনিষ। এ মেলা চলিয়া আসিতেছে তাহাদের জ্ঞান হওয়া ইস্তক। এখন যারা আসিয়াছে, তারা দোকান খুলিতেছে; মালপত্র আসিয়া পৌঁছিবে দু' চারিদিনের মধ্যে। মেলা থাকে তিন দিন।

শুনিয়া প্রকাশ কহিল—মন্দ কি! ভাবছিলুম ক'টা দিন খুব dull যাবে—তা আর হবে না।

কালোদা কহিল—কিসের মেলা, জিজ্ঞাসা করা যাক্।



নিঃশব্দে কয়জনে আসিল সাঁকো পথে…টর্চ্চের আলো ফেলিয়া দেখে…

—১১১ পৃষ্ঠা

যদি আমাদের mysteryর কোনো হদিশ পাওয়া যায়! ওদের না হয় সে কথাও জিজ্ঞাসা করা যাক। ফী বছর ওরা আসে—জলটুঙ্গির ব্যাপার নিশ্চয় জানে।

আর-একজনকে ডাকিয়া সে-প্রশ্ন করা হইল। লোকটার বাস তিনপাহাড়ে। সে বলিল—এখানে এক কালে কালীর 'থান' ছিল; খুব ধূমধামে পূজা হইত। জাগ্রত কালী। কোন্ নবাবের আমোলে এই কালীপূজা করিয়া একদল ডাকাত ভয়ঙ্কর দুর্দ্ধর্ষ হইয়া ওঠে। নবাবের ফৌজ তাদের দমন করিতে আসে। ডাকাতের দল ঐ কালীর প্রসাদে সে ফৌজ সাবাড় করিয়া দেয়! সেই বৎসর হইতে মেলার পত্তন। এই ডাকাতের দল তাদের ধন-রত্ন পুঁতিয়া রাখিত যেখানে জলটুঙ্গি, ঐ জায়গায়। যে বাবুরা বাড়ী আর জলটুঙ্গি তৈয়ার করান, তাঁরা পুকুর খুঁড়িয়া ছিলেন সেই ধন-রত্ন পাইবার আশায়! কিছু পাওয়া যায় নাই। মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে আকাশ ভাঙ্গিয়া প্রচণ্ড বর্ষা নামে—সঙ্গে সঙ্গে নদীর জল বাড়িয়া মাঠ-গ্রাম সব একাকার হইয়া যায়। বহু লোক মারা পড়ে! এখনো অমাবস্যায় কালী-পূজার রাত্রে ওদিকে কেহ যায় না। মা কালীর কোপে একটা না একটা মানুষকে আজো ওখানে প্রাণ দিতে হয়।

তাকে প্রশ্ন করা হইল—তুমি কখনো দেখেচো কোনো

লোককে মারা যেতে? তোমার জানা কোনো লোক মারা গেছে?

সে বলিল—না বাবু। ওদিকে কালীপূজার দিন সন্ধ্যা হলে আমরা কেউ চলি না। তবে শুনেছি বটে, হৈ-হৈ রব উঠেছে—লোক মারা গেছে দেখে।

—তুমি সে সময় সেখানে গিয়ে সে-মরা লোককে দেখেছ?

—আজ্ঞে না। ভয়ে ওদিকে ঘেঁষিনি। আমার জানা লোক কেউ মরেনি।

লোকটি কাটারীর দোকান খুলিবার জন্য চালা বাঁধিতেছিল। গাছতলায় একরাশ কাটারি, জাঁতি, বঁটী পড়িয়া আছে।

কালোদা প্রশ্ন করিল—তোমার বুঝি কাটারির ব্যবসা?

সে কহিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের এ হলো সাত পুরুষের ব্যবসা।

গিরিজা কহিল—চলো, আগে ঘোড়ার জোগাড় করি। তারপর এদের সঙ্গে আলাপ করবো'খন।

লোকটা জাতে খোট্টা। কামার। সে কহিল—আপনারা এদিকে কোথায় এসেচেন? মেলা দেখতে?

গিরিজা কহিল—হ্যাঁ।

সে হাসিল, হাসিয়া কহিল—এ মেলায় কি বা আছে বাবু যে, আপনারা দেখে আমোদ পাবেন! নেহাৎ ছেলে খেলা। তবে আশপাশের গাঁয়ের লোক—তারা কেনাবেচা করে—পাঁচটা খদ্দের হয়। আমরাও তাই এখনো আসি মালপত্র নিয়ে। তা আপনারা এত আগে এসেচেন! এখানে আছেন কোথায়?

প্রকাশ বলিল—জলটুঙ্গিতে। ও বাড়ী আমাদের।

লোকটা যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল! তার মুখে কথা সরিল না।

গিরিজা কহিল—চলো। তারপর দোকানীর দিকে ফিরিয়া কহিল—পরে তোমার সঙ্গে আলাপ করবো। দু' চারটে কাটারি সওদা করবো। যদি দরকার লাগে···

কালোদা কহিল—আচ্ছা, তুমি জানো, ওদিকে কে সন্ন্যাসী আছেন—পাহাড়ের গুহায় থাকেন?

সে কহিল—আজ্ঞে, না। আমি বিদেশী লোক। এধার-কারের কোনো খপর জানি না।

বিদায় লইয়া সকলে সেখপাড়ার উদ্দেশে চলিল।

দুটা ঘোড়া মিলিল। সাথী হইবার জন্য একজন ঘোড়-সওয়ার মিলিল। প্রকাশ কহিল—সন্ন্যাসী যদি আসেন, হেঁটে আসবেন?

গিরিজা কহিল—একটা extra ঘোড়া নিয়ে যেতে হবে। বেশ, দুটো ঘোড়া তো পাচ্ছি—আমাদের মধ্যে একজন যাক এই লোকের সঙ্গে—আর একটা ঘোড়া যাক with no sowar on its back. সেইটেয় সওয়ার হয়ে সন্ন্যাসী ঠাকুর আসবেন।

কালোদা কহিল—যদি তিনি ঘোড়ায় চড়তে না চান?

গিরিজা কহিল—তাহলে অন্য যে-কোনো রকমে তাঁকে আনবার ব্যবস্থা করতে হবে। ডুলি পাবো না?

সেখপাড়ার সাথী রহিম বলিল—ডুলি এ মহলে পাওয়া যাবে।

—তবে ভাবনা কি!

তারপর মিটিং করিয়া স্থির হইল—সন্ন্যাসীকে আনিতে যাইবে কালো। তার ভারী সখ, ঘোড়ায় চড়িবে। জীবনে কখনো ঘোড়ায় চড়ে নাই!

শুভস্য শীঘ্রং। কাজেই বিলম্ব না করিয়া সেইখানেই ধূলা-পায়ে একটা ঘোড়ার পিঠে কালো চড়িয়া বসিল—এবং রহিম দ্বিতীয় ঘোড়ায় চড়িয়া তৃতীয় ঘোড়ার দড়ি ধরিয়া মাঠের পানে ছুট দিল।

বারো

জল্পনা

কালো ফিরিল; রাত্রি তখন দশটা বাজে। এখানে সকলের দুশ্চিন্তার সীমা নাই। মাঠে যদি কোনো বিপদ ঘটিয়া থাকে? রহিম লোকটা জোয়ান। কে জানে, যদি রাহাজানির লোভে…

কিন্তু কি লইবে? কালোর কাছে পয়সা-কড়ি এমন নাই, যাহার লোভে তার উপর অত্যাচার করিবে! আইন পুলিশের রাজ্য—প্রাণে ভয়ও তো আছে।

তবে যদি সেই সন্ন্যাসীর ওখানে কোনো বিপদ ঘটিয়া থাকে? হয়তো কাপালিক। তখন দল পুরু ছিল, তাই মনের ভয়ঙ্কর বাসনা সম্বন্ধে ছিল চুপচাপ; এখন কালোকে একা পাইয়া…

এমনি দুশ্চিন্তার মধ্যে মনকে চাঙ্গা করিবার জন্য ক'জনে মিলিয়া মেলায় খানিকটা ঘুরিয়া গৃহে ফিরিয়া তাস পাড়িল—দাবা পাড়িল। শেষে গিরিজা গান ধরিল।

দোতলার জানালা দিয়া মাঝে মাঝে আঁধার-ভরা

দিগন্তের পানে সকলে চাহিয়া দেখে, কালোর ঘোড়ার যদি কোনো হদিশ পায়!

মেলায় দোকানী-পশারীর দল কেহ জ্বালিয়াছে টিনের ডিপা, কেহ জ্বালিয়াছে দপ্দপে মশাল। সেই মশালের আলোয় মাঠের অনেকখানি নজর চলে···

যতদূর দেখা যায়—না, ঘোড়ার চিহ্ন নাই!

এমনি ওঠা-বসা, ছুটাছুটির মধ্যে কালো ফিরিল। সন্ন্যাসী আসেন নাই! ব্যাপার কি? কালো বলিল, সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, এত তাড়াতাড়ি কিসের! তাঁর জন্য ঘোড়া বা ডুলি বা লোক পাঠাইবার প্রয়োজন নাই; তিনি নিজেই আসিবেন কালী-পূজার দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে। তার আগে সেখানে দু-একটা কাজ আছে···

বখশিস্ লইয়া রহিম বিদায় হইয়া গেল।

কালো কহিল—এদিককার খপর কি?

প্রকাশ কহিল—খপর কিছু নেই। আমরা শুধু এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়েচি। যাক—তুমি ফিরেচো—খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে শুয়ে পড়া যাক্!

কালো কহিল—এ কিন্তু জুৎ হচ্ছে না। চুপচাপ পড়ে না থেকে এখানে যাকে যেখানে পাই, এ রহস্য-সম্বন্ধে তাদের

কাছ থেকে তত্ত্ব সংগ্রহ করা দরকার! ব্যাপারখানা সত্যি? না, কতকগুলো গুলিখোর লোক এমনি গল্প রটিয়ে মজা পায়? জানা উচিত। না হলে আমরা মস্ত একটা ঘটনার প্রত্যাশা করে বসে থেকে বোকা বন্‌বো—শেষে দেখবো, সব ফক্কিকার! এত উদ্যোগ করে এ্যাড্‌ভেঞ্চারে এসে শেষে ঘটবে পর্ব্বতের মূষিক-প্রসব! সারা পথ এই কথা ভাবতে ভাবতে আসচি। বিলিতী কাগজে পড়ো নি? সেখানকার লোকজন ছোটে আফ্রিকায়, সাউথ আমেরিকায় —কি অসাধ্য না সাধন করে! আর আমরা এ্যাড্‌ভেঞ্চারের সন্ধানে এসেচি! না, পিক্‌নিকে বেরিয়েচি! যদি সত্যি কোনো সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে থাকে, তার রহস্য নির্ণয় করতে হলে এমন ঢিমে চালে চললে কোনো ফল পাবো না।

খানিকটা বক্তৃতা দিয়া কালো মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিল।

প্রকাশ কহিল—তুমি কি করতে বলো কাল্যোদা?

গিরিজা বলিল—কি inspiration নিয়ে এলে?

প্রকাশ কহিল—আমরা কি মাটী খুঁড়্‌বো—খুঁড়ে অস্থি-কঙ্কাল বার করবো?

গিরিজা কহিল—না, ধান ক্ষেতে আফ্রিকার গরিলায় খোঁজ করবো? সত্যি কালোদা, সেদিন—মানে, কল্‌কাতায়

থাকতে একখানা বই পড়েছিলুম। গল্পের গোড়ার দিকটায় গা ছম্‌ছম্‌ করছিল—শেষে দেখি, ও মা, সব ভুয়ো!

প্রকাশ কহিল—কি গল্প শুনি?

গিরিজা কহিল—মানে, এক-দল ইংরেজ মেয়ে-পুরুষ মিলে গিয়েছিল আফ্রিকার জঙ্গলে ফিল্ম তুল্‌তে। তারা আস্তানা প্যাতে নীল নদীর তীরে। একদিন ছবি তোলবার পর তাঁবুতে ফিরে শুনলো, এক কাফ্রী দেবতা আছে দূরে এক গাঁয়ে। তার হাত নড়চে অষ্টপ্রহর। সে-হাতের নাগালে কেউ গেলে দেবতা তার টুঁটি টিপে ধরে! তারা এ-গল্প শুনে হেসে গড়িয়ে পড়লো! পরের দিন ছবি তোলার কাজ বন্ধ রেখে তারা ছুটলো সেই ঠাকুর দেখতে। বেলা দুটোয় গিয়ে সে-গাঁয়ে পৌঁছুলো। পৌঁছে দেবতার দোরে গিয়ে দেখে, গাছতলায় পাথরে-গড়া এক প্রকাণ্ড অতিকায়-মূর্ত্তি। মূর্ত্তির মুখ গরিলার মত! মস্ত পেট, নাকটা গেছে ভেঙ্গে; পাও তাই! একজন সাহেব ঠাকুরের কাছে এগিয়ে গেল। সকলে মানা করলে; সাহেব শুনলো না। ঠাকুরের দুটো হাত কাঁপছিল, সত্যি। সাহেব মানা না শুনে এগিয়ে গেল ঠাকুরের কাছে—অমনি সেই হাত চেপে ধরলো সাহেবের গলা। সাহেবের চীৎকার! ক্রমে সে চীৎকার থেমে জিভ্‌ বেরিয়ে পড়বার জো! তাড়াতাড়ি দলের আর এক সাহেব

—তার হাতে ছিল পিস্তল—তাগ করে পিস্তল ছুড়লো। গুলি লাগলো গিয়ে দেবতার চোখে! দেবতা আর্ত্তনাদ করে উঠলো। ব্যস্‌! সঙ্গে সঙ্গে রহস্য-আবিষ্কার হয়ে গেল। একটা বদমায়েস কাফ্রী সেই পাথরের মূর্ত্তির মধ্যে সেঁধিয়ে এ কাজ করতো। তার হতো দু'পয়সা রোজগার—কাফ্রীদের ভাগ্য গণনা করে, রোগের ঔষধ বাৎলে দিয়ে। ঐ মস্ত পেটের মধ্যে বুনো কাফ্রীর দল দিত পয়সা-কড়ি, মুক্তা, ফলমূল—কত কি! সাহেবের পিস্তলে লোকটার ফন্দী ধরা পড়লো। সাহেবরা তাকে ধরে কষে প্রহার দিলে; পিস্তলের গুলিতে তার একটা চোখ গেল জন্মের মতন! এমনি সে গল্প! তাই আজ আমি ভাবছিলুম, আমরাও শেষে দেখবো, কালীপূজার রাত্রে জলটুঙ্গির ঘরে এসে দাঁড়াবে নন্দী; না হয় ভৃঙ্গী ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে! তারপর আমাদের লাঠির ঘা খেয়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়বে। আমরা দেখবো, সে জীবটি নন্দী নয়, ভৃঙ্গী নয়—আমাদের এই মালী-রত্নের কোনো বন্ধু!

প্রকাশ কহিল—বুঝলুম। কিন্তু তার কি স্বার্থ এমন ভয় দেখিয়ে মানুষ মারবে? যদি শাহান্‌ শা বা রাজা-রাজড়াকে ভয় দেখিয়ে মেরে তাদের সম্পত্তি লুঠ করতো, তাহলে এ ভয় দেখানোর একটা হেতু থাকতো। এই বনে

কে কবে মানুষ আসবে, তার ঠিক নেই! তার উপর সারা বছরের মধ্যে কালীপূজার রাত্রিটুকুর জন্য ওৎ পেতে বসে থাকবে, এই ম্যাজিক দেখাবার উদ্দেশে! কলকাতা সহর কিম্বা বোম্বাই-এলাহাবাদ হলেও বোঝা যেতো, একটা মস্ত বড় practical joke করছে ভয় দেখিয়ে।

কালোদা কহিল—এখন আর এ-সব তর্কে কাজ কি! হাতে পাঁজি মঙ্গলবার! ছ'দিন পরে শ্যামাপূজা। এইখানেই থাকবো—এবং হঠাৎ যদি মারা না পড়ি, জলজ্যান্ত ভাবেই সে রাত্তির জেগে পাহারা দেবো। দেখবো, এ কথা যে রটেছে, তা নিছক গুলিখুরী গল্প? না, তার মধ্যে সত্য আছে? সত্য যদি থাকে, তাহলে এ সত্যের মূল সন্ধান করতে বড় বড় পণ্ডিতদের এখানে আসতে আগ্রহ হবে। কে জানে, এ থেকে বিজ্ঞান-জগতে হয়তো এক মহা সত্যের আবিষ্কার ঘটতে পারে।

গিরিজা কহিল—বৈজ্ঞানিক সত্য!

কালো কহিল—সে কথাও পথে যেতে যেতে ভাবছিলুম। জলের বুকে ঘর! কে জানে, ঐ বিশেষ রাতটিতে বৈজ্ঞানিক কারণে কোনো রকম বিচিত্র marsh gas কিম্বা অন্য কোনো রকম বিষাক্ত বাষ্পের জন্ম হয় এবং তার ফলেই হয়তো এমন mysterious deaths ঘটে আসছে।

গিরিজা কহিল—বিচিত্র নয়! কিন্তু এখানে তো লোক-জন তেমন থাকে না; ক্বচিৎ কখনো আসে। বিষাক্ত বাষ্প কিম্বা তোমার ঐ marsh gas হলে সে gasএর শক্তি বলতে হবে অদ্ভুত! শীকারকে ভিন্ন গ্রাম থেকে ঐ রাত্রে টেনে সে এখানে নিয়ে আসে; এনে তাকে মেরে ফেলে! আঃ, তা যদি সত্যি ঘটে কালোদা, তাহলে তো নোবেল সাহেবকেও আমরা টেক্কা দেবো। বস্তা বস্তা এই গ্যাস্ সংগ্রহ করে রাখবো—এ গ্যাস আমাদের রাজ-সরকারকে বেচবো। তাঁরা পাঁজি খুলে অমাবস্যার লগ্ন দেখে গভীর রাত্রে বস্তা খুলে বাতাসে এই গ্যাস ছাড়বেন—অমনি গ্যাসের দিব্য শক্তির প্রভাবে যেখানে যে ইংরেজ-সরকারের শত্রু আছে, তারা এসে মরে পড়ে থাকবে!

কালোদা কহিল— তামাসা করচো কি! এ রকম গ্যাসের অস্তিত্ব তুমি অস্বীকার করো? আমি পড়েছি একটা বইয়ে…

গিরিজা কহিল—তামাসা করি নি। এ আমার কল্পনা। এ কল্পনা সত্য হওয়া বিচিত্র বা অসম্ভব মনে করি না, কালোদা। ইংরেজী হরফে ছাপা অনেক বইয়ে গ্যাশের রকমারি শক্তির কথা আমি পড়েছি…

প্রকাশ কহিল—এ বাক্‌যুদ্ধ আপাততঃ বন্ধ রেখে

আহারের চেষ্টা করা যাক। তারপর নিদ্রা! অমাবস্যার রাত্রির জন্য সমস্ত energy সঞ্চিত রেখে আহার-নিদ্রায় আমাদের অসংযম-অনাচার বন্ধ রাখা দরকার। সকলে যখন একই উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি সে উদ্দেশ্যকে পরিহাস বা ব্যঙ্গ করে লাভ নেই। এসে যখন এতদিন রয়ে গেলুম, তখন দু'দিনের অধৈর্য্যে মনস্তাপ নিয়েই বা ফিরবো কেন!

তর্ক বন্ধ রাখিয়া আহারের ব্যবস্থা হইল এবং আহারান্তে শয়ন করিতে যাইবে, সহসা জানালার কাছে আসিয়া গিরিজা জলটুঙ্গির পানে চাহিল। চাহিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল। মৃদু স্বরে সে ডাকিল—কালোদা।

কালো তখন শুইয়া পড়িয়াছে। ঘোড়ায় চড়িয়া মাঠে লম্বা পাড়ি—পা দুটা বেশ টন্‌টন্‌ করিতেছিল! শুইয়া থাকিয়াই কালো কহিল—কি?

গিরিজা কহিল—উঠে এসে দেখে যাও।

প্রকাশ বিছানা ছাড়িয়া উঠিল, কহিল—কি?

গিরিজা কহিল—দেখে যাও!

প্রকাশ আসিল জানালার ধারে; আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না!

কালো কহিল—কি হে?

প্রকাশ কহিল—আসবে না ?

—আঃ ! বলিয়া কালো শয্যা ত্যাগ করিয়া জানালার ধারে আসিল। আসিয়া দেখে, জলটুঙ্গির ঘরে আলো জ্বলিতেছে !

সে কহিল—ও-ঘরে কে এলো ?

গিরিজা কহিল—সত্যি, দেখা উচিত।

প্রকাশ কহিল—যাবে ?

কালোদা কহিল—যাবো। চলো। মোদ্দা আলো আর লাঠি নাও। নিশ্চয় কোনো বদমায়েস ফন্দীবাজ !

তেরো

নিয়তি

বুকের মধ্যে সবলে কে যেন মুগুর মারিতেছে, দেহের রক্ত মাথার উঠিয়া ছলাৎ ছলাৎ করিয়া ঢেউ তুলিতেছে! দেহে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চ! তিন জনে লাঠি হাতে লণ্ঠন লইয়া জলটুঙ্গিতে চলিল। দেউড়ির সামনে বসিয়া মালীর দুই অনুচর কড়ি খেলিতেছে। তাদের সামনে একটা লণ্ঠন। কালো কহিল—আলো হাতে আমাদের সঙ্গে আয়। ওঠ্ এখনি।

আদেশ পাইয়া তারা উঠিল। তাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এত রাত্রে বাবুরা কোথায় চলিয়াছেন! মেলায়? ক্ষেপিলেন না কি!

দূরে মেলার দিক হইতে একটা ঢোলের বাদ্যধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। ঢোলের বাদ্য শুনিয়া তিন বন্ধুর বুকের ছম্‌ছমানি একটু কমিল।

জলটুঙ্গির হাতায় আসিয়া জলটুঙ্গির পানে চাহিয়া দেখে, ঘরে তখনো আলো জ্বলিতেছে! মালীর অনুচরদের

পানে চাহিয়া গিরিজা কহিল—ও ঘরে কে আছে, জানিস ?

তারা কহিল—না, তারা জানে না।

প্রকাশ কহিল—চুপ করে চলো। শব্দ করো না। গলার আওয়াজ শুন্‌লে ওরা যদি সতর্ক হয় !

নিঃশব্দে কয়জনে আসিল সাঁকো-পথে। এ পথ দীঘির তীর হইতে জলটুঙ্গিতে গিয়াছে। টর্চ্চের আলো ফেলিয়া গিরিজা দেখে, জলটুঙ্গির দ্বারে যে তালা লাগানো ছিল, সে তালা অন্তর্হিত—দ্বার ভিতর-দিক হইতে বন্ধ।

দ্বারের কাছে আসিয়া দ্বার ঠেলিল। দ্বার ভেজানো ছিল, ঠেলা দিতে খুলিয়া গেল। তিনজনে ভিতরে প্রবেশ করিল। গায়ে কাঁটা দিল !

দ্বারের ওদিকে ছোট একটা ঘর। তার দ্বার ছিল ভেজানো। সে দ্বার খুলিয়া ভিতরের ঘরে প্রবেশ করিতে দেখে, তিন-চারিজন বেদিয়া বেশ আরামে ঘরের মেঝেয় ঘুমাইতেছে।

লাঠি ঠুকিয়া সাড়া তুলিতে বেদিয়ারা উঠিয়া বসিল। দু'জন ছিল পুরুষ, দু'জন স্ত্রীলোক। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে—একটা ছোট ভাঙ্গা লণ্ঠন।

বেদিয়ারা উঠিয়া বসিতে প্রকাশ প্রশ্ন করিল—কার হুকুমে তোরা এ ঘরে ঢুকেচিস ?

তাদের মধ্যে বয়সে যে সবার বড়, সেই পুরুষটি কহিল—সঙ্গী রমণীর খুব জ্বর হইয়াছে। তারা এই মেলায় আসিয়াছে। প্রতি বৎসর আসে ; আসিয়া নাচ-গান করে, এবারও তেমনি আসিয়াছে। সন্ধ্যার সময় আসে ! পথে রমণীটির জ্বর হয়। মেলায় খোলা জায়গায় পড়িয়া না থাকিয়া অসুখের জন্য এখানে আসিয়া আস্তানা লইয়াছে। কাহারো হুকুম লয় নাই। তারা জানিত না, বাবুরা এখানে আছেন। এ ঘরে মেলার সময় অনেক রাহী লোক আসিয়া ওঠে, দেখিয়াছে। তাই কোনো দ্বিধা না করিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে তারা আসিয়া এখানে আশ্রয় লইয়াছে।

গিরিজার পানে চাহিয়া কালো কহিল—নিয়তি ! হয়তো এ বছর এই স্ত্রীলোকটিই এ ঘরে প্রাণ দিতে এসেচে ; নাহলে ছ্যাখো না···

কথা শেষ হইল না। এ-কথায় তিন বন্ধুরই মাথায় রক্ত ছলাৎ করিয়া উঠিল !

কিন্তু রোগী—বিশেষ স্ত্রীলোক ; তায় বিদেশী। ইহারা আইন-কানুন জানে না, অনুমতি প্রভৃতির আদব-কায়দা জানে না ! কাজেই এই রাত্রে বকাবকি করিয়া পথে তাড়াইয়া দেওয়া চলে না। গিরিজা বলিল—আমাদের হুকুম নিয়ে এ ঘরে আসা উচিত ছিল। তা, দোরের তালা ভাঙ্গলি কেন ?

বেদিয়া পুরুষটি কহিল, তালা সে ভাঙ্গে নাই। তারা আসিয়া দেখে, ঘরে তালা ছিল না। তারা আসিয়াছে অনেক রাত্রে। গাছতলায় রোগী লইয়া পড়িয়াছিল; শীতে রোগী সেখানে কাঁপিতেছিল। পাঁচজনে তাড়া দিল, বলিল, সেখানে থাকা চলিবে না। তাই দায়ে পড়িয়া শেষে এই ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছে আশ্রয়ের জন্য!

গিরিজা কহিল—রাতটার মত থাকো কিন্তু কাল সকালে যেতে হবে। এ-ঘরে আমাদের কাজ আছে। তোমরা দখল করে থাকলে চলবে না।

তারা জানাইল, তাহাই হইবে। সকালে উঠিয়া যেমন করিয়া পারে, মাঠের বুকে কোথাও পাতার আস্তানা রচিয়া লইবে!

এ কথার উপর কথা নাই! নিরাশ চিত্তে তিনজনে তখন গৃহের দিকে ফিরিল। ভয় হইলেও ভাবিয়াছিল, জলটুঙ্গিতে গিয়া বিচিত্র কিছু দেখিবে—তাহা হইল না!

হাসিয়া কালোদা কহিল—বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া! এ-সব এ্যাডভেঞ্চারের নেশায় এমনি অস্বস্তিই হয়!

প্রকাশ কহিল—কিন্তু মন্দ লাগচে না। দু'তিন দিন আগে এই নতুন পর্ব্ব! কে জানে, হয়তো মস্ত একটা কিছু ঘটবে, তারি সূচনা জাগলো!

কালোদা কহিল,—নিয়তি বলে একটা কথা আছে, মানো ? এই নিয়তির টান না কি ভয়ঙ্কর টান! ঘরে চলো। আমি একটা সত্য ঘটনা জানি, বলবো।

ঘরে আসিয়া প্রকাশ কহিল—নিয়তির কাহিনী বলুন, কালোদা।

গিরিজা কহিল—কিন্তু ভারী ঘুম পেয়েচে। তোমার গল্প কাল বলো কালোদা।

প্রকাশ কহিল—ক্ষেপেচো! গল্পের লোভ মনে এমন জাগ্রত থাকলে ঘুম আসবে না। তুমি চোখ বুজে শোনো।

কালোদাকে তখন গল্প বলিতে হইল। কালো বলিল, —সকলে হয়তো এ-গল্প বিশ্বাস করবে না! চোখে যেটুকু দেখা যায় কিম্বা অনুভূতির দ্বারা যেটুকু জানা যায়, সেটুকু মাত্র যারা বিশ্বাস করে আর ভাবে, তার বাহিরে যা কিছু ঘটে, সে সব মিথ্যা, আজগুবি,—সে সব লোককে এ কাহিনী বিশ্বাস করানো যাবে না—বিশ্বাস আমি করাতে চাই না! জগতে নিত্য যা আমরা প্রত্যক্ষ করচি, তার বাহিরে কত বড় দুনিয়া, কত বিচিত্র ঘটনা ঘটা সম্ভব—তার অর্থ বুঝবেন তাঁরা, যাঁরা সত্যকার জ্ঞানী! নাহলে সেক্‌স্‌পীয়রের মত অত বড় জ্ঞানী এ-কথা লিখতেন না—There are more

things in Heaven and Earth than are dreamt of in your philosophy.

প্রকাশ কহিল—ভূমিকা রেখে তুমি আসল কথা বলো। এ গল্প রাজেন অবিশ্বাস করতে পারে—এবং ওরা করে থাকে। ওকে যদি বলো, ভবানীপুরের আদি-গঙ্গা চিরদিনই টলিশ্-নালা নয়, একদিন ওই ছোট নালা ছিল বিশাল গঙ্গা;—এবং সে গঙ্গার বুক বয়ে অজস্র জলধারা বয়ে গেছে, সে কথাও বিশ্বাস করবে না। না কর্লেও ওর সঙ্গে তর্ক তুলবো না!···তুমি বলো তোমার গল্প।

রাজেন্দ্র কহিল—কাণে শোনায় হানি কি! অনেক আষাঢ়ে গল্প তো ছেলেবেলা থেকে শুনে আসচি।

কালোদা তখন ভূমিকা রাখিয়া সংক্ষেপে তার গল্প বলিল, এক বাড়ীর ছিল দুর্নাম। সে বাড়ীতে রাত্রি-বাস করলে দিনের আলো দেখা আর ভাগ্যে ঘটতো না—অপঘাতে প্রাণ দিতে হতো। আমরা ক'জন একবার সে কথায় সন্দেহ করে মনে দুঃসাহস জাগিয়ে সেই বাড়ীতে গেলুম রাত্রি বাস করতে! এর আগে আর একটু কথা আছে। এই দলেরই এক জনের সম্বন্ধে একজন জ্যোতিষী গুণে বলেছিলেন, অপঘাতে তার মৃত্যু হবে। এ লোকটির নাম ধরো—বিন্দুসার। বিন্দুসারের আত্মীয়-স্বজন সে জন্য ক'মাস তাকে খুব সাবধানে

রেখেছিল। তারপর মানুষের স্বভাব যেমন ঢিলে হয় তেমনি—বিন্দুসার-সম্বন্ধে নিষেধগুলো ঢিলে হয়ে এলো। তা এলেও বিন্দুসার সতর্ক থাকতো—এবং সতর্ক থেকে জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ-বাণী প্রচার হবার পর দু'বছর নির্ব্বিবাদে বেঁচে রইলো!

হানা বাড়ীতে এসে বিন্দুসারের গা কেমন ছম্‌ছম্‌ করতে লাগলো! কিন্তু এত লোকজন রয়েচে—অপঘাতের কোনো ফ্যাশাদে সে যাবে না,—ভেবে মনকে বুঝিয়ে চাঙ্গা করে তুললো। রাত্রে আহারাদির পর গল্প; তারপর নিদ্রা! রাত্রি প্রায় একটার পর বাহিরে নানা রকমের দুড়দাড় শব্দে সকলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘরে ছিল আলো। সেই আলো ধরে যতদূর সম্ভব দেখা-শুনা করলুম—কোথাও কেউ নেই। শব্দ থেমে গেছে। আবার সকলে শয্যা গ্রহণ করলুম। ঘুম আর আসে না!

হঠাৎ বিন্দুসার বললে, পেটটা ভারী কামড়াচ্ছে।

সে গেল বাইরে। বাথরুম ছিল দোতলার ছাদের কোণে। বিন্দুসার আলো নিয়ে বাথরুমে গেল। আমরা ঘরে। আট-দশ মিনিট পরে বাইরে হুড়মুড় শব্দ—সেই সঙ্গে বিন্দুসারের চীৎকার! সকলে ছুটে এগিয়ে দেখি—বিন্দুসার সিঁড়ির পাশে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে!

দারুণ বিশৃঙ্খলা—সেই সঙ্গে দুশ্চিন্তার সীমা রইলো না। বিদেশ হলেও লোকজন ডাকিয়ে বিন্দুসারের সেবার ব্যবস্থা হলো। ভোরের দিকে বিন্দুসারের চেতনা হলো। সে বললে—বাথরুম থেকে বাইরে আসতে তার মনে হলো, তেতলার ছাদের দিকে যে সিঁড়ি উঠে গেছে, কে যেন সরে সেই সিঁড়িতে উঠলো! বিন্দুসার ভাবলে, আমাদের মধ্যে কেউ ভয় দেখাচ্ছে। সেও ছুটলো সিঁড়ির দিকে। খানিকটা ওঠবার পর সিঁড়ির বাঁকের মুখে দেখে, মস্ত একটা বেড়াল। বেড়ালটা কেমন রুখে বসেছিল। বিন্দুসারকে দেখে সে খ্যাঁক্ করে' লাফিয়ে পালাবার উদ্যোগ করলে —পালাতে গিয়ে বিন্দুসারের পায়ের উপর পড়ে। এইতেই বিন্দুর পা গেল পিছলে এবং সে গড়াতে গড়াতে পড়ে যায়!

ব্যাপারটা ভৌতিক নয়। পরের দিন সকালে তেতলার সিঁড়িতে দু-তিনটি বিড়াল-শাবক সকলে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু বিড়ালের গল্প আমি বলচি না—বিন্দুসারের কথা বলছি। বিন্দুসারের মাথায় চোট্ লেগেছিল। সে চোট ক্রমে অসামান্য হয়ে ওঠে এবং তাকে বাড়ী আনা হয়। সেই জখমী চোটেই শেষে বিন্দুসারকে ইহ-জগৎ থেকে বিদায় নিতে হলো।

রাজেন্দ্র কহিল—এ গল্পের moral আপনি কি বলতে চান? ভূতের নিগ্রহ? না, জ্যোতিষের লেখা?

কালোদা কহিল—আমি উপদেশ দিচ্ছি না। ঘটনা accident মাত্র; কিন্তু এ accidentএর সঙ্গে জ্যোতিষীর সে ভবিষ্যৎ-বাণীটুকুকে অগ্রাহ্য করতে পারি না। আমাদের দেশে কথা আছে, নিয়তির ডাক! এ কথার সৃষ্টি কি দু'একজনের মনের খেয়ালে হয়েছে?

রাজেন্দ্র কহিল,—And that জ্যোতিষ! Most imperfect science—কতকগুলো অনুমানের উপর নির্ভর করে' সত্য আবিষ্কার করতে চায়! Ridiculous!

প্রকাশ কহিল—এই ridiculous বিজ্ঞানের আদর শুধু বাঙলা দেশের কুঁড়ে-ঘরে নয়—দুনিয়ার সকল সভ্য দেশে বিরাজ করচে। এর মধ্যে humbuggism কি নেই? আছে। কিসে নেই? তা বলে সেগুলোর দোহাই দিয়ে এ বিজ্ঞান উড়িয়ে দেবার প্রয়াসকে আমি বলি, নির্বুদ্ধিতা!

রাজেন্দ্র কহিল—তোমরা তাহলে কোনো জ্যোতিষীর শরণ নিলে না কেন—জলটুঙ্গির এ ব্যাপারের রহস্য নির্ণয় করতে?

প্রকাশ কহিল—তোমার অবিশ্বাস তাহলে ঘুচতো না। এই জন্যই সে পথে না গিয়ে সটান্‌ এখানে এসেছি

তোমাকে নিয়ে—স্বচক্ষে তুমি সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করবে বলে!

রাজেন্দ্র কহিল—আর তো দু-তিন দিন বাকী! দেখা যাক্, জলটুঙ্গিতে কোনো বিড়ালের সন্ধানে গিয়ে অমনি কেউ চোট্ খাই! কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রেখো, এ বাড়ীতে আজ পর্য্যন্ত একটিও বিড়াল আমরা এ যাবৎ প্রত্যক্ষ করিনি।

প্রকাশ কহিল—বিড়াল দেখবো, কি, বাঘ দেখবো,—তা ফলেন পরিচীয়তে!

কালোদা কহিল—এখন মোদ্দা বাগ্‌যুদ্ধ বন্ধ রেখে ঘুমোবার চেষ্টা করলে ভালো হয়। এই বিশ্রাম-নিদ্রায় শক্তি সঞ্চিত থাকবে উৎসবের রাত্রির জন্য।

রাজেন্দ্র কহিল—এ কথা শিরোধার্য্য করচি—হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ!

কালোদা শুইয়া পড়িল। গিরিজার ওদিকে বেশ নাক ডাকিতেছে। প্রকাশ কহিল—সুখী গিরিজা। ঘুমটাকে কি রকম বশীভূত করেছে! ডাকবামাত্র দাস্যে পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়।

চোদ্দ

ষ্টেশনে

কালীপূজার আগের দিন বৈকালে নানা রকমের লোক-জনে মেলা একেবারে সরগরম হইয়া উঠিল। তামাসা, নাচ, গান, বাজনা, কলরবের অন্ত নাই!

মেলার দিক হইতে এক চক্র ঘুরিয়া আসিয়া প্রকাশ কহিল—আমার কি মনে হচ্ছে গিরিজা, জানো?

গিরিজা কহিল—কি?

প্রকাশ কহিল—আমরা যেন জীবন-মরণের সন্ধি-ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েচি! ওদিকে জীবন জয়ধ্বনি করচে, এদিকে এই জলটুঙ্গিকে ঘিরে যেন মরণের কালো মেঘ নেমে আসচে!

হাসিয়া কালোদা কহিল—মেঘ শুধু জলটুঙ্গি ঘিরে নেমে আসচে না! আকাশের পানে চেয়ে ছাখো, ও-মেঘ মেলার মস্তকটিকেও ছেড়ে ছায় নি!

সকলে আকাশের পানে চাহিয়া দেখে, আকাশের বুকে ছাড়া-ছাড়া মেঘ জমিতেছে! গিরিজা কহিল—এ যে সত্যই

দুর্য্যোগের লক্ষণ দেখচি!··· কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুর তো আজো এলেন না!

রাজেন্দ্র কহিল—এখানকার কাহিনী শুনে ভোড়কে গেছে—বুঝেচে, বুজরুকিতে ভোলবার পাত্র আমরা নই।

গিরিজা কহিল—বুজরুকির কি দেখেচো তাঁর মধ্যে? কথাবার্ত্তা যা কয়েচেন, কাণে তা ভালোই লেগেচে। ঐ কথাগুলো মাঠের ধারে ধূলো-বালির উপর বসে বলেচেন, আর বেশভূষা দীন বলে তুমি তুচ্ছ করচো! কলকাতার সাজানো ড্রয়িং রুমে কোনো সৌখীন ব্যক্তি ও-কথা বললে ঐ কথার জন্যই তাঁকে হয়তো শিরোধার্য্য করতে!

রাজেন্দ্র কহিল—ভক্তের মনে আঘাত লাগলো! কথা-গুলো analyse করে দেখেচো? যত cheap কথা! যে কোনো বাজে বই খোলো, এমনি তত্ত্ব-কথা পাবে তাতে বস্তা বস্তা।

প্রকাশ কহিল—তর্কের প্রয়োজন কি ভাই! কথার সমান-দাম কি সব জায়গায় থাকে? দেশ-কাল-পাত্র বুঝে কথার দাম—It is a known fact.···যাক, মেলার সেই বেদেদের দেখলুম,—তাদের রুগী সেরেছে, খুব নাচছে আজ!

হাসিয়া গিরিজা কহিল—বছরে একটা এই রোজগারের

দিন। রোগে পড়ে থাকলে চলবে কেন? হয়তো অসুখ-শরীরেই নাচছে। এম্পায়ারের ষ্টেজ হলে এ-নাচের নাম হতো—Dance of Death!

এমনি বাজে কথায়-গল্পে দু'দিন কাটিল। কাল কি হইবে, তাহারি প্রত্যাশায় সকলের মন অধীর চঞ্চল। আতঙ্ক নাই, এমন নয়।

মালী আসিয়া সংবাদ দিল, পাচক বামুন দুদিনের ছুটী চাহিতেছে; বাড়ীতে অসুখ আছে। কালোদা কহিল—ছুটী পাবে না। চালাকি! বটে! দুদিন চাকরি, তার মধ্যে চাই দেড় দিনের ছুটী!

বকাবকিতে জানা গেল, বাড়ীতে অসুখ নয়, কাল কালী-পূজার রাত্রে এখানে মানুষ মরে—সেই ভয়ে সে এখানে থাকিবে না। এজন্য এক পয়সা মাহিনা যদি বাবুরা না দেন, তাহাতেও তার আপত্তি নাই।

গিরিজা মৃদু স্বরে কহিল—Panic! তাহলে এ ব্যাপারটা খুব তুচ্ছ করবার মত নয়। দাও বেচারাকে ছুটী, কালোদা। সত্যি, ওর তো তথ্যাবিষ্কারে সাধ নেই। আমাদের মত্ততা হয়েচে বলে তুমি expect করতে পারো না, সকলেই interested হবে এ রহস্য-আবিষ্কারে! বেচারা যদি ভয় পেয়ে থাকে—এবং তা সহজ ভয় নয়, মৃত্যু-ভয়!

চাকরি-বাকরি মানুষ করে জীবন রক্ষার জন্য ; মরবার জন্য নয়।

মালির দিকে চাহিয়া কালোদা কহিল—ছুটী নিতে চায়, কাল সকালে আমাদের খাইয়ে-দাইয়ে ছুটী পাবে। তার আগে নয়। তার আগে যদি পালায় তো তোমাকে এর সাজা নিতে হবে, মনে রেখো।

রাজেন্দ্র কহিল—আজ একবার লোকালয়ে যেতে চাই।

প্রকাশ কহিল—অর্থাৎ ?

—চলো, ষ্টেশনে। খানিক ঘুরে আসি। এখানকার এই dull monotony ভাব কাটবে'খন।

রহিম সেখের কাছ হইতে কয়টা ঘোড়া ভাড়া করিয়া কয়জনে ষ্টেশনে চলিল। মালীকে বলিয়া গেল, যদি সন্ন্যাসী ঠাকুর আসেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করিয়া যেন বসায়। তিনি যেন চলিয়া না যান।

মালী কহিল—অবধঁড়।

অধীরবাবু ক'জনকে আতিথ্যে তৃপ্ত করিলেন। দুপুর বেলায় রৌদ্র চন্‌চন্‌ করিতেছে। আকাশে যে কালো মেঘের টুক্‌রা ভাসিতেছিল, সেগুলা জোট পাকাইতে না পারিয়া ভাসিয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

অধীরবাবু চায়ের পেয়ালা আনাইলেন। মেয়েরা গরম

লুচি ভাজিয়া পাঠাইলেন, সেই সঙ্গে আলু ভাজা, শাক ভাজা, বেগুন ভাজা, মাছের তরকারী, মিষ্টান্ন।

কালোদা কহিল—নরলোকে এ সব খাবার আছে, সত্যি, তো ভুলে গিয়েছিলুম! খাশা সন্দেশ! বাড়ীর তৈরী, নিশ্চয়। নাহলে এ তল্লাটে এ জিনিষ কোথায় মিলবে?

অধীরবাবু জানাইলেন, না, এ মিষ্টান্ন আসিয়াছে কলিকাতা হইতে। তাঁর মেয়ে আসিয়াছে কাল শ্বশুরবাড়ী হইতে; মেয়ের সঙ্গে মিষ্টান্ন আসিয়াছে।

গিরিজা কহিল—স্রেফ চাল ফুটিয়ে খাচ্ছি, সেই সঙ্গে জলে সিদ্ধ ডাল—তাতে বাটনার ছোঁয়া নেই। আনাজ তরকারীগুলো পর্য্যন্ত রাঁধতে জানে না। এমন অপদার্থ কি করে বানায়, ভেবে তাক্ লেগে যায়!

অধীরবাবু কহিলেন—এ সব লোক রান্নার কি জানে!

প্রকাশ কহিল—নিজেরা বায়ুভুক্ নয়—খেয়েই প্রাণ ধারণ করচে তো।

অধীরবাবু কহিলেন—এক রাশ ছাতু চট্‌কে তার সঙ্গে লঙ্কা মেখে খায়। খেতেও যদি জানতো, তাহলে দুর্দ্দশা কতক ঘুচতো।

আহারাদির পর সন্ধ্যার পূর্ব্বে কয়জনে ফিরিল। অধীর-বাবু বলিলেন—কাল যদি কারো হাতে চার্জ্জ দিতে পারি,

সন্ধ্যার সময় আমিও তোমাদের ওখানে যাবো। তোমরা ক'জন ছেলেমানুষ ওখানে কাল থাকবে, মন আমার কেমন সুস্থির হচ্ছে না।

গিরিজা কহিল—আপনি গেলে সে তো খুব ভালো কথা! কিন্তু খেয়ে-দেয়ে যাবেন। আমরা খেতে দিতে পারবো না। ঠাকুর কাল আবার ছুটী নিয়ে যাচ্ছে। কাল নিজেদের রান্না করতে হবে।

—বটে! হাসিয়া অধীরবাবু কহিলেন,—এ কথা তো বলোনি। ঠাকুর ছুটী নিচ্ছে, নিক্। যদি কাকেও পাঠাও, ভালো হয়, বাবা। আমার এখানে সরকারী লোক—তার মধ্যে একজনের হয়েছে অসুখ। লোকাভাব। লোক থাকলে আমি খাবার পাঠাতে পারতুম। তোমরা বেলা তিনটে-চারটে নাগাদ যদি কাকেও পাঠাতে পারো তো তার হাতে আমি খাবার পাঠাই। আর যদি তাতে অসুবিধা হয়, বেশ, আমি যখন যাবো, খাবার নিয়ে যাবো।

গিরিজা কহিল—আপনি নিজে আর কেন সে কষ্ট করবেন!

কালোদা কহিল—সেই এক্কাওয়ালা নেই? তাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। সত্যি, খাবার যা কষ্ট চলেছে—আপনার এ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করলে পাপ হবে। তাই বলচি, আপনি

সেই এক্কাওয়ালাকে দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দেবেন—সে বেচারীরও দু'পয়সা রোজগার হবে! আহা, বড় গরীব। সওয়ারি পায় না—তবু গাড়ী জুতে ষ্টেশনে পড়ে থাকে তীর্থের কাকের ম

অধীরবাবু কহিলেন—না, দেহাতে ভাড়া নিয়ে যা । তবে পায় অতি সামান্য! ঘোড়া মাঠে চরে—তাই; নাহলে গাড়ী কি রাখতে পারতো! তা বেশ, আমি সেই এক্কাওয়ালাকে দিয়ে কাল খাবার পাঠাবো। বেলা চারটে-পাঁচটা নাগাদ তোমরা পাবে।

গৃহে ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। সূর্য্য ওদিকে তখন পাটে বসিয়াছে; আকাশে রক্ত-আভা এখনো মিলাইয়া যায় নাই।

আসিবামাত্র মালী খবর দিল, সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়াছেন। তাঁকে বিশ্রাম করিতে বলিয়াছিল; তিনি উত্তর দেন, ঘুরিয়া একটু রাত্রে ফিরিবেন।

কালো কহিল—আমরা তাহলে মেলায় যাই, চলো—কত রকমের লোক জমেছে!

মেলায় খুব ভিড়। রকমারি দোকান-পাট বসিয়াছে।

দেহাত হইতে লোক একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বাজনা, নাচ, গান—সমারোহের অন্ত নাই।

প্রকাশ কহিল—এ সব লোক এই মেলার জোরেই বেঁচে আছে। এত দারিদ্র্য, অভাব—এই মেলার আনন্দেই প্রাণ পায়। দেখেচো, কি ভিড় জমেছে। ঘর-বাড়ীর মায়া ছেড়ে সকলে এসে জুটেচে। একজন দোকানীকে সে প্রশ্ন করিল—লোকজন যা দেখচি, এরা কতদূর থেকে আসচে?

দোকানী কহিল—তা ওদিকে সাহেবগঞ্জ—এদিকে সুলতানগঞ্জ থেকে। কতক লোক ট্রেণে এসেচে—বাকী হেঁটে।

রাজেন্দ্র কহিল,—সখ বটে! স্রেফ পাগলামি!

বাধা দিয়া গিরিজা কহিল,—এই সখেই মানুষের প্রাণ। সখেই মানুষে-পশুতে প্রভেদ। আমরা এসেচি এই বনদেশে এ্যাড়ভেঞ্চারের সখে। এরা এসেচে মেলা দেখবার সখে! আমাদের সখ বলে এ সখ হলো—সখ! আর এদের সখের বেলায় নাক সিঁটকে আমরা বলবো, পাগলামি! বিচার মন্দ নয়।

মেলার প্রাঙ্গণ ঘুরিয়া গৃহে ফিরিল। তখন একটু রাত্রি হইয়াছে। আসিয়া শুনিল, সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়াছেন। মালী তাঁকে সমাদরে দোতলায় লইয়া গিয়া বসাইয়াছে।

শুনিয়া সকলে দোতলায় উঠিল।

পনেরো

দুর্য্যোগ

সন্ন্যাসী কহিলেন,—আমার জন্য ব্যস্ত হয়ো না। আহারের প্রয়োজন নেই। শেষ রাত্রে আমি জপে বসবো। কাল অমাবস্যা। মায়ের পূজা আছে।

কালোদার মনে পড়িল, সন্ন্যাসীর সেই গুহায় মায়ের মূর্ত্তি! সন্ন্যাসী এখানে আসিয়াছেন—সে পূজা কে করিবে? সে প্রশ্ন করিল,—আপনাকে এখানে নিয়ে এলুম। কিন্তু সেখানে মায়ের মূর্ত্তি আছে—তাঁর পূজার কি হবে?

সন্ন্যাসী হাসিলেন; হাসিয়া কহিলেন,—মা কি নানা জায়গায় নানাভাবে পূজা নিয়ে বেড়ান? তিনি তো পেশাদার গুরুজী নন্, বাবা! তিনি আছেন সর্ব্বত্র, সর্ব্ব ভূতে। এখানে বসেই তাঁর পূজা হবে।

কালোদা চুপ করিল। ঘাঁটাইয়া কাজ নাই। এখনি এত তত্ত্ব-কথা জড়ো করিবে যে তাক লাগিয়া যাইবে!

সন্ন্যাসী কহিলেন,—একটা কথা বলি। তোমরা ভাবো, এই ইট-কাঠ, মাটী—এগুলো নির্জীব? এদের শীত-গ্রীষ্ম

বোধ নেই? কিন্তু তা ঠিক নয়। এদেরো প্রাণ আছে, অনুভূতি আছে। ইটের বাড়ী জীর্ণ হয়; শীতের সময় কাঠ ছোট হয়, গ্রীষ্মের তাপে বাড়ে। এখন তোমাদের বিজ্ঞানও এ সবে চেতনার পরিচয় পেয়েছে। আমাদের কথা তোমরা না মানতে পারো, কিন্তু বিজ্ঞানের কথা তো মানবে।

রাজেন্দ্র কহিল,—নিশ্চয় মানবো। মানতে বাধ্য। চোখে যা দেখচি, অর্থাৎ নানাভাবে যা আমাদের প্রত্যক্ষ হচ্ছে···

বাধা দিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন—চোখে দেখা, কাণে শোনা, মুখে স্বাদ নেওয়া—এগুলো বুঝলুম। কিন্তু এগুলো ছাড়া যে-সব ব্যাপার অনুভব করো—চোখে না দেখে, কাণে না শুনে—আমি সেই অনুভূতির কথা বলচি। যা কিছু চেতন, তারই এই অনুভূতি আছে। তবে তার মাত্রায় আর প্রকাশে স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে। কোনো ঘরে অপঘাতে কারো মৃত্যু হলে আমরা বলি, ও-ঘরে তার প্রেতাত্মা আছে। এ-কথার মোটা অর্থ, অপঘাত মৃত্যুর জন্য লোকটা এক বিচিত্র মূর্ত্তি ধরে সে-ঘরে বাস করচে! আর সূক্ষ্ম অর্থ, তার ক্ষুব্ধ বাসনা ঘরের ইট-কাঠকে আচ্ছন্ন করে রেখেচে। সে ঘরে রাত্রে একলা থাকতে আমাদের ভয় করে। তেমনি পাপ বা পুণ্য—এ-সবেরও ছোঁয়াচ্‌

আছে। তোমাদের বিজ্ঞান যেমন বলে, কোনো বস্তু তড়িতাহত হলে তার স্পর্শে অন্য জিনিষও তড়িতাহত হতে পারে—এগুলো material বস্তু বলে জানতে পারচো—আমি যদি বলি, পাপ-বিষের বাষ্প যার দেহে-মনে লাগবে, তাকেও কতকটা বিচলিত করবে, তাহলে সে কথা অবিশ্বাস করবার কোনো হেতু আছে ?

কথাটা বলিয়া তিনি সকলের পানে চাহিলেন।

গিরিজা কহিল,—কথাটা ভালো বুঝলুম না।

সন্ন্যাসী কহিলেন,—বুঝলে না! যে-মানুষ পশু বলি দেয়, তার মন হয় কঠিন, নিষ্ঠুর। যে লোক দয়া-দাক্ষিণ্য করে, তার মন হয় কোমল। তেমনি যে-ঘরে বিলাস-আমোদের স্রোত বয়, সে ঘরের ইট-কাঠ পর্য্যন্ত বিলাস-লালসায় জর্জ্জরিত থাকে ; গারদখানা দুঃখের নিশ্বাসে ভরে থাকে ; মন্দিরে পুণ্যভাব জেগে থাকে। তেমনি এখানকার যে-জায়গায়, বহুকাল আগে ডাকাতরা লুঠের কড়ি পুঁতে রেখেছে, সেখানকার মাটী অভিশপ্ত হয়ে আছে! মাটীর দোষ-গুণ, জল-বাতাসের দোষ-গুণ বলে যে-কথা আমাদের মধ্যে চলিত আছে, সে কথা অর্থ-হীন নয়। বাহিরের পাঁচ কাজ নিয়ে আমরা খুব বেশী মগ্ন থাকি বলে' প্রকৃতির এ নীরব হাব-ভাব আমরা জানতে পারি না।

কিন্তু এ সব বড় কথা থাক, তোমাদের এখনকার বিজ্ঞানের দিক দিয়েই বলি,—তাহলে বোধ হয় বুঝতে পারবে। তোমাদের বিজ্ঞান বলে, যে-ঘরে যক্ষ্মারোগী বা ডিপথিরিয়া-রোগী বাস করে, সে ঘরে ও-রোগের জড় জন্মের মত রয়ে যায়। সে ঘরে বাস করা খুব নিরাপদ নয়। পশ্চিমে হাওয়া বদলাবার জন্য যখন বাড়ীর সন্ধান করো, তখন খপর নাও না, সে বাড়ীতে কোনো যক্ষ্মারোগী কখনো বাস করেচে কি না? থাকলে সুস্থ লোকের সে রোগ হতে পারে—তাই এত সন্ধান নাও, সতর্ক হও। সে-সব ঘরে বাস করবার পূর্ব্বে তার রীতিমত সংস্কার প্রয়োজন। যক্ষ্মা, ডিপথিরিয়া—এগুলো হলো দেহের রোগ। হিংসা, লোভ—এগুলো মনের রোগ। এদের বীজ আকাশে-বাতাসে কেন থাকবে না, বলতে পারো? আমি বলচি, যে-গৃহে শত অত্যাচার হয়ে গেছে, মানুষ যে-মাটীতে বসে দয়া-মায়া বিসর্জ্জন দিয়ে শুধু নিষ্ঠুর পীড়ন করে গেছে, সেখানকার বাতাস লোভ-হিংসার বিষ থেকে মুক্ত থাকতে পারে না—তাদের প্রভাব সে মাটীতে, সে বাতাসে ভরপূর থাকে। এখানে যে ব্যাপার ঘটছে, এর মূলে সেই মনের বিষ-বাষ্পের ক্রিয়া আছে কি না, কে বলতে পারে! চোখে আমরা কারণটুকু দেখতে পাচ্ছি না—ফলটুকু শুধু প্রত্যক্ষ

করচি। কারণ-বিনা কোনো কাজ হয় না। এখানে এই কাজ দেখে তার কারণ সম্বন্ধে যদি কোনো দিন সন্ধান পাই, তাহলে হয়তো দেখবো, সেই মনের বিষ এখানে সতেজে ক্রিয়া করচে। তোমাদের বৈজ্ঞানিক ইংরেজ-জাত—তাদের ভাষাতেও cursed house, accursed inn, cursed money—এমনি সব কথা আছে। এ কথাগুলোর মূল সম্বন্ধে তত্ত্ব নেবার চেষ্টা কখনো করেচো? করলে অনেক কথা বুঝবে।

রাজেন্দ্র কহিল—আপনি অনুমানের উপর নির্ভর করতে বলচেন।

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন—অনুমানের উপর নির্ভর করেই বড় বড় সত্যের আবিষ্কার হয়েছে।

গিরিজা কহিল—আজ রাত্রের সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা আপনি করতে বলেন?

সন্ন্যাসী কহিলেন—বিশেষ ব্যবস্থা আর কি করবে—বিশেষ তোমরা? চোখে যা দেখা যায় না—তোমরা তা চোখে দেখতে চাও! বেশ, রাত্রে না ঘুমিয়ে জেগে থাকবার চেষ্টা করো। ক'জনে আজ দল-ছাড়া হয়ো না।

গিরিজা কহিল—রাত্রে আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন?

সন্ন্যাসী কহিল—এক ঘরে না থাকতে পারি; তবে

এইখানেই থাকবো। সারা রাত্রি আমি জপ করবো। আজ অমাবস্যা……

সন্ধ্যার পূর্ব্বে কোথা হইতে আকাশে নিবিড় কালো মেঘ জমিতে লাগিল। নীচে পৃথিবীর বুকে কেমন অবসাদ। মেলায় লোকজনের মনে বিষাদের ছায়া! আজিকার রাত্রেই তাদের যা-কিছু বেচা-কেনার কাজ! তার উপর জলটুঙ্গিতে আজ কি ব্যাপার ঘটিবে, তাহা ভাবিয়া অনেকের আতঙ্কের সীমা নাই।

সন্ন্যাসী পূজায় বসিয়াছেন। সেদিকে কোনো কলরব না জাগে, কয় বন্ধুতে হুঁশিয়ার রহিল। সন্ধ্যার পর মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুতের ফলা ভীষণ শব্দে ধারালো তলোয়ারের মত জমাট-অন্ধকার চিরিয়া ফাঁশিয়া ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতে লাগিল! দপ্‌ করিয়া আগুন জ্বলিয়া ওঠে, আবার পরক্ষণে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া আরো নিবিড় ঘন হইয়া চারিদিক ঢাকিয়া দেয়। বৃষ্টির কি তোড়! মনে হয়, সারা পৃথিবীকে বুঝি ডুবাইয়া দিবে—কোন্ অতলের তলে!

প্রকাশ কহিল—কি দুর্য্যোগ নামলো, দেখচো!

গিরিজা কহিল—প্রকৃতি রণ-বেশে সেজেচে। তুমি ভাবচো, এর মধ্যে গভীর কোনো ষড়যন্ত্র নেই ?

কালোদা কহিল—Cursed House কথাটা সত্যি মনে লাগচে।

বাড়ীতে কয়টা মশাল জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে। সারা-রাত আজ দীপালীর উৎসব চলিবে। আলোয় চারিদিক আলো করিয়া রাখিতে হইবে। এতটুকু অন্ধকার যেন গৃহের কোনো কোণে জমিতে না পায়। জলটুঙ্গিতেও দুটা মশাল। এদিককার দোতলার ঘর হইতে জলটুঙ্গিতে যাহাতে দৃষ্টি চলে, সেদিকে পাকা ব্যবস্থা।

ষ্টেশন-মাষ্টার অধীরবাবু সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক্কাওয়ালার মারফৎ খাবার যা পাঠাইয়াছেন, প্রচুর। তিনি লিখিয়া জানাইয়াছেন, তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব হইল না। বহু থার্ড ক্লাশ যাত্রী আসিতেছে মালপত্র-সমেত ; মেলার জন্য। ষ্টেশন হইতে তাঁর নড়িবার উপায় নাই। এক মিনিট ডিউটি হইতে অবসর মিলিতেছে না। তবে গিরিজারা যেন সাবধানে থাকে। কোনো রকম গোঁয়ার্তুমি না করে, সে সম্বন্ধে বার বার সতর্ক করিয়াছেন।

আহার সারিয়া কয়জনে ঘরে বসিয়া রহিল। কখন ওদিকে মৃত্যুর বিভীষিকা জাগে—প্রচণ্ড আর্ত্তনাদে প্রকৃতির

রণ-তাণ্ডবের মত্ততা ফাঁশিয়া চূর্ণ হয়, তাহারি প্রতীক্ষায়। বাহিরে সমানে বৃষ্টি চলিয়াছে—মাঝে মাঝে বিদ্যুতের রক্ত চাহনি—যেন ভালো করিয়া প্রলয়ের গতি লক্ষ্য করিতেছে! বজ্র-রবে অট্টরোল উঠিতেছে—সে যেন প্রলয়ের বিপুল বিরাট জয়োল্লাস

রিষ্ট-ওয়াচগুলা ষ্টেশনের ঘড়ি দেখিয়া সকলে কাল মিলাইয়া আনিয়াছে। ঘড়ির দিকেই চাহিয়া আছে। রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

মশালের আলোয় মেলার যেটুকু দেখা যায়, চাহিয়া দেখিল, একেবারে নিঝুম! দোকান-পাট বন্ধ। ওদিকটা যেন কে আলকাৎরা ঢালিয়া চাপা দিয়া দিয়াছে!

গিরিজা কহিল—মনে হচ্ছে, সারা পৃথিবী যেন কিসের প্রতীক্ষা করচে! কে যেন আসবে!

প্রকাশ কহিল—থেকে থেকে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

রাজেন্দ্র কহিল—আমার ভয় হচ্ছে, যদি এ বৃষ্টিতে নদীর জল বেড়ে বন্যা আসে, তাহলে এখানে stranded হয়ে থাকবো কদ্দিন, কে জানে!

কালোদা কহিল—বৃষ্টি এসে উৎপাত বাধালো! নাহলে ভাবছিলুম, ঐ জলটুঙ্গিতে গিয়ে ক'জনে তাস খেলবো।

বৃষ্টির জন্য আমরা রয়ে গেলুম এখানে, অথচ কিছু যদি ঘটে, তা ঘটবে জলটুঙ্গিতে !

হাসিয়া রাজেন্দ্র কহিল—দ্যাখো, আমরা আছি বলে' এ বছর হয়তো কিছুই ঘটবে না ! না ঘটলে সন্ন্যাসী বলবে, তার জপের জোরে সব ফাঁড়া কেটে গেছে।

গিরিজা কহিল,—তামাসা করো না ; আগে দ্যাখো। সন্ন্যাসীর কি স্বার্থ হেঁটে কষ্ট করে এখানে আসবার ? পয়সা-কড়ির প্রত্যাশা রাখেন না ! কিছু চান্ নি। ঘোড়া নিয়ে গিয়েছিলে, ঘোড়ায় চড়ে আসেন নি, ডুলি চড়ে আসেন নি, এসেচেন পায়ে হেঁটে এতখানি পথ—মাঠ আর জলা ভেঙ্গে ! দুনিয়ায় সকলকে ভণ্ড আর বুজরুক ঠাওরো না ! নিজের পাণ্ডিত্যের গর্ব্বে ধরাকে সরা দ্যাখো—অথচ পৃথিবীর জ্ঞান-সমুদ্রের তুলনায় তুমি কত ক্ষুদ্র ! দুখানা টেক্সট-বুক পড়ে দুনিয়াকে তুচ্ছ করো ! এতে আর কিছু প্রমাণ না হোক, তোমার মূর্খতার প্রমাণ মেলে খুব বেশী রকম।

প্রকাশ কহিল,—গোল্ডস্মিথের কবিতার লাইনটা মনে আছে ? **Fools who came to scoff, remained to pray.** ধৈর্য্য ধরো, নিজের মূঢ়তায় লজ্জা পাবে। ঐ সন্ন্যাসীর পায়ে হয়তো আত্মবিক্রয় করবে !

নিশ্বাস ফেলিয়া রাজেন্দ্র কহিল,—**I live to see.**

কালোদা কহিল—তাই live করো—seeও করবে'খন।…

তর্ক এইখানে থামিল।

ক্ষণপরে গিরিজা কহিল—চলো, আমরা জলটুঙ্গিতে যাই।

রাজেন্দ্র কহিল—আমি যাবো না।

কালোদা কহিল,—Afraid ?

রাজেন্দ্র এ শ্লেষ গায়ে মাখিল না; কহিল,—তাই। ভূতের ভয়ে নয়। জলে ভেজবার ভয়ে।

গিরিজা কহিল,—চুপ করে বসে থাকা চলে না! সত্যি, জলটুঙ্গিতে যাই চলো…।

প্রকাশ কহিল,—তাস নাও। ছাতা মাথায় দিয়ে এক প্রস্থ কাপড়-চোপড় নিয়ে যাওয়া যাক। যেতে ভিজবো। ওখানে গিয়ে তোয়ালেয় গা-মাথা মুছে শুকো কাপড়-চোপড় পরা যাবে।

সকলের এক মত। কাজেই সকলে জলটুঙ্গিতে যাত্রা করিল।

ষোল

চরম ক্ষণ

ঘরের মধ্যে তাস খেলা চলিয়াছে। ওদিকে বৃষ্টি পূরা দমে চলিয়াছে। সহসা গিরিজা কহিল,—ঘুম পাচ্ছে। কি বলো, পালা করে যদি ঘুমোনো যায় ?

প্রকাশ কহিল,—আমার ঘুম পায় নি।

কালোদা কহিল,—আমার পায় নি।

রাজেন্দ্র কহিল,—আমারো নয়।

খেলা বন্ধ করিয়া প্রকাশ চাহিল গিরিজার পানে। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ! গিরিজা কহিল,—কি দেখচো ?

প্রকাশ কহিল,—ক'জনের মধ্যে তোমার ঘুম পেলো! কথা ভালো নয়। শরীর অসুস্থ বোধ করচো না তো ?

হাসিয়া গিরিজা কহিল,—ধেৎ!

কালোদা কহিল,—ঘুম পায়, ঘুমোও। আমরা জেগে থাকবো।

গিরিজা কহিল,—থাক্, ঘুমোবো না। চালাও তাস।

তাস-খেলা চলিল। ব্রে! ইশ্কাবনের বিবি প্রাণে আতঙ্ক আর উত্তেজনা জাগাইয়া রাখিবে! Stimulant!

রাত্রি প্রায় তিনটা। দ্বারে যেন কে করাঘাত করিল।

ক'জনের বুক ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কালো কহিল,—কে?

উত্তর নাই।

প্রকাশ কহিল,—দেখি।

ক'জনে উঠিল। দ্বার খুলিয়া দেখে, কেহ নাই। এক ঝলক দমকা বাতাস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

কালোদা কহিল,—ঝড় উঠেচে।

প্রকাশ কহিল,—রাজ্যের দুর্যোগ একসঙ্গে দেখা দেছে!

মশাল ছিল। মশাল-হাতে ক'জনে ঘরগুলায় ঢুকিয়া চারিধার দেখিল। কোথাও কেহ নাই! দ্বার আবার বন্ধ হইল এবং হাতে তাস উঠিল।

খেলা চলিয়াছে। দ্বারে আবার করাঘাত। হাতের তাস হাতে রহিল! ক'জনে উৎকর্ণ হইল।

আবার! আবার! স্পষ্ট! না, ভুল নাই।

—কে?

কালোদা উঠিয়া গিয়া দ্বার খুলিল। সঙ্গে সঙ্গে কক্কড় শব্দে বাজ হাঁকিল। সেই সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলক।

চোখের সামনে কে যেন ধারালো তলোয়ার ঘুরাইয়া চকিতে আঁধারে লুকাইল !

বাহিরে কেহ নাই !

ক'জনে যেন হেতভম্ব !

বাহিরে বৃষ্টির জল ঝরিতেছে ঝম্‌-ঝম্‌ ঝম্‌-ঝম্‌ ঝম্‌-ঝম্‌।

কালোদা কহিল,—দোর আর বন্ধ করবো না। থাক্‌ খোলা। দেখি, দোরে কে ঘা দেয় !

তাহাই হইল। আবার ত্রাস !

প্রায় পনেরো মিনিট পরে পাশের ঘরের দ্বারে-জানালায় খট্‌-খট্‌ দুম্‌-দুম্‌ শব্দ !

এবারে সত্যই আতঙ্ক জাগিল। এ শব্দ স্পষ্ট। সকলে কাণে শুনিয়াছে।

কালোদা কহিল,—রাজেন কি বলো ?

রাজেন্দ্র কহিল,—শব্দ আমাদের মনে।

প্রকাশ গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—কানে পষ্ট শুনচি, তবু বলবে, মনে !

কালোদা কহিল,—দোর-জানলা খুলে দাও !

সকলে দ্বার-জানলা খুলিয়া দিল। বাদুড়-চামচিকার চিহ্ন নাই। সেগুলাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জলটুঙ্গি ভালো রকম সাফ হইয়াছে।

কালোদা কহিল,—তাস খেলবে ? না···

প্রকাশ কহিল,—চুপ করে বসে থাকলে সময় আর কাটবে না। তাস খেলাই ভালো।

—তাই হোক্।

ক'জনে আবার তাস লইয়া বসিল। সামনে রহিল খোলা রিষ্টওয়াচগুলা। সময় বহিয়া চলিয়াছে।

রাত্রি চারিটা বাজিল···

বিশ্ব-ভুবন কাঁপাইয়া প্রচণ্ড ঝড় উঠিল। শোঁ-শোঁ! দ্বার-জানালাগুলা ভীষণ শব্দে মাথা ঠোকাঠুকি করিয়া মরিতে লাগিল। জলটুঙ্গির ওদিকে একটা গাছ মড়-মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। মশালের আলো জ্বালিয়া রাখা যায় না! দ্বার-জানলা বন্ধ করিয়া দিতে হইল।···

বাহিরে প্রকৃতির মত্ত মাতন চলিয়াছে ভীষণ হুঙ্কারে—সে-ঝড়ে পৃথিবী উপড়াইয়া কোথায় কোন্ অন্ধ গহ্বরে যেন ছিট্‌কাইয়া পড়িবে!

কালোদা কহিল,—পুরোনো ঘর জলের বুকে! হয়তো ঘর চাপা পড়েই মরতে হবে! ভৌতিক ব্যাপারের চুড়ান্ত হয়ে যাবে'খন!

প্রকাশ কহিল,—বেরিয়ে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নেবো, সে উপায় নেই।

গিরিজা কহিল—তুমি যে চুপ করে আছ রাজেন! দু'টো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ঝাড়ো—যাতে প্রাণ পাই।

রাজেন্দ্র কহিল—এ হলো elements-এর খেলা। এর মধ্যে ভৌতিক ব্যাপারের জের টানো কেন?

প্রকাশ কহিল—Elements-ও তো ভৌতিক ব্যাপার। আধিভৌতিক। Natural; super-natural নয়।

রাজেন্দ্র কহিল—এর সঙ্গে তামাসা করে মূর্খে।

কালোদা কহিল—দোর-জানলাগুলো বন্ধ করেছি—তবু কাঁপছে, ছাখো! যেন দৈত্য-দানারা প্রাণপণে চেষ্টা করচে ঘরের মধ্যে ঢুকবে বলে'।

ঝড়ের প্রতাপ ক্ষণে ক্ষণে বাড়িতেছিল। আক্রোশের সীমা নাই!...

ওদিকে হুড়মুড় করিয়া একটা শব্দ—সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে একরাশ ধূলা-বালি উড়িয়া আসিল—ঘূর্ণী-চক্রে!

মূঢ় নিরাশ অসহায়ের মত কয়জনে ঘরের মধ্যে বসিয়া রহিল। বাহিরে যাইবার উপায় নাই। যে ঝড় বহিতেছে—কে জানে, কি ঘটিবে!...

ঘড়ি চলিয়াছে। স-চারিটা, সাড়ে চারিটা; পাঁচটা বাজিল। ক্রমে সাড়ে পাঁচটা...

গিরিজা কহিল—আমরা চারজনে বেঁচে গেলুম এ বছরের

মত! হয়তো আমাদের এতখানি উৎসাহ দেখেই বৃষ্টি হলো সে উৎসাহকে damp করবার জন্য...

ঘড়ি চলিয়াছে! সেকণ্ডের কাঁটা ধরিয়া মিনিটের কাঁটায়...

ঝড়ের বেগ যেন একটু কম...বৃষ্টির ভাব যেন একটু ঝিমানো-গোছ!

... ...

ছটা বাজে। বাতাসের বেগ কমিয়াছে। কালোদা কহিল, —আলো ফুটচে। চলো, বেরিয়ে পড়ি।

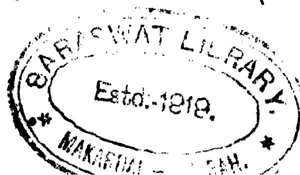
প্রকাশ কহিল—যাবার আগে এদিককার অবস্থা একবার দেখে যাবো না?

—চলো।

দ্বার খুলিয়া ওদিককার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখে,—ছাদের খানিকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! সকলে শিহরিয়া উঠিল। ঐ ঘরে যদি সকলে বসিত!...

দেহের রক্ত মাথায় চড়িল! সর্ব্বাঙ্গ যেন হিম!...

বাহিরের অবস্থা খুব শোচনীয়। গাছের ডালপালা, পাতা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ছত্রাকার হইয়া আছে। ওদিকে মেলার দিকটায় সমস্ত ছাউনি উড়িয়া গিয়াছে—মেলা যেন সেই পাহাড়পুরের ধ্বংস-স্তূপ!



কালো কহিল,—সন্ন্যাসী ঠাকুরের খপর নিই, চলো।

দোতলায় যে-ঘরে সন্ন্যাসী ঠাকুর ছিলেন, সে ঘরে তিনি নাই।

কোনো ঘরে নাই। বাড়ীর কোথাও নাই।

কোথায় গেলেন?

মেলার দিক হইতে বহু লোক আসিয়া বাড়ীর নীচের তলায় আশ্রয় লইয়াছিল। তাদের সঙ্গে দেখা হইল। ভয়ে তারা এমন হইয়া আছে, মুখে কথা নাই! বাঁচিয়া আছে, না, মরিয়া গেছে, তাও যেন তারা নিজেরা ঠাহর করিতে পারিতেছে না!

ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ন্যাসীকে পাওয়া গেল···

রাত্রে সেই যে গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তাহারি তলে তাঁর দেহ পড়িয়া আছে। পা দুটা জলে।

ব্যাপার দেখিয়া ক'জনে বসিয়া পড়িল।···

আতঙ্ক ও বিস্ময় চুকিলে সকলে বহু কষ্টে গাছের ডালপালা সরাইয়া সন্ন্যাসীর দেহ টানিয়া বাহির করিল। প্রাণ এখনো আছে। ডাক্তার?···তাইতো, ডাক্তার এখানে কোথায় মিলিবে?

নিজেরা ধরাধরি করিয়া আনিয়া গৃহ-মধ্যে সন্ন্যাসীকে তারা শয়ন করাইল। তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করিল।